কাকজ্যোৎস্না

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

ভাদ্র, ১৩৩৮

দাম দু'টাকা

প্রিণ্টার শ্রীনরেন্দ্র নাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রাণীকে

এই লেখকেরই :

উপন্যাস

বেদে

আকস্মিক

ছিনিমিনি

বিবাহের চেয়ে বড়ো

গল্প

টুটাফুটা

কবিতা

অমাবস্যা

অনুবাদ

প্যান্

কাকজ্যোৎস্না

ঘড়িটা বুঝি ঠিকমত চলিতেছে না। দুইটা-কুড়িতে কলিকাতার ট্রেন আসিবে। সেই গাড়িতেই প্রদীপের ফিরিবার কথা। আসিয়া পৌঁছিলে হয়!

অরুণা স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন,—"ষ্টেশনে গাড়ি থাক্‌বে ত' ?"

স্বামী ঘরের মধ্যে অস্থির হইয়া পাইচারি করিয়া বেড়াইতেছিলেন, স্ত্রীর কথায় একটু থামিয়া একটা শোকাতুর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শুধু কহিলেন,—"আর গাড়ি!"

সেই স্তব্ধ-স্তম্ভিত ঘরে কথার অর্থটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল। বারোটা বাজিয়া ঘড়ির ছোট কাঁটাটা যেন আট্‌কাইয়া গেছে,—সুধী-র জীবনে দুইটা-কুড়ি বুঝি আর বাজিল না! প্রদীপের ফিরিয়া আসিবার আগেই প্রদীপ নিভিবে।

আকাশ ভরিয়া তারা জাগিয়াছে,—কোটি কোটি জগৎ, কোটি কোটি জীবন! সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া কি বিস্তীর্ণ পথ, কি অপরিমেয় ভবিষ্যৎ! অবনী বাবু জানালা দিয়া বাহিরে চাহিলেন; রাস্তায় দূরে বাতি-থামের উপর একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে শুধু। সুষুপ্ত, প্রশান্ত রাত্রি।

ঘর ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য সুধী-র শিয়রের কাছাকাছি পিল্‌সুজের উপর মাটির বাতি জ্বালানো। সুধী বুঝি একটু চোখ চাহিল। অরুণা তাড়াতাড়ি ছেলের আরো নিকটে ঘেঁষিয়া আসিতে-আসিতে স্বামীকে কহিলেন,—"সল্‌তেটা একটু বাড়িয়ে দাও শিগ্‌গির। সুধী কি যেন চাইছে।"

তারপর ছেলের আর্ত্ত মলিন মুখের কাছে মুখ আনিয়া কোমলতর কণ্ঠে ডাকিলেন,—"সুধী, বাবা, কিছু বল্‌বে?"

সুধী নিঃশব্দতার অপার সমুদ্রে ডুবিতেছে; জিহ্বায় ভাষা আসিল না,—দুর্ব্বল ডান-হাতখানা মা'র কোলের কাছে একটু প্রসারিত করিয়া দিয়া কি যেন ধরিতে চাহিল।

অরুণা কহিলেন,—"এ পাশে একটু সরে' এস বৌমা, সুধী বুঝি তোমাকে খুঁজছে।"

নমিতা স্বামীর পায়ের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল,—গভীর রাত্রির যে একটি প্রশান্তিপূর্ণ অনুচ্চারিত বাণী আছে, নমিতা তাহারই আকারময়ী। শাশুড়ির কথা শুনিয়া নমিতা নতনেত্রে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই অরুণা কহিলেন,—"এ-সময়ে আর লোকলজ্জা নয় মা, তোমার ঘোম্‌টা ফেলে দাও! সুধী! মিতা, তোর মিতা—এই ছাখ্‌, কিছু বল্‌বি তাকে?"

সুধী বোধ হয় একটু চেষ্টা করিল, কিন্তু চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারিল না।

ঘরভরা লোকজনের মধ্যেই নমিতা অবগুণ্ঠন অপসৃত করিয়া সজল চোখে স্বামীর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—কেহ না থাকিলে হয়ত সকল লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া অনেক কথা কহিত, হয়ত একবার বলিত: "আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছ, কত দূরে? সেখানে কাহাকে সঙ্গী পাইবে? তুমি আমাকে ভুলিয়া থাকিয়ো, কিন্তু আমি তোমাকে ভুলিয়া থাকিব কি করিয়া?"

অরুণা নমিতাকে সুধী-র পাশে বসাইয়া দিয়া তাহার ব্রীড়াকুণ্ঠিত করতলে মুমূর্ষু সন্তানের শিথিল হাতখানি অর্পণ করিলেন। নমিতা দেখিল হাতখানি ঠাণ্ডা, যেন অব্যক্ত স্নেহে সিক্ত হইয়া আছে! মনে পড়িল, মাত্র সাত মাস আগে এই হাতখানিরই কুলায়ে ভীরু পক্ষীশিশুর মত তাহার দুর্ব্বল কমনীয় হাতখানি রাখিয়া, এক উজ্জ্বল দীপালোকিত সহস্রকলহাস্যমুখর উৎসব-সভায় সে সর্ব্বাঙ্গে প্রথম পুলকসঞ্চার অনুভব করিয়াছিল। আজো বুঝি তাহাদের নূতন করিয়া বিবাহ হইতেছে। নমিতার আজ নববধূর বেশ—সে আকাশচারী মৃত্যু,—প্রতীক্ষামগ্ন দুই চক্ষু মেলিয়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছে। তোমরা উলু দিতেছ না কেন? আলো নিভাইয়া দাও, রাত্রির এই প্রগাঢ়-প্রচুর অন্ধকারকে অবিনশ্বর করিয়া রাখ!

মৃত্যু আসিতেছে, ধীরে, অতিনিঃশব্দপদে—নিস্তরঙ্গ নদীর উপরে প্রশান্ত গোধূলির মত! কেহ কথা কহিয়ো না, মৃত্যুর মৃদুপদপাত শুনিবার আশায় নিশ্বাস রোধ করিয়া থাক!

অবনীনাথ চেঁচাইয়া উঠিলেন: "জানলাটা খুলে দাও শিয়রের,—পথ আট্‌কে রেখ না।"

কে একজন শিয়রের জানালা খুলিয়া দিল।

আরেকজন কহিল,—"আপনি অত অস্থির হবেন না মেসোমশাই।"

অবনীনাথ চলিতে-চলিতে হঠাৎ থামিলেন: "পাগল! অস্থির আর হ'তে পারি কই, সত্য! আমাদের শরীর এমন সব স্নায়ু দিয়ে তৈরি যে অস্থির সে হ'তেই শেখেনি। আমরা ত' আর আগ্নেয়গিরি নই!" দুই-পা হাঁটিয়া আবার দাঁড়াইলেন: "শুনেছি ভগবান যোগে বসে' আছেন সমাহিত হ'য়ে, আর প্রকৃতি রাজ্য চালাচ্ছেন; বিধাতাকে আমি দুষ্‌বো না। আমি স্থির, হয়ত ভগবানেরই মতো। আমি ভাব্‌ছি ছেলে মরেছে বলে' আমি বড় জোর একদিন কোর্ট কামাই কর্‌তে পাব—আমাকে একটা সাত-লাখ টাকার মোকদ্দমার রায় লিখ্‌তে হ'বে। আমি ভাব্‌ছি, পর্শু আমার লাইফ্‌-ইন্‌সিয়োরেন্স্‌-এর প্রিমিয়াম্‌ পাঠাবার শেষ তারিখ। আমার কি অস্থির হওয়া চলে?"

মধ্যরাত্রির মুহূর্ত্তগুলি মন্থর হইয়া আসিয়াছে,—এত নিঃশব্দতা বুঝি সহিবে না। আত্মীয়-পরিজনের অন্ত নাই,—সবাই প্রশস্ত ঘরে রোগীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। এখন সবাই সেবাশুশ্রূষা পরিত্যাগ করিয়া রোগীকে ঘিরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে—শেষ-নিশ্বাস-পতনের প্রতীক্ষায়। পরিবারের শিশুগুলি অন্য ঘরে দাসীর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে,—কেহ ঘুমাইয়া পড়িয়া গত রাত্রে শোনা পথিক-রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখিতেছে, কেহ বা বসিয়া আপন আপন মা'র কথামত অর্থহীন অসম্পূর্ণ ভাষায় অচেনা ভগবানের কাছে অসম্ভব প্রার্থনা করিতেছে।

সমস্ত ঘরে সুগভীর শান্তি বিরাজমান। অবনী বাবুর লঘু পদশব্দ ছাড়া কোথা হইতেও একটি অস্ফুট কোলাহল হইতেছে না। সৃষ্টি যেন গতিবেগ রুদ্ধ করিয়া একটু দাঁড়াইয়াছে!

এইটি সুধী-র পড়িবার বসিবার শুইবার ঘর। এই ঘরেই একদিন পড়িতে পড়িতে সুধী পিছন হইতে বাবার স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিল: "রংপুরে একটি মেয়ে দেখে এলাম,—প্রতিমার চেয়েও সুন্দর। সামনে ফাগুন মাস, কবিরা বলেন কাব্যের পক্ষে প্রশস্ত,—তোমাকে একটি কাব্যলক্ষ্মীর সন্ধান দিচ্ছি।" সুধী একটু হাসিয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কহিল,—"কার্ল মার্কস্-এর কোনো জায়গায় এমন কথা লেখা নেই, বাবা।" অবনীনাথ বলিয়াছিলেন,—"তা না থাক্, নমিতা এখন নমিন্যালি আস্ছে, তার জন্যে তোমার একজামিনের মার্কস্ কম্‌বে না।" শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য আপত্তি টিঁকে নাই, নমিতাকে বিস্তৃত শয্যার একটা সঙ্কীর্ণ অংশ ছাড়িয়া দিতে হইল। এই ঘরেই সুধী বোকার মত (প্রত্যেক স্বামীই বিবাহের প্রথম রাত্রির প্রথম সম্ভাষণে একটু বোকা হয়) নমিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"আমাকে তোমার ভালো লাগ্‌বে?" নমিতা নিঃশব্দে কতকগুলি ঢোঁক গিলিয়া বলিয়াছিল,—"একবার যখন বিয়ে হ'য়েই গেছে তখন আর ভাল লাগালাগির কথাই নেই। আমাকে আরেকটু বড়ো হ'তে দিয়ে বিয়ের আগে দেখা করে' মতটা জিজ্ঞেস কর্‌লেই পারতে!" মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ, সুধী-র এত ভাল লাগিয়া গেল যে ফের বোকার মত বলিয়া বসিল,—"দেখো, আমাকে তোমার খুব ভালো লাগবে।"...একুশ বছর ধরিয়া সুধী এই ঘরে বসিয়া কত স্বপ্ন দেখিয়াছে। ইস্কুলে পড়িতে-পড়িতে তাহার মনে হইয়াছিল,

পণ্ডিত-মশাই হইয়া ছেলেদের বেঞ্চির উপর দাঁড় করাইয়া দিবার মত সুখ বুঝি আর কোথাও নাই; থার্ড ক্লাশে উঠিয়া সে ভাবিয়াছিল যে, সে মোক্তার হইয়া শাম্‌লা আঁটিবে ও খোঁচা খোঁচা দাড়ি রাখিয়া পেস্‌কারকে ভয় দেখাইবে। ষোল বছর বয়সে সুধী কীট্‌সের *Endymion* পড়িয়া একটি অপরিচিত ভাববিলাসী ব্যর্থ-প্রেমিকের বেদনার স্বপ্নে তাহার স্বল্প-প্রসার ভুবনকে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল; বি, এ পাশ করিয়া কঠিন রক্তাক্ত মাটিতে পা রাখিয়া সীমাশূন্য আকাশের নীচে দাঁড়াইয়া দুই ফুস্‌ফুস্‌ ভরিয়া প্রচুর বাতাস নিতে-নিতে সে স্বপ্ন দেখিয়াছিল স্বাধীন গর্ব্বিত ভারতের—উপরে উদার উজ্জ্বল আকাশ, পদনিম্নে উত্তরঙ্গ উদ্বেল সমুদ্র! এই ঘরে বসিয়াই।

পুত্রের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে অরুণাকে দেখিবে এস,—মা'কে! চিত্রার্পিতের মত বসিয়া আছেন। যে হাতখানা দিয়া নমিতা স্বামীর হাত ধরিয়া আছে, সেই হাতখানি অরুণা নিজের কোলের উপর টানিয়া লইলেন। কতদিন ধরিয়া যে ঘুমান নাই তাহা তাঁহার হতাশ স্থির দুই চক্ষুতারকা দেখিয়া নির্ণয় করা অসম্ভব,—সব শ্রান্তি ও প্রতীক্ষার আজ চরম অবসান হইবে। অরুণার মন বাইশ বছর পূর্ব্বের অতীততীরে উড়িয়া গিয়াছে। বাইশ বছব পূর্ব্বে অরুণা এই সংসারে পদার্পণ করিয়াছিল,—একটি বৎসর ফুরাইতে-না-ফুরাইতেই যখন অরুণার প্রথম সন্তান-সম্ভাবনা হইল, তখনকার সেই সুখরোমাঞ্চময় অনুভূতিতে বিস্ময়ে সে বাণীহীন হইয়া গিয়াছিল। তাহার যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে ভয় হইতেছিল। নভচারী কোন্‌ নক্ষত্র হইতে একটি জ্যোতি-স্ফুলিঙ্গ মর্ত্ত্যতলে প্রাণ পাইবার আশায় তাহার শরীরকে আশ্রয় করিয়াছে,—

যেন কোন্ অতিথি-আত্মা—আত্মপ্রকাশের বিপুল ব্যাকুলতায় অরুণাকে মিনতি করিতেছে। সে-দিন মনে আছে অরুণা গভীর রাত্রে ছাতে উঠিয়া নক্ষত্রমণ্ডিত অবারিত আকাশের দিকে তাকাইয়া প্রার্থনা করিবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পায় নাই, স্বামী ডাকিতে আসিলে তাহাব মনে হইয়াছিল, যে ক্ষুদ্র মাংসাপিণ্ডটা তাহার জঠরে আকারহীন অবস্থায় সঙ্কুচিত হইয়া আছে, তাহা একদিন দৈর্ঘ্যে, আয়তনে ও বলশালিতায় ঐশ্বর্য্যময় হইয়া উঠিবে—সৃষ্টির এই গৌরবপূর্ণ অভিজ্ঞতায় অরুণার মন সুখাবেশে অবশ হইয়া পড়িল! এই ভ্রূণ একদিন কর্ম্মে, সাহসে, তেজে, দীপ্তিতে অগ্রগণ্য হইবে, হয়ত বা ভালবাসিয়া একটি নিখিলব্যাপ্ত বিরহবেদনার কবি হইবে কে বলিতে পারে! কিন্তু সে যে আবার একদিন ক্ষণস্বপ্নের মতই কয়েকটি বর্ণের বুদ্বুদ তুলিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে, তাহা কে কবে ভাবিয়াছিল! আর দু'টি মাত্র মুহূর্ত্তের পর অরুণা কি বলিয়া ও কতখানি জোর দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবে, তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না। এতগুলি বৎসর ধরিয়া সে যত আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে, যত স্নেহ বর্ষণ করিয়াছে, তাহার এই ভয়ঙ্কর অকৃতার্থতা সে সহিবে কি করিয়া? ভালবাসা এত ভঙ্গুর কেন, আশা কেন এত অসহায়?

বসিয়া থাকিতে থাকিতে অরুণার এক সময় মনে হইল আজিকার রাত্রিটি তাহার জীবনের সাধারণ রাত্রিগুলির মতই একটা। পরীক্ষার সময় মাঝ-রাতে উঠিয়া ঘুমন্ত সুধীকে পড়িবার জন্য জাগাইয়া দিতে হইত,—গায়ে ঠেলা দিলেই বুঝি সুধী এখনি হাত-পা মেলিয়া তেমনি জাগিয়া উঠিবে। টেবিলে আলো জ্বালিয়া সুধী পড়িতে বসিলে,

অরুণা ছাতে উঠিয়া আকাশের কাছে সন্তানের কুশল প্রার্থনা করিবে, অন্ধকার স্বচ্ছতর হইয়া আসিতে থাকিলে, মাঠে নামিয়া ফুল কুড়াইয়া ছেলেকে গিয়া উপহার দিবে। অরুণার মনে হইতেছিল খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিয়া পরে চাহিয়া দেখিলেই দেখিবে যে, এই রাত্রির চেহাবাটা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। তিনি জাগিয়া-জাগিয়া এতক্ষণ একটা দুঃসহ দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন মাত্র। এই ভাবিয়াই তিনি চক্ষু বুজিলেন, হঠাৎ একটা অসংলগ্ন চীৎকারে মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, অবনীনাথ দুই হাতে মাথার চুল ছিঁড়িতেছেন।

ব্যাপারটা আবার আয়ত্ত হইল। কিন্তু গাঢ় নিদ্রায় অরুণার চক্ষুপল্লব ভারাক্রান্ত হইয়া আসিতেছে; নিদ্রা যে শোকমাধুর্য্যপূর্ণ বিস্মৃতি আনিয়া দেয়, তাহারই নদীতে তিনি এইবার স্নান করিবেন। এই ঘর-দুয়ার স্বামী-পুত্র—সব অপরিচিত আত্মীয়; এত দিনের কঠিন কদর্য্য ক্লান্তির পর আজ তাঁহার ঘুম আসিবে। অরুণা ছেলের পাশে শুইয়া পড়িলেন।

ইহার পর আর দুইটি মিনিট্-ও বুঝি কাটিল না। রাস্তায় কিসের একটা শব্দ হইতেই, সবাই অসঙ্গত প্রত্যাশায় সচকিত হইয়া উঠিল; প্রদীপ ফিরিয়া আসিল বুঝি।

সমস্ত আত্মীয়বন্ধু সুধী-র আরো কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া সমস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল; একটা-বিয়াল্লিশ-মিনিটের সময় সুধী যে নিশ্বাস ত্যাগ করিল, তাহা আর ফিরিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহার জন্য বাতাস ফুরাইয়া গেছে।

আশ্চর্য্য, অরুণার ঘুম ভাঙিল না। অবনীনাথ হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া ফুঁ দিয়া বাতিটা নিবাইয়া দিলেন; চীৎকার করিয়া কহিলেন,—

"খবরদার, কেউ কাঁদ্‌তে পাবে না—সবাই চুপ করে' থাক, কারু মুখ থেকে যেন একটাও শব্দ না বেরোয়, ওকে চলে' যেতে দাও।"

খোলা জান্‌লাগুলি দিয়া বন্যার মত অজস্র অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল—মৃত্যুর নিঃশব্দ তরঙ্গ! চাঁদ কখন অস্ত গিয়াছে,—আকাশে হঠাৎ মেঘ করিল নাকি,—রাত্রি বোধ হয় আত্মঘাতিনী হইল! ঘরে যতগুলি লোক ছিল অবনীনাথের আকস্মিক আর্ত্তনাদে একেবারে হতবাক হইয়া গেছে; নিস্পন্দ, নিবালম্ব—কাহারো মুখে কথা ফুটিতেছে না। অবনীনাথ ঘরের মধ্যখানে একটা স্তম্ভের মত অটল হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, আর নমিতা কি করিবে কিছু বুঝিতে না পারিয়া, ভয়ে স্বামীর হিম, শক্ত বাহুটা দুই হাতে মুঠি করিয়া আঁকড়িয়া রহিয়াছে।

দুইটা-কুড়ির গাড়িতে প্রদীপ যখন কলিকাতা হইতে ডাক্তার লইয়া ফিরিল, তখনো সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই যে সুধী মরিয়া গিয়াছে। ডাক্তার আনিয়া সে ভালই করিয়াছিল, নতুবা অরুণাকেও আর ফিরানো যাইত না।

ষ্টেশনে সোফার্ গাড়ি নিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। প্রদীপ ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া প্লাটফর্মের বাহির হইতেই ড্রাইভার ডাকিল,—"এই যে!"

প্রদীপ ডাক্তারের ব্যাগটা মোটরে তুলিয়া দিবার আগেই ভয়-ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করিল,—"কেমন আছে এখন?"

মোটরে ষ্টার্ট দিয়া সোফার্ কহিল,—"তেমনি।"

কপালের উপর চুলগুলি ঝুলিয়া পড়িতেছিল, বাঁ-হাত দিয়া কানের পিঠের কাছে তুলিয়া দিতে-দিতে প্রদীপ কহিল,—"খুব হাঁকিয়ে চল, হরেন। দশ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছনো চাই।"

হরেন গাড়ি ছাড়িল। ডাক্তার যেন একটু ভয় পাইয়া বলিলেন,—"পথে য়্যাক্‌সিডেণ্ট্ করে' রোগীর সংখ্যা বাড়ালে বিশেষ সুবিধে হ'বে না। যে পথ-ঘাট,—আস্তেই চল হে।"

সরু, আঁকাবাঁকা পথ—নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, যেন একেবারে মরিয়া রহিয়াছে। দুই ধারে বড় বড় গাছ যেন নিশ্বাসরোধ করিয়া অন্ধকার আকাশের অনুচ্চারিত রোদন শুনিতেছে—একটিও পাতা নড়িতেছে না। প্রদীপ অনেকদিন ঘরের বাতি নিভাইয়া সুধী-র সঙ্গে সাহিত্যালোচনার অবকাশে গভীর রাত্রে মাঠে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,—সে-রাত্রির স্তব্ধতা যেন একটি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব বেদনার লাবণ্যে মণ্ডিত ছিল, কিন্তু

আজিকার এই নির্ম্মম নিঃশব্দতা প্রদীপ সহ্য করিতে পারিতেছে না। ডাক্তারের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল,—"একবার শেষ চেষ্টা করে' দেখবেন। ছোট কচি-বৌ,—সাম্‌নে ওর বিশাল ভবিষ্যৎ! চমৎকার ছেলে, কী দারুণ স্বাস্থ্য ছিল!"

ডাক্তার কহিলেন,—"ছোট একটু হৃৎস্পন্দন নিয়েই মানুষের এই সুদৃঢ় দেহ, সুদীর্ঘ জীবন। এই স্পন্দনটুকু বন্ধ হ'লে বিজ্ঞানও বোবা হ'য়ে গেল। আমাদের সাধ্য আর কতটুকু, ভগবান ভরসা। বাড়ি আর কতদুর হে? তোমাদের হবেন যে এরোপ্লেন্ চালিয়েছে! দেখো।"

ডাক্তারের মুখে ভগবানের নাম শুনিয়া প্রদীপ সুখী হইল না বটে, কিন্তু একবার অসহায় অন্ধ-বিশ্বাসে ভগবানের কাছে মনে-মনে প্রার্থনা করিয়া লইতে পারিলে যেন গভীর স্বস্তিলাভ করিত। এই প্রগাঢ় প্রসুপ্তির মধ্যে মনে-মনে ঐ প্রকার একটা স্বীকারোক্তি যেন অসঙ্গত হইত না। যে-অবিশ্বাসী সমস্ত জীবন নাস্তিকতা প্রচার করিয়া মৃত্যুশয্যায় অনুমিত ভগবানের কাছে অনুতপ্ত কণ্ঠে ক্ষমা চাহিয়াছিল, তাহাকে মনে-মনে ধিক্কার দিয়া প্রদীপ সহসা বলিয়া উঠিল: "এই এসে পড়েছি, ডাক্তারবাবু। আপনি ঘুমুচ্ছেন নাকি? আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম।"

এই মাঠটুকু পার হইলেই বাড়ির দরজায় গাড়ি থামিবে। ডাক্তারবাবু এই সামান্য সময়টুকুর মধ্যেই ঝিমোনো সুরু করিয়াছেন দেখিয়া প্রদীপের এত রাগ হইল যে, উপকার পাইবার আশা না থাকিলে হয়ত মুখের উপর দুইটা ঘুসি মারিয়া বসিত। কোন নামজাদা বড় ডাক্তারই এত রাতে এই অসময়ে দূরে আসিতে রাজি হয় নাই,

তাই এই চার-টাকার ডাক্তারকে সে ধরিয়া আনিয়াছে ; তাও কত সাধ্যসাধনা করিয়া। রোগীর আত্মীয়বর্গকে আশ্বাস দিবার মিথ্যা কলাকৌশলটা ভাল করিয়া আয়ত্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই ডাক্তার-বাবু এই যাত্রা সারিয়া গেলেন।

গাড়ি আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। হরেন হর্ণ বাজাইতে যাইতেছিল, প্রদীপ বাধা দিল। বাড়িতে কোনো ঘরে একটাও আলো জ্বলিতেছে না,—সুধী-র ঘরেও না। ব্যাপার কি ? সুধী বুঝি একটু ঘুমাইয়াছে। আঃ, প্রদীপ সুখে নিশ্বাস ফেলিল। সকাল বেলা যখন ডাক্তার আনিতে কলিকাতা যায়, তখনো সুধী যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট, বিবর্ণ হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল,—এখন যদি তাহার চোখে তরল একটি তন্দ্রা নামিয়া থাকে, তাহা হর্ণের শব্দে ভাঙিয়া যাইতে পারে। প্রদীপ ডাক্তারকে লইয়া নিঃশব্দে নামিয়া যাইবে। পার্শ্ববর্ত্তী কোন্‌-এক গ্রামের কে-এক সন্ন্যাসী কি-একটা শিকড় বাটিয়া খাওয়াইয়া সুধীকে নিরাময় করিয়া তুলিবে—এমন একটা কথা প্রদীপ শুনিয়া গিয়াছিল। হয়ত সেই সন্ন্যাসীর ওষুধ খাইয়া, সুধী শরীরের সকল ক্লেশ ভুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হয়ত এই ডাক্তারকে আর দরকারেই লাগিবে না ; টাকাগুলি গুনিয়া-গুনিয়া ডাক্তারের হাতে গুঁজিয়া দিয়া, উহাকে বিদায় দিতে তাহার যে কী ভাল লাগিবে বলা যায় না। ডাক্তারকে বরখাস্ত করিয়া একটা সন্ন্যাসীর অলৌকিক ওষুধের অসম্ভবপর সাফল্যে সে হঠাৎ বিশ্বাস করিতেছে ভাবিয়া তাহার হাসি পাইল না। সে যাহাকে প্রত্যক্ষরূপে লাভ করে নাই বলিয়া অস্বীকার করে, পৃথিবীতে তাহার অস্তিত্বই থাকিবে না এমন যুক্তি সে আজ গ্রহণ না-ই বা করিল।

প্রদীপ কান খাড়া করিয়া রহিল। একটিও শব্দ আসিতেছে না,—সমস্ত নীরবতা যেন গভীর তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। সুধী-কে ঘুমাইতে দেখিয়া সবাই হয় ত' সাময়িক অনুদ্বেগে একটু বিশ্রাম করিতেছে; নিভৃত ঘরে খালি নমিতা-ই হয়ত জাগিয়া শিয়রে বসিয়া আছে নির্নিমেষ চোখে; হয়ত লজ্জিত ভীরু করতলখানি স্বামীর কপালের উপর রাখিয়া ভগবানকে সুধী ভাবিয়া-ই মনে মনে তাহার কাছে অসংখ্য আব্‌দার করিতেছে। তাহা হইলে প্রদীপও আজ আঠারো রাত্রির বিনিদ্রতার শোধ লইবে; কিম্বা, নমিতা যদি তাহার উপস্থিতিতে কুণ্ঠিত না হয়, তবে সেই ঘরে বসিয়াই ম্লান দীপালোকে তাহার ও সুধী-র অসমাপ্ত উপন্যাসখানির কিয়দংশ আবার লিখিতে চেষ্টা করিবে। উপন্যাসের নায়ককে মারিয়া ফেলিয়া তাহারা সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিল; তাহা হইলে, উপন্যাসকে অত সহজ করিয়া, সমস্যাকে অযথা খর্ব্ব করিয়া তুলিবে না।

কে যেন বাড়ির সদর দরজা ঠেলিয়া বাহিরে আসিতেছে। প্রদীপ চাহিয়া দেখিল,—এ কি, সুধী! প্রদীপ চমকিয়া উঠিল,—সুধী যে দিব্যি হাঁটিতে পারিতেছে! সন্ন্যাসীদের এবার হইতে দেখা পাইলেই প্রদীপ পায়ের ধুলা মাথায় ঠেকাইবে; চোদ্দ ঘণ্টার মধ্যে একটা কঙ্কালের কাহিল চেহারা এমন বলশালী হইয়া উঠিল! সুধী দরজাটা বাহির হইতে ভেজাইয়া দিয়া সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া রিষ্ট-ওয়াচে সময় দেখিয়া লইল, যেন তাহাকে এখুনি ট্রেন ধরিতে হইবে। হঠাৎ প্রদীপের সঙ্গে চোখোচোখি হইতেই সুধী অল্প-একটু হাসিল—সেই পরিচিত নির্ম্মল হাসি, কতদিন এই হাসি সে দেখে নাই—তারপর ডান-হাতটা

একটু তুলিয়া স্পষ্ট কহিল,—"চল্‌লাম, কথা বল্‌বার এখন আর সময় নেই।" বলিয়াই সিঁড়ি হইতে নামিবার জন্য পা বাড়াইল। প্রদীপ বলিতে চাহিল: 'এই রাত করে' কোথায় যাচ্ছিস্, ঠাণ্ডা লাগ্‌বে যে।' কিন্তু সুধী-কে আর দেখা গেল না,—ঐ রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছে!

প্রদীপ চোখ কচ্‌লাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল: "বাড়ির ভেতর থেকে কে বেরুল রে হরেন? দেখলি নে? মোটর নিয়ে ফের ষ্টেশনে চল্। ও কি হেঁটেই যাবে নাকি?"

হরেন একটা লণ্ঠন জ্বালাইতে-জ্বালাইতে কহিল,—"কে আবার গেল? পথের একটা কুকুর।"

ডাক্তারবাবু সিট্-এ ঠেসান্ দিয়া তখনো ঝিমাইতেছেন; প্রদীপ তাঁহার হাত ধরিয়া এক ঝাঁকুনি দিয়া বলিয়া উঠিল: "আপনার ঘুমুবার জন্য খাট পেতে রেখেছি, উঠে আসুন দিকি।"

কথাটা ডাক্তারের কানে গেল না, কিন্তু ঝাঁকুনি খাইয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং "এত রাতে জেগে থাকার অভ্যেস নেই" বলিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলেন।

অতিনিঃশব্দপদে উঠান পার হইয়া প্রদীপ বারান্দাতে উঠিল। বারান্দার কিনারায় দুইটি অপরিচিত লোক চুপ করিয়া বসিয়াছিল, প্রদীপকে দেখিয়া তাহারা চঞ্চল হইল না পর্য্যন্ত; প্রদীপ-ও তাহাদের কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না, জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন-ও বোধ করিল না। এই গহন নীরবতা তাহার সকল উদ্বেগের উপশম করিয়াছে; সুধী এখন একটু ঘুমাইয়াছে বলিয়াই কেহ একটিও শব্দ করিতেছে না;—বাতি নিভাইয়া সবাই তাহার ক্লান্তিমুক্ত নব-জাগরণের

প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রদীপ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"এই, বাঁয়ে আসুন্। আলোটা একটু এ-দিকে, হরেন।"

চৌকাঠ ছাড়াইয়া ঘরে পা দিতেই প্রদীপ একেবারে বসিয়া পড়িল। যে-শোক প্রথম অভাবিত বিস্ময়ের আবেগে স্তব্ধ হইয়া ছিল তাহা আর সম্বরণ করা গেল না। প্রদীপ যেন মূর্ত্তিমান্ ব্যর্থতার মত আসিয়া দেখা দিয়াছে,—নিরুদ্ধ শোক দিকে-দিকে অবারিত ও অজস্র হইয়া উঠিল! হরেন লণ্ঠনটা নামাইয়া রাখিয়া ছোট ছেলের মত কাঁদিয়া ফেলিল,—আর, প্রদীপ অশ্রুলেশহীন শুষ্ক কঠোর চোখে সুধী-র মৃত্যু-কলঙ্কিত মুখের দিকে চাহিয়া চোখের পলক আর ফেলিতে পারিল না।

ইঁদুরের মত নিঃশব্দে ডাক্তার সরিয়া পড়িতেছিলেন, অবনীবাবু স্বাভাবিক সংযতকণ্ঠে কহিলেন,—"অমন বোকার মতো কাঁদে না, হরেন। যা, ডাক্তারবাবুকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আয় গে—চারটা-চুয়ান্নতে একটা গাড়ি আছে। ভদ্রলোকের এতটা কষ্ট হ'ল। অমন হাঁ করে' দাঁড়িয়ে থেকো না, প্রদীপ। ওঁর ভিজিটের টাকা দিয়ে দাও, এই নাও দেরাজের চাবি।"

ডাক্তারবাবু বারান্দায় আসিয়া কাহাকে বলিতেছিলেন,—"মফঃস্বলে আমরা সচরাচর বত্রিশ টাকা নিয়ে থাকি। কর্ত্তাকে বলবেন, ফের্‌বার ভাড়াটা যেন সেকেণ্ড্ ক্লাশের হয়।"

অবনীবাবু প্রদীপের হাতে তাঁহার দেরাজের চাবিটা গুঁজিয়া দিলেন বটে, কিন্তু প্রদীপ নড়িতে পারিতেছিল না। সে ব্যথিত হইবে না বিস্মিত হইবে, কাঁদিবে না সান্ত্বনা দিবে, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া

হতচেতন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই পৃথিবী, যাহার বিপুলতা মানুষের নির্দ্ধারণের নহে, সেই পৃথিবীর কোথাও সুধী-র চিহ্ন রহিল না,—এই প্রকাণ্ড আকাশ হইতে সুধী-র দিবাস্বপ্নগুলি বিলুপ্ত হইয়া গেল,—একাকী সুধী কত দূরপথে যাত্রা করিয়াছে, তিমিরগহন রুক্ষ-পথে অনির্ণীতের সন্ধানে—ভাবিতে-ভাবিতে কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া, পকেট হইতে বাক্স বাহির করিয়া সে সিগারেট্ ধরাইল।

মানুষের শরীর বলিয়া যে-বস্তুটি আছে, তাহার আব্দার না রাখিলেই নয়। অতএব, অরুণাকেও একদিন চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া বসিতে হইল। শুধু তাই নয়, মাসে হিসাবের অতিরিক্ত তেল খরচ হইয়াছে বলিয়া রাঁধুনে বামুনকেও তিরস্কার করিতে ছাড়িলেন না।

গলায় ভার না বাঁধিয়া জলে ডুবিয়া মানুষ আত্মহত্যা করিতে পারে না; প্রতিবন্ধক না থাকিলে জলের তলা হইতে শরীরটা আপনিই চাড়া দিয়া উঠিবে।

অরুণা হিসাব লিখিয়া চাকরকে বাজারে পাঠাইতেছিলেন, প্রদীপ কাছে আসিয়া বলিল,—"সন্ধ্যার ট্রেনেই কল্‌কাতায় ফিরে যাব ভাব্‌ছি! আপনার অনুমতি চাই।"

প্রদীপ জানিত যে অরুণার চোখে জল আসিবে; তাই শোকাশ্রুকে অযথা আর প্রশ্রয় না দিয়া কহিল,—"কল্‌কাতায় গিয়ে ত' চাক্‌রির জন্য ফের পথে-পথে টো-টো কর্‌তে হবে, দু'-মুঠো জুটোতে হবে ত'! অনেক দিন থেকে গেলাম, চমৎকার থেকে গেলাম,—একেবারে নিখুঁত।"

প্রদীপের দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

আঁচলে চোখের জল মুছিয়া অরুণা বলিলেন,—"আমাদের ভুলে যেয়ো না, প্রদীপ।"

প্রদীপ তক্তপোষের একপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া কহিল,—"আপনারা আমাকে ভুলে গেছেন কি-না তা' দেখবার জন্যে আমাকেও মাঝে-মাঝে এখানে আস্‌তে হবে। আশা করি, সুধী দরজা বন্ধ করে' দিয়ে যায় নি।"

অরুণার দুই চক্ষু পরিপূর্ণ করিয়া আবার অশ্রু আসিল, এবার আর মুছিলেন না। প্রদীপের পিঠের উপর বাঁ-হাতখানি রাখিয়া অনুরোধ

করিয়া কহিলেন,—"আরো দু'টো দিন থেকে যেতে পার না? তুমি চলে' গেলে এ-ফাঁকা কি করে' সইব?"

প্রদীপ কহিল,—"আমার আর থাকা চল্‌বে না, মা। এই অপ্রত্যাশিত মৃত্যু দেখে, এই অসহায় কাকুতি শুনে আমি ভারি দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছি, মনে আমার অবসাদ এসেছে। এই বৈরাগ্য আমার জীবনের পক্ষে উপকারী হ'বে না। এর থেকে আমি ছাড়া পেতে চাই।" বলিয়া প্রদীপ অরুণার লাবণ্যমণ্ডিত মুখের পানে চাহিল।

"এখন কোথায় যাবে, কল্‌কাতায়? কল্‌কাতায় তোমার কে আছে? য়্যাদ্দিন থেকে গেলে অথচ তোমার কোনো খোঁজই নেওয়া হ'ল না।"

প্রদীপ কহিল,—"খোঁজ নেওয়ায় বিপদ আছে, মা। খোঁজ যদি পেলে, তবেই ত' বেঁধে রাখ্‌বার জন্যে হাত বাড়াবে; এই অবাধ্য বুনো ছেলেটাকে কেউ বাঁধ্‌তে পারেনি। বাঁধ্‌তে যাবে, অথচ হারাবে, সেই দুঃখ আর সেধে নিতে চেয়ো না, মা। আমি আবার আস্‌বো।"

এই ছেলেটির প্রতি অরুণার মাতৃস্নেহ উথলিয়া উঠিল, সুধী যেন প্রদীপকে প্রতিনিধি রাখিয়া গিয়াছে। অরুণা কহিলেন,—"এমন কথা কেন বল্‌ছো প্রদীপ, স্নেহের বাঁধন কি এত সহজেই ছেঁড়া যায়? তুমি কি ভাব্‌ছো তোমাকে আমরা ভুলে' যাবো?"

প্রদীপ কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় উমা আসিয়া হাজির। উমা সুধী-র ছোট বোন, ম্লান ললিততনু মেয়েটি, মৃদু-মৃগস্বভাব;—এই ষোলয় পা দিয়াছে। উমাকে দেখিয়াই অরুণা কহিলেন,—"তোর প্রদীপদা চলে' যাচ্ছেন।"

উমা কহিল,—"আজই ?"

প্রদীপ উত্তর দিল,—"আজই, উমা। কত কাজ কল্‌কাতায়। আমাকে য়্যাদ্দিন না দেখে ট্র্যাম বাস্ নিশ্চয়ই ষ্ট্রাইক্ করে' বসে' আছে, রাস্তায় আলো জ্বল্‌ছে না।"

উমা হাসিয়া কহিল,—"রাস্তায় আলো জ্বালাবার চাক্‌রিটা আপনার জন্যে পড়ে' আছে! যাচ্ছিলেন ত' কাশ্মীর, য়্যাদ্দিনে কি তার মেয়াদ ফুরিয়ে যেত ?"

"কাশ্মীর-ই বল বা কাশী-ই বল, কল্‌কাতার ডাক দু' সপ্তাহের বেশি উপেক্ষা করা যায় না। সুধী-র সঙ্গে সেই চুক্তি করে'ই বেরুচ্ছিলাম, কিন্তু মৃত্যুর পরে যদি কোনো আদালত থাকে মা, সুধী-র বিরুদ্ধে সেই চুক্তিভঙ্গের মামলা আমাকে আন্‌তেই হ'বে। এ-কালে সৌন্দর্য্য যদি কোথাও থাকে উমা, তা হ'লে কলেই আছে।"

বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু মেলিয়া উমা কহিল,—"কলহেও।"

প্রদীপ বলিয়া চলিল,—"তাই ত' কল্‌কাতা এমন করে' আমার মন ভুলিয়েছে। আকাশের রোদন শুনে বেদ রচিত হয়েছিল পুরাকালে, এ-কালে আমরা যন্ত্রের যন্ত্রণা শুনে আবার মহাকাব্যের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। মাঠের চেয়ে শহর সুন্দর, মঠের চেয়ে ফ্যাক্টরি—প্রান্তরের চেয়ে প্রাচীর। প্রকৃতিকে কল্‌কাতা যে বিকৃত করে' তুলেছে, আমার তা'তে ভারি ভালো লাগে।"

উমা বিস্মিত হইয়া কহিল,—"বলেন কি ? প্রকৃতিকে আপনার ভালো লাগে না ?"

প্রদীপের স্বর কিঞ্চিৎ দীপ্ত হইয়া উঠিল: "একটুও না। তুমি কল্‌কাতায় গিয়ে মধ্যরাত্রে একবার ড্যালহৌসি স্কোয়ারের পারে দাঁড়িয়ো। সব ট্র্যাফিক্ বন্ধ, ঘন কালো রাত্রি নেমে এসেছে, চার-পাশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দালান,—স্থির, নিরুত্তর, অভ্রভেদী—ওপরে তারকা-দীপ্ত বিস্তীর্ণ আকাশ। ভাব দেখি, কী কৃত্রিম, এবং কী করুণ!"

সমস্ত ছবিটি যেন উমার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। সুধী-র কাছে উমা অনেক-কিছু পড়াশুনা করিয়াছে; তাই ইহার পর বলিতে পারিল: "এই প্রকৃতির পূজা করে'ই কত কবি চিরকালের জন্য নাম করেছেন। ধরুন ওয়ার্ডসোয়ার্থ।"

প্রদীপ একটুখানি হাসিল, কহিল,—"যদিও তাঁর wordsএর কোনো worth নেই। ভাগ্যিস্ জন্মেছিলেন কাম্‌বার্‌ল্যাণ্ড-এ, ছবির মতো সবুজ গাঁয়ে—তাই প্রকৃতিকে নিয়ে এমন কেলেঙ্কারিটা তিনি কর্‌লেন। জন্মাতেন এসে সাহারায়, কিম্বা গ্রীষ্মকালের মধ্যভারতে, লু-তে লুণ্ঠিত হ'তেন, তবে বুঝ্‌তেন মজা। ঝড়ে যার নৌকোডুবি হয় উমা, সে বর্ষা নিয়ে আর কবিতা লেখে না।"

উমা বলিল,—"আপনি এবার কল্‌কাতায় গিয়ে বেথুন-বোর্ডিঙে আমার জন্যে একটা সিট্ রাখবার চেষ্টা করবেন, বুঝ্‌লেন?"

অরুণা হাসিয়া কহিলেন,—"এই হয়েছে। ওর মাথা এবার বিগ্‌ড়ালো।"

উমা চটিয়া কহিল,—"মাথা বিগ্‌ড়ালো কি? দাদার সঙ্গে-সঙ্গে আমার পড়াশুনোও চুলোয় যাক্, না? কল্‌কাতায় ত' এবার লোক্যাল্ গার্ডিয়ান্ পেলাম, গিয়ে-গিয়ে দেখা কর্‌বেন ত'?"

প্রদীপ কহিল,—"সময় হয়ত করে' নিতে পার্‌বো, কিন্তু কল্‌কাতা গিয়ে তোমারই সময়টা বৃথা অপচয় হ'বে। তার চেয়ে আর একটা বছর এখেনে এই শালবনের তীরে বসে'ই বইগুলোর সঙ্গে শুভদৃষ্টি কর্‌তে থাক—ম্যাট্রিক্‌টা তুমি তাতেই উৎরে যাবে। তারপর না-হয় কলেজে গিয়ে কলি ফিরিয়ো।"

উমা কহিল,—"আমার বেলায় বুঝি শালবনের টনিক্‌ প্রেস্‌ক্রাইব্‌ড্‌ হ'ল! লক্ষটা শাল গজাক্‌, কিন্তু এখানে একা বসে' থাক্‌লে লক্ষ বছরেও আমার ম্যাট্রিক্‌ পাশ হ'বে না।"

প্রদীপ হাসিয়া বলিল,—"তাতে বরং ভালোই হ'বে—মাঝখান থেকে তোমার লক্ষ বছর বাঁচা হ'য়ে যাবে।"

অরুণা চিন্তিত হইয়া বলিলেন,—"একবার যখন গোঁ ধরেছে, সহজে ছাড়্‌বে ভেবেছ?"

"আমি এক্ষুনি বাবার মত নিয়ে আস্‌ছি।" বলিয়া উমা ছুটিয়া বাহির হইতেই প্রদীপ তাহাকে ডাকিয়া বাধা দিল; কহিল,—"কল্‌কাতায় মেয়ে-ইস্কুলের বোর্ডিংগুলোর কথা ত' আর জান না, তাই অমন খেপে উঠেছ। ওখানে মেয়েদের খেতে দেয় না, তা' জান? বিকেল পাঁচটার সময় ভাত খাইয়ে সমস্ত রাত উপোস করিয়ে রাখে, ঝি-দের সুবিধে কর্‌তে গিয়ে ঝিয়ারিদের শুকিয়ে মারে। ও জুজু-মাসির বাড়ি যেতে নেই, উমা। খালি দেয়াল আর কাঠ,—একঘেয়ে কাঠিন্য, জুলুম। হাওয়া নেই, এই শালতরুমর্ম্মর সেখানে নিস্তব্ধ হ'য়ে গেছে, আকাশের অর্থ সেখানে মহাশূন্য!"

উমা প্রতিবাদ করিয়া উঠিল: "এই ত এতক্ষণ কল্‌কাতার কালি

আর কলের গুণকীর্ত্তন হচ্ছিল। সেখানে আকাশ নেই বলে' ত' আপ্‌শোষ করবার আপনার কারণ ঘটেনি। আপনার মতো আমিও না-হয় হাওয়ার বদলে ধোঁয়া খাবো।"

প্রদীপ কহিল,—"ধোঁয়া আমার সয়, কিন্তু বিকেল পাঁচটার সময় পেট পুরে' ভাত আর কপির ডাঁটা খেতে হ'লে সারারাত তোমার চোঁয়া ঢেঁকুর উঠ্‌বে। ছেলেদের যা সয়, মেয়েদেরো কি তাই সইবে ভেবেছো?"

উমা এইবার রীতিমত চটিয়া উঠিল: "না, সয় না! ছেলেরা সব হনুমান কি-না। সব থার্ড ডিভিশানে পাশ করে।"

"আর মেয়েরা করে ফেল!"

"ইস্, নিয়ে আসুন ত' ক্যালেণ্ডার।"

"ক্যালেণ্ডারে বুঝি ফেল-এর সংখ্যা থাকে? তুমি ছেলেদের হনুমান বল্‌লে বটে, কিন্তু রামায়ণে হনুমানের মতো বীর আর কি আছে! সেতু বেঁধে দিলে কে?"

"তা' আর জানি না? নিজের ল্যাজে আগুন ধরিয়ে সমস্ত লঙ্কা পুড়িয়ে দিলে কে? হনুমানের কথা আর বলবেন না। ও একটা প্রথম নম্বরের ইডিয়ট্। বিশল্যকরণী আন্‌তে গিয়ে গোটা গন্ধমাদন পর্ব্বতটাই নিয়ে এল।"

"ইডিয়ট্, কিন্তু কি প্রকাণ্ড বীর ভেবে দেখ। কোনো বানর-নন্দিনীকে পাঠালে তিনি সমস্ত জীবন ধরে' ঐ বিশল্যকরণী-ই খুঁজে বেড়াতেন, লক্ষ্মণ আর বাঁচ্‌তো না।"

উমা আরো উদ্দীপ্ত হইয়া কহিল,—"নাই-বা বাঁচ্‌তো! ঐ দ্বিতীয়

ইডিয়ট্ লক্ষ্মণ—রাম ফল এনে ওর হাতে দিয়ে বল্‌তেন—ধর, আর ও এমন গর্দ্দভ যে সে ফল ধরে'ই থাকৃত, খেত না। এম্‌নি করে' চোদ্দ বছর লোকটা না খেয়ে বেঁচে রইল। যদি রাম বল্‌তেন—মুখে তোল, ও মুখে তুল্‌ত বটে, কিন্তু নিশ্চয় চিবোত না; যদি বল্‌তেন—চিবোও, ও কখনো গিল্‌ত না দেখো।"

প্রদীপ আর অরুণা দু'জনেই হাসিয়া উঠিলেন। উমা বলিয়া চলিল,—"আর ইডিয়ট্-শ্রেষ্ঠ রাম সামান্য ধোপা-নাপিত বন্ধ হ'বে ভেবে সোনার সীতাকে বনে পাঠালেন—সেই সীতা, যে তাঁর জন্যে সারা-জীবন সন্ন্যাসিনী হ'য়ে ছিল। আর যেম্‌নি ধোপারা কাপড় কাচ্‌তে ও নাপিতরা দাড়ি চাঁছতে রাজি হ'ল, অমনি আবার উনি সীতার জন্যে মাতামাতি সুরু ক'রে দিলেন। ধন্যি মেয়ে সীতা—ঐ মাতালটাকে ছেড়ে পাতালে গিয়ে মুখ ঢাকৃলে।"

প্রদীপ আমোদ অনুভব করিয়া কহিল,—"তোমার এই সার্টিফিকেট্ নিয়ে বেচারা বাল্মীকি বাজারে আর তাঁর রামায়ণ কাটাতে পার্‌বেন না।"

"ছেলেদের কথা আর বল্‌বেন না, সব টুকে' পাশ করে।"

"টোক্‌বার মতো ট্যাক্‌ট্ মেয়েদের নেই বলে'। একটা কথাতেই তফাৎ ধরা যাচ্ছে, উমা। তুমি ছেলে হ'লে এই একা-একা পরীক্ষা-সমুদ্র উত্তীর্ণ হ'বার ভয়ে এত ভড়্‌কাতে না।"

"কাজ নেই আমার হনুমান হ'য়ে।" বলিয়া উমা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল; কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। কহিল,—"দাদা নেই, সমস্ত বাড়ি খাঁ খাঁ কর্‌ছে, বৌদি কাঁদ্‌তে গিয়ে বোবা হ'য়ে গেছে, মা

দিবারাত্রি চোখের জল ফেলেন, বাবা পাগলের মতো পাইচারি করে' বেড়ান্,—আমার দম বন্ধ হ'য়ে আসে। কল্‌কাতায় আমাদের কেউ আত্মীয় থাক্‌লে আপনার সঙ্গেই চলে' যেতাম এবার। আমি যাবোই পড়্‌তে।”

উমা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল, অরুণা ডাকিলেন। উমা ফিরিল। অরুণা কহিলেন,—“বৌমা কোথায় ?”

“স্নান কর্‌তে গেছে।”

“তোর প্রদীপ-দা আজ চলে' যাচ্ছেন, ঠাকুরকে বল্‌ কিছু ভালো করে' রেঁধে দিতে। বৌমার ঘরে উনুন ধরিয়েছিস্‌ ?”

“এই যাই।” বলিয়া উমা দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ক্ষণকালের জন্য আবহাওয়াটা স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছিল, সহসা আবার গাঢ় মেঘ করিয়া আসিল। সেই মেঘান্ধকার নমিতার দুই নিঃসহায় চক্ষু হইতেই ঝরিয়া পড়িতেছে। এই দৃশ্যে নমিতার আবির্ভাব হইল না বটে, কিন্তু প্রদীপের মনোমুকুরে যাহার ছায়া পড়িল সে হয়ত ঠিক নমিতা নয়, একটি কল্পনাভরণা দুঃখৈশ্বর্য্যময়ীর ছবি। কবির কল্পনা উন্নত হইতে-হইতে ইন্দ্রিয়াতীত হইয়া যে মহিমাময়ী নারীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, ঠিক সেই মূর্ত্তি! তাহাকে নমিতা বল, কিছু ক্ষতি হইবে না।

মেস্‌-এর ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া প্রদীপ উপরে আসিয়া দেখিল, তাহার নামে এক চিঠি আসিয়াছে। ঠিকানায় হাতের লেখা দেখিয়াই পত্র-লেখককে চিনিল এবং সেই জন্যই তৎক্ষণাৎ চিঠিটা খুলিল না। আয়নার কাছে দাঁড়াইয়া শক্ত চিরুনি দিয়া নিজের রুক্ষ চুলগুলি ছিঁড়িতে-ছিঁড়িতে ম্যানেজারের উপর রাগটা প্রশমিত করিতে লাগিল।

এই যুগে ভীষ্মকে হয় ত' প্রদীপ ক্ষমা করিত না, কিন্তু তাই বলিয়া পৈতৃকসম্পত্তি অটুট রাখিবার জন্য সুধী-র এই পিতৃভক্তিকেও স্বর্গারোহণের সোপান বলিয়া সে স্বীকার করিতে পারে নাই। তাই সুধী-র বিবাহে সে ত' যায়ই নাই, বরং তাহাদের দুইজনে যে উপন্যাসখানি লিখিতে সুরু করিয়াছিল, তাহা ফিরাইয়া দিয়া সুধী-কে লিখিয়াছিল: তোমার বর্ত্তমান মনোভাব নিয়ে তুমি উপন্যাসের চরিত্রগুলির প্রতি সুবিচার করতে পারবে না। অতএব এই খাতাগুলি তুমি ফিরিয়ে নাও। যে-টুকুন লেখা হয়েছে তাই একদিন তোমাদের অভ্যস্ত বিরস জীবনযাপনের ফাঁকে তোমার ভার্য্যাকে পড়িয়ে শুনিয়ো ও যথাসময়ে তোমাদের প্রথম শাবকের আবির্ভাবের পরে কালক্রমে যখন তার জন্যে মাতৃস্তন্য অকুলান্‌ হ'য়ে উঠবে, তখন গো-দুগ্ধ তপ্ত করবার জন্যে এই খাতাগুলো ব্যবহার করো। ইতি।

তাহারই উত্তরে এই বুঝি সুধী-র চিঠি আসিল—সাত মাস বাদে। আশ্চর্য্য হইবার কারণ আছে বৈ-কি। এবং আশ্চর্য্য হইবার কারণ ঘটিলে কৌতুহল চাপিয়া রাখিতে বেশিক্ষণ চিরুনি চালানো অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব ম্যানেজারের পিতৃকুলকে নরকে পাঠাইয়া প্রদীপ চিঠি খুলিয়া ফেলিল।

সুধী বেশি কিছু লিখে নাই ; শুধু দু'টি কথা: যত শিগ্‌গির পার চলে' এস। তোমাকে আমার ভীষণ দরকার।

সাত মাসে নদী শুকাইয়া যে চর জাগিতেছিল, তাহাকে কখন এবং কি করিয়া যে অজস্র জোয়ার আসিয়া ভাসাইয়া দিয়া গেল, তাহা সত্যই বুঝা গেল না। প্রদীপ তখুনি তাহার ছেঁড়া সুটকেসটা নিয়া ম্যানেজারের ভাতের থালায় লাথি মারিয়া ষ্টেশনের মুখে বাহির হইয়া গেল।

সুধী-দের বাড়িতে যখন আসিয়া পৌঁছিল, তখনো বিকালের আলো-টুকু আকাশের গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে। দুয়ারের কাছেই উমার সঙ্গে প্রথম দেখা। প্রদীপ সরাসরি জিজ্ঞাসা করিল,—"সুধী কোথায় ?" উমা ভড়্‌কাইয়া গিয়া কি বলিবে কিছু ভাবিতে না ভাবিতেই, প্রদীপ প্রায় উমার গা ঘেঁসিয়া তাড়াতাড়ি যে-ঘরটাতে আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহারই এক কোণে দরজার দিকে পিছন করিয়া সুধী তখনো টেবিলের উপর মুখ গুঁজিয়া তন্ময় হইয়া বই পড়িতেছে। হঠাৎ প্রদীপ তাহার দ্রুত পদবিক্ষেপগুলিকে সংযত করিয়া লইল। অতি ধীরে নিঃশব্দপদে সুধী-র পিছনে আসিয়া দুই হাত দিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। অল্প একটু মুখ তুলিয়া সুধী কহিল,—"এই উঠ্‌ছি নমিতা, এখনো ঢের আলো আছে। বেশ অন্ধকার করে' না এলে শালমর্ম্মরের সঙ্গে মানুষের প্রেমগুঞ্জনের সঙ্গতি হয় না। ছাড়, দেখি কেমন সেজে এলে।"

চক্ষু হইতে হাত দুইটা সরাইয়া সুধী-র কর্ণমূলে স্থাপন করিয়া প্রদীপ কহিল,—"এই তুই পাণিগ্রহণ করেছিস্! মূর্খ! এখনো হাত চিনিস্ নি ?"

সুধী চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল। আনন্দদীপ্ত কণ্ঠে কহিল,—“তুই এই অসময়ে এসে পড়লি? কখন চিঠি পেয়েছিস্?”

“অসময়ে এসে পড়েছি বলে’ এই গণ্ডারের চামড়ার হাতকে তুই এমন অসম্মান কর্‌বি? বিয়ে করে’ তুই কাণা হ’য়ে গেলি নাকি?”

“দাঁড়া।” বলিয়া সুধী ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে যাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল, তাহাকে দেখিয়া প্রদীপ এতটা অভিভূত হইল যে, মানুষের ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা হয় না। সৃষ্টির প্রারম্ভে একাকী আকাশের তলায় দাঁড়াইয়া নিঃসঙ্গ প্রদীপ এমনি করিয়াই অভিভূত হইত হয়ত। একদিন পুরী-ষ্টেশন হইতে গরুর গাড়ি করিয়া বাহির হইয়া সমুদ্রের খোঁজে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, গাছ আর বৃক্ষান্তরালে আকাশের টুক্‌রো; সহসা এক সময়ে দেখিল সমস্ত গাছ সরিয়া গেছে, দৃষ্টিকে অপরিসীম মুক্তি দিবার জন্য আকাশ শূন্যে বিলীন হইয়া গেছে—সম্মুখে ফেনফণাময় মহাসমুদ্র! সেদিনো প্রদীপ এমনিই অভিভূত হইয়াছিল। বিকালবেলা স্বামীর সঙ্গে শালবীথিতলে কয়েকটি নিভৃত মুহূর্ত্ত যাপন করিবার জন্য নমিতা সাজিয়া আসিয়াছে,—সেই দেহসজ্জায় কীই-বা ছিল আর! প্রদীপ রূপ দেখিল না, দেখিল বিভা—প্রতিভামণ্ডিত ললাটে ব্রীড়ার স্নিগ্ধতা, বুদ্ধিবিকশিত চোখে কুণ্ঠার মাধুর্য্য! নমিতা যেন শরীরী আত্মা, যেন শেলির মূর্ত্তিমতী কবিস্বপ্ন! প্রদীপ এমন পাগল যে, হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া তৃপ্ত হইবে না বলিয়া, নীচু হইয়া নমিতার পা স্পর্শ করিয়া বসিল।

সুধী বলিল,—"তুই যে দেবর লক্ষ্মণের মতো মুখ ছেড়ে পা-কেই বেশি মর্য্যাদা দিচ্ছিস্?"

নমিতা লজ্জায় চক্ষু নামাইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল, আর, এমন একটা মুহূর্ত্তে কেহ এমন একটা বাজে রসিকতা করিতে পারে ভাবিয়া প্রদীপের আর কথা বলিতে ইচ্ছা হইল না।

সুধী নমিতাকে কহিল,—"তুমি নিশ্চয়ই এ কে, বুঝ্‌তে পেরেছ। আমাদের উপন্যাসের নায়কের মাথাটাকে যে ভাগ্যের পায়ের ফুট্‌বল বানিয়েছে। ভালো করে' চেয়ে দেখ। ঘরে অতিথি এসেছেন, আর্য্য-পুত্রের কুশল প্রশ্ন কর। তুমি সীতা-সাবিত্রীর মাসতুতো বোন হ'য়ে অমন ঘাব্‌ড়ে গিয়ে ঘাড় গুঁজে থাক্‌লে চল্‌বে কেন?"

প্রদীপ কহিল,—"একলা তোমার সম্বর্দ্ধনাই যথেষ্ট হয়েছে। বৌদির নীরব সহানুভূতিটির মূল্য তার চেয়ে কম নয়।"

সুধী। (নমিতার প্রতি) মুখে ও তা' বলছে বটে, কিন্তু অমন শ্রীমুখের কথা না শুনে ওর পেট নিশ্চয়ই ভর্‌বে না। তুমি যদি আজ আকাশের তারাগুলোর যোগাযোগে প্রদীপের দীপধারিণী হ'তে, তা হ'লে আমি তোমার ঐ বোবা মুখের ওপর অত্যাচার করে' কথা ফোটাতাম।

নমিতা সুধী-র কনুইয়ে চিম্‌টি কাটিয়া দিল।

সুধী। এ চিম্‌টি তুমি প্রদীপকেও উপহার দিলে বেমানান্ হ'ত না। কেননা সাত মাস আগে তোমার উপর ওর দাবি আমারই সমান ছিল। তোমার গায়ের গয়না যথেষ্ট নয় দেখে, আমি যদি বিয়ে-সভা থেকে সরোষে গাত্রোত্থান করতাম, আর প্রদীপ যদি সেই পরিত্যক্ত

পিঁড়িতে এসে বস্‌ত, তা হ'লে তোমার আজকের এই রমণীয় কুণ্ঠাটি আমারই একান্ত উপভোগ্য হ'ত। ও তোমাকে প্রণাম কর্‌ল, আর তুমি ওকে সামান্য একটু চিম্‌টি কাট্‌বে না ?

নমিতার পক্ষে ইহা দাঁড়াইয়া সহ্য করা অস্বাভাবিকরূপে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। স্বল্প একটু 'যাও' বলিয়া নমিতা অন্তর্হিত হইলে প্রদীপ বলিল,—"এ তোমার বাড়াবাড়ি সুধী !"

সুধী। বাড়াবাড়ি মানে ? নমিতাকে পাবার জন্যে কী মূল্য দিয়েছি ? সমাজকে মেনে নিয়ে ওর দেহের ওপর একচ্ছত্র রাজত্ব কর্‌ছি বটে, কিন্তু ওর মনকে আমারই মুঠির মধ্যে চেপে ধরে' মলিন করে' দেব, আমি সে-বর্ব্বরতা সহ্য করতে পারবো না। ওর লজ্জা তোমাকে জোর করে' ভেঙে দিতে হ'বে।

প্রদীপ। ওর লজ্জা ভাঙ্‌তে গিয়ে তোমারো মন যদি ভেঙে যায় ?

সুধী। (দৃপ্ত-স্বরে) ভাঙুক! এই ঠুন্‌কো মন নিয়ে আমি বাঁচ্‌তে চাই নে।

প্রদীপ। তোকে পাগ্‌লা কুকুরে কামড়ালো কবে ?

সুধী। ঠাট্টা নয় ; নমিতাকে আমার ভালো লাগে নি, লাগ্‌বেও না।

প্রদীপ। বলিস্‌ কি ? এমন সুন্দর মেয়েটি—(থামিয়া গেল)

সুধী। হ্যাঁ জানি, কিন্তু পরখ করে' দেখ্‌লাম নারী-মাংস আমার রুচ্‌বে না। গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করবার মত আমার মনের সেই প্রশান্তি বা প্রশস্ততা কিছুই নেই। আমি জীবনে যে ভুল করে' বসেছি, তার থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে তোর সাহায্যের দরকার হয়েছে।

প্রদীপ। যথা ?

সুধী। নমিতাকে জাগিয়ে দিতে হ'বে। ও আমাকে ভয় বা ভক্তি করতে পার্‌বে বটে, কিন্তু ভালোবাস্‌তে পার্‌বে না ; কারণ, আমাকে কোনো দিন হারাবে বলে' ওর মনে না থাক্‌বে সন্দেহ না-বা আশঙ্কা। ও জল হ'য়ে চিরকাল আমার গ্লাশের রঙ ধরে' থাক্‌বে। ওর মধ্যে স্থিরতা থাক্‌তে পারে, কিন্তু প্রাণ নেই। যার প্রাণ নেই সে কুৎসিত।

প্রদীপ। অন্ধকারে ঘরে বসে' থেকে সব ঝাপ্‌সা দেখ্‌ছিস্‌। চল্‌ বেরোই।

সুধী। বাইরেও অন্ধকার বটে, কিন্তু মুক্তি আছে, বিস্তৃতি আছে। নমিতাকে তোর মানুষ করে' দিতে হ'বে ; ওর আত্মার অবগুণ্ঠন যদি ছিঁড়ে ফেল্‌তে পারিস্‌ ভাই, তবেই হ'বে ওর পুনর্জীবন !

প্রদীপ। তুই তা হ'লে কি কর্‌তে আছিস, গর্দ্দভ ?

সুধী। ওর শরীরের ওপর পাহারা দেওয়া ছাড়া আমার আর কিছুই করবার নেই। তোর সঙ্গে নমিতার সম্পর্কে-ই একটা বন্ধনহীন ক্ষেত্র আছে, তোর কাছে ও নবীন, মধুররূপে অনাত্মীয়,—সেইখানেই তোদের পরিচয় ঘটুক্‌। তোর মাঝে নমিতাকে আমি পুনরাবিষ্কার করতে চাই।

প্রদীপ। এই সাত মাসেই এত সব সিদ্ধান্ত হ'য়ে গেল ?

সুধী। রমণীর মন লক্ষ বর্ষ ধরে'ও আয়ত্ত করা যায় না, ঊনবিংশ শতাব্দীর এই সেন্টিমেণ্টাল্‌ উক্তি আমি বিশ্বাস করি না। তাতে শুধু আয়ুরই বৃথা অপচয় ঘটে। আমার হাতে অত সময় নেই।

প্রদীপ। (হাসিয়া) আর আমারই আছে? এর জন্যে তুই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিস্? ভেবেছিলাম কারু অসুখ হ'ল বুঝি। আমাকে তোর ভীষণ দরকারের এই যদি নমুনা হয়, দে, সুট্‌কেশটা এগিয়ে দে, চল্‌লাম ফিরে'। ফর্‌মাসে কবিতা এলেও বন্ধুতা আসে না।

এই সময় বেড়াইতে যাইবার পোষাকে অবনীনাথ সেই ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরে অপরিচিত লোক দেখিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তিনি একটু ইতস্তত করিতেছেন, সুধী আগাইয়া আসিয়া কহিল,—"এ আমার বন্ধু, প্রদীপেন্দ্র বসু—ভারতের ভাবী 'ডেলিভারার'।"

অবনীনাথ বিস্মিত হইবার আগেই প্রদীপ বলিল,—"তার মানে?"

সুধী। (অবনীনাথের প্রতি) ইনি এক চড় মেরে এক গুণ্ডাকে শুইয়ে দিয়েছিলেন!

অবনীনাথ। তাই নাকি? দেখি, আমার সঙ্গে পাঞ্জা ধর ত'! (শিশুর মত সরলাবিশ্বাসে হাত প্রসারিত করিয়া দিলেন)

প্রদীপ। (সঙ্কুচিত হইয়া) গুণ্ডা ঠেঙিয়ে আমি যদি ভারতের কনিষ্ঠ ডেলিভারার হই তা হ'লে দু'পাতা গল্প লিখে সুধী নিশ্চয়ই ভল্‌টেয়ার্ হয়েছে।

প্রসন্নহাস্যে মুখ উদ্ভাসিত করিয়া অবনীনাথ কহিলেন,—"কয়েক দিন আছ ত'?"

প্রদীপের মুখ হইতে কথা কাড়িয়া নিয়া সুধী বলিল,—"নিশ্চয়ই।"

তাহার পর বন্ধুকে লইয়া সুধী একেবারে রান্নাঘরে আসিয়া হাজির,—সেখানে তাহার মা বঁটি পাতিয়া তরকারি কুটিতেছিলেন। সুধী

হাঁকিল,—"তোমার জন্যে আরেকটি ছেলে কুড়িয়ে আন্‌লাম, মা। আরেকটি বাতি জ্বল্‌লো।"

প্রদীপ প্রণাম করিতেই অরুণা কহিলেন,—"তোমার কথা অনেক শুনেছি আগে,—সুধী-র সঙ্গে তোমার অনেক দিনের চেনা ; অথচ আগে দেখিনি। ওর বিয়ের সময় ত' রাগ করে'ই এলে না।"

প্রদীপ অল্প-একটু হাসিল, কহিল,—সুধী-ও বিয়ে করে' বয়ে' যাবে এ-আঘাতের জন্যে তৈরি ছিলাম না। নিয়তিকে আমরা খণ্ডিত কর্‌ব এই ছিল আমাদের পণ। দেখ্‌লাম পণের টাকা মিল্‌লে নিয়তি যথারীতি কাঁধে চড়াও হয়।"

সুধী নমিতার খোঁজে তাহার শুইবার ঘরে আসিয়া উঠিল। দেখিল, নমিতা তাহার বেড়াইবার দামী কাপড়-চোপড়গুলি ছাড়িয়া সাদাসিধা একখানি আটপৌরে শাড়ি পরিয়াছে। সুধী কহিল,—"হঠাৎ এ বেশ ? আমার বন্ধুকে দেখে এক নিমেষেই তপস্বিনী সেজে গেলে নাকি ?"

নমিতা। বন্ধু এসেছেন ; এখন বেড়াতে যাবে কি ? যাও !

সুধী। বাঃ, বন্ধু এসেছে বলে'ই মাঠে যাওয়া বন্ধ করে' আমাকে এমন সন্ধ্যাটা মাঠে মার্‌তে হবে নাকি ? দাঁড়াও, ডাকি প্রদীপকে।

নমিতা। (বাধা দিয়া) দরকার নেই আজ গিয়ে। অমি যাবো না কক্‌খনো।

সুধী। কেন ? আমার বন্ধুকে তোমার কিসের ভয় ? তোমাকে ভয় দেখাতে ও বন্দুক নিয়ে আসেনি, যদিও তোমাকে জয় কর্‌তে দুই চক্ষুর দৃষ্টিই ওর যথেষ্ট।

নমিতা মনে মনে স্বামীর উপর নিদারুণ চটিতেছে, এমন সময় সুধী-র ডাকাডাকিতে প্রদীপ সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুধী। (নমিতাকে দেখাইয়া) দেখ্‌লে ?

প্রদীপ। বেশ ত, নিরাভরণেই শ্রী। তারা ফোট্‌বার আগেকার স্নিগ্ধ গোধূলি-আকাশটুকুর মতই তোমাকে দেখাচ্ছে, বৌদি।

সুধী। এই যাঃ, মাটি করে' দিলে !

প্রদীপ। তার মানে ?

সুধী। ঐ 'বৌদি'-কথাটা এসে এমন সুন্দর উপমাটাকে একেবারে বধ কর্‌লো। কর্ণ, বধির হও ! (নমিতাকে) তুমিও যদি এবার কৃপা করে' ওকে ঠাকুরপো বলে' ডাক, তবেই কলির পাপ চারপোয়া পূর্ণ হ'য়ে ওঠে।

হাসিয়া নমিতা অন্তর্হিত হইল বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দ্বারান্তরালে তাহার যখন পুনরাবির্ভাব হইল, দেখা গেল, উমার ঘর হইতে সে আরেকখানা শাড়ি পরিয়া আসিয়াছে। না সাজিলে তাহার লজ্জা যেন ঘুচিবে না। আড়ষ্ট হইতে না পারিলে তাহার এই অপরিচয়ের দৈন্য তাহাকে কেবলই পীড়া দিতে থাকিবে। ভাবের অভাব ঘটিলেই ভাষায় বর্ণবাহুল্যের প্রয়োজন ঘটে—নমিতা সেই ভাববিরহিত অলঙ্কৃত ভাষা,—মূক, নিরর্থক !

উঠানটুকু পার হইবার সময় অরুণা বলিলেন,—"ওকে এক্ষুনি বেড়াতে নিয়ে যাবি কি ? এসে একটুও বিশ্রাম কর্‌ল না।"

সুধী। শালের বনে বসে'ই বিশ্রাম করা হ'বে 'খন।

অরুণা। বাঃ, একটু জলখাবার খেয়ে যাক্।

সুধী। তুমি ততক্ষণ তৈরি করতে থাক,—তার চেয়ে হাওয়ায়ই বেশি উপকার হ'বে। তুমি বরং উমাকে ডেকে নাও, বৌ-র সাহায্য আজ পাচ্ছ না! বলিয়া সুধী হাঁক ছাড়িল,—"উমি! উমি!"

উমা তবুও লুকাইয়া রহিল।

বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর অবারিত অনুরাগের মাঝে একটি স্বচ্ছ অন্তরাল রচনা করিয়া তাহাকে মধুরতর করিয়া তুলিবার জন্য যে-তৃতীয় ব্যক্তিটির আবির্ভাব শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, প্রয়োজনীয়, সেই তৃতীয় ব্যক্তিটিকে ত্যাগ করিয়া সহসা স্বামী যদি অন্তর্হিত হয়, তবে ব্যাপারটা সত্যই বিসদৃশ হইয়া উঠে। সুধী-কে পাশে না দেখিয়া প্রদীপের স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইল। কিছু একটা কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু শালবীথিকে বেষ্টন করিয়া প্রশান্ত ধ্যান-গাম্ভীর্য্যের মত যে-সন্ধ্যা ঘনাইয়া উঠিতেছে, একটা সামান্য ও সাধারণ কথা বলিয়া তাহার তপোভঙ্গ করিবার দুঃসাহস প্রদীপের হইল না। যেমন বসিয়া ছিল তেমনই বসিয়া রহিল। অদূরে নমিতা সঙ্কোচে, ভীরুতায় একেবারে এতটুকু হইয়া গেছে। নিজের বসিবার ভঙ্গীটি হইতে সুরু করিয়া এই অর্থহীন নিস্তব্ধতা পর্য্যন্ত তাহার কাছে অত্যন্ত বিশ্রী হইয়া উঠিল।

এমন মুস্কিলে কে কবে পড়িয়াছে! এত নিকটবর্ত্তী হইয়া ও এমন অনুচ্চারিত পরিচয় লইয়া কাহারা মুহূর্ত্ত গুণিয়াছে! শালের বনে সুস্নিগ্ধ সন্ধ্যায় হৃদয়ের ভাষায় আলাপ করিবার জন্য মানুষের মুখের ভাষা যথেষ্ট সূক্ষ্ম হয় নাই কেন? ইহার চেয়ে যদি প্রদীপদের মেসের কাছে গ্যাস্‌পোস্‌টের সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া একটা ছ্যাকড়া গাড়ি উল্টাইয়া পড়িত, তাহা হইলে গাড়ির মধ্য হইতে আহত সুধী ও নমিতাকে নামাইয়া তাহার ঘরের ষ্টোভে দুধ গরম করিয়া খাওয়াইয়া আলাপ জমাইতে বেগ পাইতে হইত না। কিম্বা, কল্পনা করা যাক্‌, সুধী ও নমিতা বোটানিক্যাল্‌ গার্ডেনে হাওয়া খাইতে গিয়া একটা বেঞ্চিতে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় ছোরা-হস্তে এক গুণ্ডার আবির্ভাব

হইল, অমনি পেছন হইতে যুযুৎসুর এক প্যাঁচ কসিয়া নিমেষে প্রদীপ ব্যাপারটাকে ইন্দ্রজালের চেয়েও রোমাঞ্চময় করিয়া তুলিল—এমন সাহসিক কীর্ত্তি যে সে দুই একটা করে নাই তাহা নয়। তাহা হইলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আলাপ করিবার ভার পড়িত নমিতারই উপর (ধরা যাক্ সুধী উপস্থিত ছিল না), প্রদীপকে তাহা হইলে এমন ঘামিতে হইত না। কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটিলে আলাপটা কথা না কওয়ার মতই সহজ হইয়া উঠিত। এই সময় শুক্‌নো পাতার ভিড় সরাইয়া একটা সাপ আসিয়া দেখা দিলেও অসঙ্গত হইত না—হিংস্র সাপ অনায়াসে কবিতার বিষয়ীভূত হইতে পারিত। কথা কহিতে পারিবে না, অথচ এই অতলস্পর্শ স্তব্ধতায় আত্মার গভীরতম পরিচয় গ্রহণ করিতে হইবে, মানুষের ভাষাকে বিধাতা এত অসম্পূর্ণ ও নিস্তেজ করিয়াছেন কেন? যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই ত জ্ঞানের একমাত্র মূল নয়; কিন্তু যাহা প্রকাশের অতীত হইয়াও অনুভবের অগোচর নয়, সেই চেতনাকে নমিতার প্রাণে সঞ্চারিত করিয়া দিবার উপায় কোথায়? এই নীরব আকাশকে ব্যঙ্গ না করিয়া সন্ধ্যার সঙ্গে অকৃত্রিম সঙ্গতি রাখিয়া এই হৃদয়চাঞ্চল্যটিকে প্রকাশিত করিবার অমিতশক্তি বাঙলা-ভাষা কবে লাভ করিবে?

সুখনিদ্রার মত অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিতেছে, অথচ সুধী-র ফিরিবার নাম নাই। অবশেষে প্রদীপের মুখে অজ্ঞাতসারে ভাষা আসিল: "আর বসে' কাজ নেই, চল।" এবং এই একটি মাত্র আহ্বানে নমিতা উঠিয়া পড়িল দেখিয়া, প্রদীপের খেয়াল হইল যে সে কথা বলিতে পারিয়াছে। এবং একবার যখন ব্যূহদ্বারের বিপুল বাধা

পরাভূত হইয়াছে, তখন প্রদীপকে আর পায় কে? মাঠটুকু পার হইয়া রাস্তায় নামিয়াই প্রদীপের রসনায় ভাষা অনর্গল হইয়া উঠিল: "দেখ, আমাদের দেশে মেয়ে-পুরুষে সহজ পরিচয়ের বাধা বিস্তর, কিছুতেই আমরা সামঞ্জস্য রাখতে পারি না। তোমরা আমাদের কর সন্দেহ, আমরা তোমাদের করি অশ্রদ্ধা। তাই আমরা মধুর সখ্যের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে, আত্মাকে খর্ব্ব ও কর্ম্মশক্তিকে পঙ্গু করে' রেখেছি। আমরা কিছুতেই সহজ হ'তে পারি না—সে আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য সাধনা। জড়িমার আবরণ রচনা করে' আমরা আত্মরক্ষা করি —তোমরা হও সতী, আমরা হই সাধু। কিন্তু তা' যে কত অসার, তার মূল্য যে কত অল্প, তা' আমরা বুঝি যখন একে-অন্যের বন্ধুতায় নতুন করে' আবার আমরা আবিষ্কৃত হই, যখন আমাদের জীবন প্রসারিত আয়তন লাভ করে।—দেখো, হোঁচট্ খেয়ো না—"

এই সব কথার উত্তর দিতে হইলে বড়ো-বড়ো কথা না কহিলে বেমানান্ হইবে, তাহার জন্য নমিতা এখনো প্রস্তুত হয় নাই; তাই হোঁচট্ খাইবার কথায় সামান্য একটু হাসিয়া নমিতা চুপ করিয়া রহিল। প্রদীপ জিজ্ঞাসা করিল,—"সুধী হঠাৎ আমাকে ডেকেছে কেন বল্‌তে পারো?"

নমিতা কহিল,—"কাশ্মীর বেড়াতে যাবেন, আপনি সঙ্গী হবেন তাঁর।"

প্রদীপ। কাশ্মীর? হঠাৎ? পৃথিবীতে এত লোক থাকৃতে কাশ্মীরের শীত সইতে আমি তার সঙ্গী হ'ব, আমার অপরাধ?

নমিতা। জানি না, কিন্তু তাঁর অপরাধ আরো গুরুতর। আমাকে সঙ্গে নেবেন না। বলুন তো এটা তাঁর অত্যাচার নয়?

প্রদীপ। তোমাকে সঙ্গে নেবে না কেন ?

নমিতা। সে-প্রশ্ন আমি তাঁকে করেছিলাম। তিনি বল্লেন, 'আমি বিশ্রাম করতে যাচ্ছি, সম্ভব হয় তো প্রদীপের সঙ্গে উপন্যাসটা শেষ করে' ফেলবো।'

প্রদীপ। তুমি গেলে তার বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে কেন ?

নমিতা। প্রথমত, আমি গেলে অনৈক্য ঘট্‌বে, দ্বিতীয়ত, তাঁর সাহিত্য-সাধনা সিদ্ধ হ'বে না।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই নমিতা বুঝিল, তাহাদের গোপন মনো-মালিন্যের এই ইতিহাসটুকু ব্যক্ত না করিলেই ভালো হইত। কিন্তু তাহার উত্তরে প্রদীপ যাহা বলিয়া বসিল, তাহাতেও তাহার লজ্জা কম হইল না। প্রদীপ কহিল,—"তোমাকে একা ফেলে রেখে আমি ওর সঙ্গী হ'ব আমাকে ও এত বোকা ভাব্‌লে কিসে ? তোমার সান্নিধ্যে ও যদি শ্রান্ত হ'য়ে থাকে, তা হ'লে ওর নৈকট্যে আমাকে সন্ন্যাসী হ'তে হবে নিশ্চয়।" বলিয়া কথাটাকে লঘু করিবার চেষ্টায় সে হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু নমিতা আর কোন কথাই কহিতে পারিল না, ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। মনে হইল তাহাদের দুর্লক্ষ্য গোপন বেদনাটা প্রদীপের চোখে ধরা পড়িয়াছে। ধরা পড়িয়াছে বলিয়াই তাহার কথায় এমন স্পষ্টতা আসিয়াছে। ইহা নমিতার অভিপ্রেত ছিল না। স্বামীর কাছে কবে ও কেমন করিয়া যে সে তাহার রহস্য-মাধুর্য্য হারাইয়াছে, এমন নিবিড় মিলনে কবে যে অবসান ঘটিয়া অবসাদ আসিল, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার মত জ্যোতির্বিদ্যা নমিতার জানা ছিল না। নমিতাকে সুধী যে-পরিমাণ স্নেহ করে তাহার

বিশেষণ দিতে গেলে অপর্য্যাপ্ত বলিতে হয়, অথচ নমিতাকে তাহার ভাল লাগে না—এই মনস্তত্ত্ব বুঝিবার মন তাহার নাই। এই বেদনাটি মনে-মনে লালন করিবার অবকাশে নমিতার মনে এই বিশ্বাস ছিল যে, একদিন স্বামীর চক্ষে সে এত মহিমা ও মর্য্যাদা লইয়া উদ্ভাসিত হইবে, যাহার তুলনায় তাঁহার কল্পনাকায়া সাহিত্য-লক্ষ্মী নিষ্প্রভ, নিরাভরণ। তাহারই জন্য সে স্বামীর কাছে মনে-মনে একটি শিশু কামনা করিয়াছে। এবং এই কামনার ভুল ব্যাখ্যা করিয়া স্বামী তাহাকে ভাবিয়াছেন গ্রাম্য, স্থূল। স্বামী তাহাকে বলিতেন,—"তুমি যে আমার স্ত্রী এই কথা সব সময়েই মনে রাখতে হয় বলে' আমার ভালো লাগে না।" অথচ, এই প্রকার কৃত্রিম বিবাহজাত মিলনকে মাধুর্য্যপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য যে বিবাহের পরেও দীর্ঘকালস্থায়ী প্রণয়োপাসনার প্রয়োজন আছে, তাহা প্রথমে স্বামীই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। প্রেমকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য যে-অনন্যপরায়ণ প্রতীক্ষা দরকার, তাহার ধৈর্য্য হারাইতে স্বামীই দ্বিধা করেন নাই। আজ সহসা নমিতা তাঁহার কাছে আবিষ্কৃত হইয়া গেছে!

বাড়ি আসিবার পথটুকু শীঘ্রই ফুরাইয়া গেল। সুধী তখনো ফিরিয়া আসে নাই। নমিতা আসিয়া শুধাইল,—"মা বল্লেন, আপনার চা এখন নিয়ে আস্‌বো?"

প্রদীপ কহিল,—"মাকে বোলো, এখন চা খেলে আমার ক্ষুধার অকাল-মৃত্যু ঘট্‌বে।"

নমিতা হাসিয়া বলিল,—"রাতের খাওয়া হ'তে আমাদের বাড়িতে বেশ দেরি হয়, অতএব চা খেলে আপনার ক্ষুধা মরে' গিয়েও ফের নবজীবন লাভ করবার সময় থাক্‌বে।"

প্রদীপ কহিল,—"যদিও ক্ষুধাকে বাঁচিয়ে রাখবার ধৈর্য্য আমার আছে, তবু যখন বল্‌ছো, নিয়ে এস। দেখো, অতিমাত্রায় অতিথিপরায়ণ হ'য়ো না। অসুখ করিয়ে শেষে সেবার বেলায় ছুটি নেবে, সেটা আতিথ্যের বড়ো নিদর্শন নয়।"

রাত্রের খাওয়ায় দেরি হয় বটে, কিন্তু সকলে একসঙ্গে বসিয়া খায়—একই চতুষ্কোণ টেবিলের চারধারে চেয়ার পাতিয়া। দৃশ্যটা দেখিয়া প্রদীপ মুগ্ধ হইয়া গেল। পারিবারিক প্রীতির এই দৃষ্টান্তটির মধ্যে সে নরনারীর সমানাধিকারের সঙ্কেত পাইল। এত আনন্দ করিয়া, এত পরিতৃপ্তির সঙ্গে সে কোনোদিন আহার করিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল না। আহার্য্য বস্তুগুলি অরুণাই বাঁটিয়া দিতেছিলেন, স্বাভাবিক সঙ্কোচের বাধা সরাইয়া বধূ নমিতাও তাহার অভিভাবকদের সম্মুখে সামান্য প্রগল্‌ভা হইয়া উঠিয়াছে, কথোপকথনের ফাঁকে-ফাঁকে উমার কলহাস্য বিরাম মানিতেছে না। নানা বিষয় নিয়া কথা হইতেছে—ভারতবর্ষের পরাধীনতা হইতে সুরু করিয়া গো-মাংসের উপকারিতা পর্য্যন্ত ; সবাই সাধ্যমত টিপ্পনি কাটিতেছে, এবং অবনীবাবু তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের মুখোস্‌ খুলিয়া যেই একটু রসিকতা করিতেছেন, অমনি সবাই সমস্বরে উচ্চহাস্য করিয়া নিজের-নিজের পরিপাক-শক্তিকে সাহায্য করিতেছে। প্রদীপ যে এই বাড়িতে একজন আগন্তুক অতিথিমাত্র, তাহা তাহাকে কে মনে করাইয়া দিবে ? সামান্য খাইবার মধ্যে যে এত সুখ ছিল, মানুষের হাসি যে সত্যই আনন্দজনক,—এই সব স্বতঃসিদ্ধ তথ্যগুলি সম্বন্ধে সে হঠাৎ সচেতন হইয়া উঠিল। অরুণা প্রদীপকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"সব আমার নিজের হাতের রাঁধা, তোমার মুখে রুচ্‌ছে ত' ?" দাঁতের ফাঁক

হইতে মাছের কাঁটা খসাইতে-খসাইতে অবনীবাবু কহিলেন,—"তুমি কি আশা কর তোমার এই প্রশ্নের উত্তরে প্রদীপ বল্‌বে যে রুচ্‌ছে না, ন্যাকার কর্‌ছে? প্রদীপের সত্যবাদিতায় নিশ্চয়ই তুমি সুখী হ'বে না। ভদ্র হবার জন্যে কেন যে এ-সব মামুলি কথা বল তোমরা, ভেবে পাইনে।" উমা টিপ্পনি কাটিল,—"আর প্রদীপবাবু যদি ভদ্রতর হ'বার জন্যে বলেন যে স্বর্গসভায় সুধা খাচ্ছি, তা' হ'লে তাঁর সেই অতিশয়োক্তিকে তুমি সন্দেহ কর্‌বে; তা'তেও তুমি সুখী হ'বে না।" প্রদীপ কহিল,—"অতএব কোনো বাক্‌-বিস্তার না করে' নিঃশব্দে খেয়ে চলাই আমার পক্ষে ভদ্রতম হ'বে।"

খাওয়ার পরে শুইবার ঘরে আসিয়া সুধী নমিতাকে কহিল,—"তুমি মা'র কাছ আজ শোও গে; প্রদীপের সঙ্গে রাত্রে আমার ঢের পরামর্শ আছে।"

প্রদীপ প্রতিবাদ করিয়া উঠিল: "না বৌদি, অত আড়ম্বরে কাজ নেই। খেয়ে-দেয়ে পরামর্শ করবার মতো ধৈর্য্য ও অনিদ্রা বিধাতা আমাকে দেন্‌নি। বুঝ্‌লে সুধী, স্ত্রীকে ত্যাগ করে' বন্ধুকে শয্যার পার্শ্ব দেওয়ার আতিথ্য এ-যুগে অচল হ'য়ে গেছে। তোমাদের ঘরের পাশেই যে ছোট বারান্দাটুকু আছে, তাতেই একটা মাদুর বিছিয়ে দাও,—আমি এত প্রচুরপরিমাণে নাক ডাকাবো যে, জান্‌লাটা খুলে রাখ্‌লেও তোমাদের প্রেমগুঞ্জন শুন্‌তে পাবো না। ভয় পাবার কিছুই নেই, সুধী। তা' ছাড়া না-ঘুমিয়ে বসে'-বসে' কলম কাম্‌ড়াবো, আমি আজো তত বড়ো সাহিত্যিক হইনি।"

মাথা নাড়িয়া সুধী কহিল,—"না, এ-ঘরে আজ নমিতার শোওয়া হ'বে না, তোমার সঙ্গে আমার অনেক গোপন কথা আছে।"

প্রদীপ। কী গোপন কথা? কাশ্মীর যাওয়ার কথা তো? তোকে সোজাসুজি বলে' রাখ্‌ছি সুধী, বৌদি না গেলে আমি যাব না ককৃখনো।

সুধী। অত দূরে যাবার নমিতার কোনো দরকার নেই।

প্রদীপ। আর, আমারই জন্যে যেন কাশ্মীরের সিংহাসন খালি পড়ে' আছে! বৌদির সান্নিধ্যে সাত মাস থেকে তোর যদি হাঁপানি উঠে থাকে, তবে তোর সঙ্গে একদিন থেকে আমার হ'বে প্লুরিসি।

নমিতাকে ঘর হইতে হঠাৎ চলিয়া যাইতে দেখিয়া, সুধী গম্ভীর হইয়া কহিল,—"সত্যি প্রদীপ, বিয়ের পর এই একঘেয়েমি আমাকে ক্লান্ত করে' ফেলেছে। আমি দিন কয়েকের জন্যে বিশ্রাম চাই, চাই বৈচিত্র্য!"

প্রদীপ জোর দিয়া কহিল,—"এ তোর অত্যন্ত বাড়াবাড়ি, সুধী। বিয়ে এত ক্লান্তিকর হ'য়ে উঠ্‌বে এই যদি তোর ধারণা ছিল, তবে বিয়ে করা তোর পক্ষে নিদারুণ পাপ হ'য়েছে।"

সুধী। ধারণা আমার আগে ছিলো না। তাই বলে' ভুলকে সংশোধন কর্‌বো না—আমি তত ভীরু নই। নমিতা আমাকে তৃপ্ত করতে পারে নি।

প্রদীপ। কিন্তু বিয়ের আগে এই নমিতার রূপ ও তার বাপের টাকা তোর নয়নতৃপ্তিকর হ'য়ে উঠেছিল—তুই লোভী! বিয়ে করে' ফেলে নমিতার ওপর বীতরাগ হওয়া নীতিতে তো বটেই, আইনেও দণ্ডনীয় হওয়া উচিত।

সুধী। তা আমি বুঝি। তাই প্রকাশ্যে আমি আমার এই ঔদাসীন্যের পরিচয় দিতে সব সময়েই ক্লেশ বোধ করেছি। আমি

নমিতাকে ভালোবাসি না এমন নয়, কিন্তু ভালো লাগে না। আমার রুচির সঙ্গে ওর মিল্ নেই।

প্রদীপ। সে-জন্যে নমিতাকে দায়ী কর্লে অন্যায় হ'বে। তোর ব্যক্তিত্বের মধ্যে ওর ব্যক্তিত্বকে সঙ্কুচিত করে' রাখার চেয়ে তাকে একটা স্পষ্ট ও উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেওয়ার চেষ্টা করাই উচিত মনে করি। মোট কথা জানিস্ কি সুধী, এই সব জায়গায় স্বামীকে তার অহঙ্কারের চূড়া থেকে নেমে আস্তে হয় স্ত্রীর সঙ্গে এক সমতল ভূমিতে,—নইলে সঙ্গতির আর আশা নেই। তুই যেমন আপ্‌শোষ করছিস্, নমিতাও তেম্‌নি হয় তো তার ভাগ্যকে ভৎর্সনা কর্ছে। ভাব্‌ছে, কেন সাহিত্যিককে বিয়ে কর্লাম—এর চেয়ে একটি গৃহস্থ-কেরানি শতগুণে লোভনীয় ছিল। বিয়ের অপর নামই হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষের শারীরিক একটা রফা। সন্ধির সর্ত্ত ভাঙ্‌তে গেলেই আসে সামাজিক অশান্তি; আমরা সভ্য লোক, ওটাকে এই জন্যেই এড়িয়ে যেতে চাই যে, অশান্তিটা কালক্রমে মনেও সংক্রামিত হয়। ভুল সংশোধন করার অর্থ আরেকটা ভুল করে' বসা নয়। বিয়েটা দুইটা জীবনের সঙ্গে সমাজকে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে, তাকে ভাঙার চাইতে জোড়া-তালি দিতে গেলে অগৌরব হয় না। ডিভোর্সের আমি পক্ষপাতী,—কিন্তু 'ভালো লাগে না' এই ওজুহাতকেই যদি বিবাহচ্ছেদের প্রধান কারণ ব'লে স্বীকার করা যায়—তা হ'লে পৃথিবীতে আত্মহত্যাও অত্যন্ত সুলভ হ'য়ে উঠ্‌বে। নমিতা তেমন লেখা-পড়া শেখেনি, রাজধানীর আবহাওয়ায় তার অঙ্গসজ্জা রাজসংস্করণ লাভ করেনি বা সে স্নায়ুহীন কবিপ্রিয়া না হ'য়ে সংসারকর্ম্মক্ষমা গৃহিণী হ'তে চায়—এই যদি তার ত্রুটির নমুনা হয়, তবে

বিয়ের আগে তোরই সাবধান হওয়া উচিত ছিলো, এখন তোর কাজ হচ্ছে নমিতাকে তোর উপযুক্ত করে' তোলা।

সুধী। যে-কাজে আনন্দ নেই, সে-কাজে আমার মন ওঠে না। আচ্ছা এক কাজ করা যায় না? বাঙ্‌লা-সমাজ আঁৎকে উঠ্‌বে হয় তো।

প্রদীপ। কি?

সুধী। ধর্‌ আমি যদি আজ নমিতাকে ত্যাগ করি—হ্যাঁ, অন্য কোনো কারণে নয়, খালি তাকে আমার ভালো লাগে না বলে'—এবং তার বিস্ময়ের ভাবটুকু কাট্‌তে না কাট্‌তেই, যদি তুই ওকে লুফে নিস্‌—ব্যাপারটা কেমন হয়?

এমন একটা গুরুতর কথার উত্তরে কেহ যে এত জোরে হাসিয়া উঠিয়া প্রশ্নটাকে ব্যঙ্গ করিবার সাহস দেখাইতে পারে, তাহা সুধী-র জানা ছিল না। তাহার মনে হইল, কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সে যেন কি-একটা অপরাধ করিয়াছে। নমিতা কি-একটা কাজে বারান্দা দিয়া যাইতেছিল, প্রদীপ ডাকিয়া উঠিল: "সঙ্গে তুমি কি-কি জিনিস নেবে, তা'র একটা ফর্দ্দ আজ এক্ষুনি করে' ফেল্‌তে হ'বে। লেপ দু'খানা হ'লেই চল্‌বে—লেপ গায়ে দিয়ে ট্রেনে ট্র্যাভেল্‌ করার মত সুখ আর নেই। শুনে যাও, বৌদি।"

"আস্‌চি"—বলিয়া নমিতা অন্তর্হিত হইতেই প্রদীপ কহিল,—"কাশ্মীর ছেড়ে কাঁকে গেলেই ভালো করতিস্‌, সুধী।"

অল্পক্ষণ পরেই নমিতা আসিল, তাহার সংসারের সব কাজ সমাধা হইয়াছে। প্রদীপ কহিল,—"যাবে তো, কিন্তু তোমার অনেক কাজ করতে হ'বে, মনে থাকে যেন। চা করে' দেবে, গাড়ি ধর্‌বার সময়

প্ল্যাটফর্মে তাড়াতাড়ি হাঁটতে হ'বে, ভুলে লাগেজের গাড়িতে উঠে পড়বে না, গাড়ির ঝাঁকুনির টাল্ সাম্লাতে গিয়ে শেকল টেনে দেবে না, কলিশান্ হ'লে বাড়ির জন্যে মন-কেমন কর্‌লে জরিমানা দেবে।"

নমিতা হাসিয়া উঠিল। ভারতের ভূস্বর্গে সশরীরে আরোহণ করিতে পারিবে ভাবিয়া, আরেকটু হইলে সে ছোট খুকির মত হাততালি দিয়া উঠিত। স্বামীকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল,—"কবে যাচ্ছি ?"

সুধী-র উৎসাহ যেন উবিয়া গেছে। বিরসকণ্ঠে কহিল,—"যেদিন সুবিধে হ'বে।" পরে প্রদীপকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"তোমার সঙ্গে কাশ্মীর যাওয়ার আমার উদ্দেশ্যই ছিল আমার মনের এই সমস্যাকে পরিষ্কার করে' তুল্‌তে। যখন এ সম্বন্ধে তোমার কোনো সহানুভূতি নেই, তখন কাশ্মীর যাওয়া বন্ধ রইলো। বাকি জীবনটা এখানেই যা হোক্ করে' কাটিয়ে দেব'খন।"

"জীবন-সম্বন্ধে তোমার এই দিব্যজ্ঞান দেখে বাধিত হ'লাম।" কিন্তু চাহিয়া দেখিল নমিতার মুখ চূণ হইয়া গেছে। আবহাওয়াটাকে হাল্‌কা করিবার জন্য, মুখে হাসি আনিয়া প্রদীপ কহিল,—"সুবিধে আমার কাল-ই হচ্ছে। কাল্‌কেই আমি সকালের ট্রেনে কল্‌কাতা গিয়ে গাড়ি-টাড়ি সব রিজার্ভ করে' আস্‌ছি। কাগজ-পেন্সিল নিয়ে এস বৌদি, কি-কি জিনিস কিনে নিতে হ'বে, তা'র একটা হিসেব করে' নেওয়া দরকার। আমরা তীর্থ কর্‌তে যাচ্ছি না যে, পথের কষ্টভোগকে আমরা স্বর্গারোহণের দাম বলে' মেনে নেব। আমরা যাচ্ছি বেড়াতে— পান থেকে চূণ খসলেই আমাদের মুস্কিল। রেলের কামরাটাকে আমরা একটা অতি-আধুনিক ড্রয়িং-রুম করে' ছাড়বো।"

নমিতার মুখ তবুও প্রসন্ন হইল না। একান্তে প্রদীপকে বলিবার জন্যই সে একটু নিম্নস্বরেই কহিল,—"মুখ থেকে কথা যখন একবার বেরিয়েছে তখন আর তার নড়চড় হ'বে না, দেখবেন।"

প্রদীপ জোর দিয়া বলিয়া উঠিল,—"বেশ তো, নাই বা গেল সুধী—তুমি আর আমি যাবো। তুমি তার জন্যে ভেবো না, কাশ্মীর না হোক, লিলুয়া পর্য্যন্ত আমরা যাবোই,—আমি আর তুমি।"

দেখিতে-দেখিতে তাহাদের দুই জনের আলাপ এত জমিয়া উঠিল যে, তাহারা এক সময়ে টাইম্-টেবিল খুলিয়া বম্বে মেইল ও লাহোর এক্সপ্রেসের স্পিড্-এর তারতম্য বাহির করিতে অঙ্ক কষিতে বসিল। সুধী কখন চেয়ার ছাড়িয়া বিছানায় গিয়া শুইয়াছে, তাহা নমিতা লক্ষ্য করিলেও প্রদীপের খেয়াল ছিল না; সে গল্প নিয়া এমন মাতিয়া উঠিয়াছে! নমিতা তন্ময় হইয়া কথা শুনিতেছিল, শ্রোত্রী হিসাবে তাহাকে কেহ কোনো দিন এত প্রাধান্য দেয় নাই—এই ক্ষণ-বন্ধুতাটি তাহার কাছে এত রমণীয় লাগিতেছিল যে, স্বাভাবিক সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়া নিজের কথা কিছু বলিতে পারিলে তাহার তৃপ্তির শেষ থাকিত না।

সেই সুযোগ আসিল। প্রদীপ হঠাৎ সচেতন হইয়া কহিল,—"নিজের কথাই পাঁচ কাহণ বলে' যাচ্ছি—আমার জীবন-ইতিহাসের আদ্যোপান্ত নেই, বৌদি। আমি একটা চলমান গ্রহ—কখনো-কখনো বা কারো অচল উপগ্রহ হ'য়ে থাকি। তোমার বাপের বাড়ির কোনো বৃত্তান্তই জানা হ'ল না। বর্ত্তমানের বন্ধুতাকে অতীত কালেও বিস্তৃত ক'রে দিতে হয়; এই কথা মনে রাখা চাই বৌদি, যে, বহু আগেই

আমাদের দেখা হ'বার কথা ছিল—হয় নি, সে একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র।"

কি বলিবে নমিতা কিছু ভাবিয়া পাইল না। তবু কথা কহিবার অদম্য-উচ্ছ্বাসে অসংলগ্ন ভাষায় যাহা সে বলিয়া চলিল, তাহা গুছাইয়া সংক্ষেপে এই:

নমিতার বাবা রঙ্পুরে ওকালতি করিতেন। তাহার এক দাদা ছিল, বছর দুই আগে স্বদেশী করিতে গিয়া পুলিশের হাতে যে মার খাইয়াছিলেন, তাহাতেই মারা গিয়াছেন। সেই শোকেই বাবা ভাঙিয়া পড়িলেন; সমস্ত সংসার ছত্রখান হইয়া গেল। বাবা ওকালতি করিয়া ঢের পয়সা জমাইয়াছিলেন, খুড়া-মহাশয় চালাকি করিয়া তাহাতে হাত দিলেন। মা ও তাহার ছোট বোনটি এখন তাহার কাকারই আশ্রিত। কাকা কলিকাতায় দালালি করেন, অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল নয়—তবে বাবার জমানো পয়সা হাত্ড়াইয়া এখন একটু সুরাহা করিতে পারিয়াছেন। কাকার স্বভাব অত্যন্ত রুক্ষ, কাকিমা তাঁহারই সহধর্ম্মিণী। সম্পর্কের দাবিতে গুরুজন হইলে কি হইবে, কাকার প্রতি নমিতার মন মোটেই প্রসন্ন নয়। মা'র প্রতি তাঁহাদের ব্যবহার ঠিক গুরুভক্তির পরিচায়ক হইয়া উঠে নাই। মা বিষয়বুদ্ধিহীন—এমন কেহ নাই যে, তাহাদের এই সম্পত্তি-সঙ্কটের সময় সাহায্য করে; মা যে কাকার আশ্রয় ছাড়িয়া অন্যত্র বাসা করিবেন, তদারক করিবার জন্য তেমন আত্মীয় অভিভাবকও তাহাদের নাই। নমিতাকে ভালো ঘরে বিবাহ দিবার জন্য তাহার বাবার একান্ত অভিলাষ ছিল, সেই জন্য যথেষ্ট টাকাও রাখিয়া গিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাহার ভালো ঘরে

বিবাহ হইয়াছে বটে, (এখানে নমিতা একটু হাসিল) কিন্তু পণের টাকা দিয়া বিবাহের যাবতীয় খরচেই নাকি বাবার বিত্ত প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। কাকা যে মা ও তাঁহার ছোট মেয়েকে এতদিন ভরণ-পোষণ করিতেছেন, তাহার টাকা নিশ্চয়ই ছাত ফুঁড়িয়া পড়িতেছে না। নমিতা মেয়ে হইয়া জন্মিয়া মা ও ছোট বোন্‌টির কাছে অপরাধী হইয়া আছে। এমন সুযোগ্য জামাই পাইয়া মা যে আত্মীয়-গৌরবে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সামান্য দিবাস্বপ্ন মাত্র।

হঠাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া নমিতা বলিল,—"যান্, এক্ষুনি শুয়ে পড়ুন গে। আমি মা'র ঘরে যাচ্ছি। মা আবার এত রাত পর্য্যন্ত গল্প করেছি টের পেলে বক্‌বেন হয় তো।" বলিয়া নমিতা বারান্দার দরজা দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, প্রদীপ তাহাকে বাধা দিল; কহিল,—"তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি? মা'র বকুনি খাবার লোভে তুমি তোমার এই উত্তপ্ত সুখশয্যা অতিথিকে ছেড়ে দিয়ে যাবে, এতে সতী-ধর্ম্মের অবমাননা হবে, বৌদি। বারান্দায় একটা ডেক্-চেয়ার দেখা যাচ্ছে, না? দাঁড়াও।"

নমিতাকে এক পা-ও নড়িবার অবকাশ না দিয়া প্রদীপ তাড়াতাড়িতে তাহাকে ঈষৎ স্পর্শ করিয়া বারান্দায় চলিয়া আসিল এবং দ্বিরুক্তি না করিয়া পেছন হইতে দরজাটা টানিয়া শিকল তুলিয়া দিল।

ডেক্-চেয়ারটায় বসিল বটে, কিন্তু ঘুম আসিবার নাম নাই। তাই বলিয়া অন্ধকার আকাশে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া, অস্তমান চাঁদের দিকে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিবার মত দৌর্ব্বল্য প্রদীপের ছিল না। চক্ষুর পাতা দুইটাকে জোরে চাপিয়াও নিদ্রাকে বন্দী করা যাইতেছে না—

নানা পারম্পর্য্যহীন ছবি অন্তর-চক্ষুর সামনে ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। নমিতাদের ঘরের আলো কখন নিবিয়া গেল, তাহা টের পাওয়া মাত্রই প্রদীপের কেমন একটা বিশ্বাস হইল যে, নমিতারো দুই চোখে শুষ্ক, বেদনাহীন বিনিদ্রতা বিরাজ করিতেছে। প্রাচীরের ব্যবধানের অন্তরাল হইতে প্রদীপের আত্মা যেন নমিতার আত্মার স্পর্শ পাইল, সেই স্পর্শরসে স্নান করিতে-করিতে অতলস্পর্শ নিদ্রার সমুদ্রে সে ডুবিয়া গেল।

সকালে চায়ের টেবিলে সুধী বলিল,—"কাল রাতে একটু জ্বরভাব হয়েছে; গাড়ি ইত্যাদি ঠিক কর্‌তে আজকেই তোমার কল্‌কাতা গিয়ে কাজ নেই, প্রদীপ। চায়ের সঙ্গে এই দুটো ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্‌ খাচ্ছি—বিকেলেই মাথাটা ছাড়্‌বে হয়ত। রাত্রের ট্রেনে যেয়ো।"

সেই জ্বরই সতেরো দিন পরে যখন ছাড়িল, তখন সুধী কাশ্মীর উত্তীর্ণ হইয়া যে-পথে পাড়ি জমাইয়াছে সে-পথ ঘুরিয়া-ফিরিয়া পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া সমাপ্ত হয় নাই। আবার এই ধূলার ধরণীতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে—এমন একটা বৈচিত্র্যহীন পৌনঃপুন্যতে অভিসারিক আত্মা অমর্য্যাদা বোধ করে। সুধী আর এই মৃত্তিকায় ফিরিয়া আসিবে না, আকাশের অগণন তারার মধ্য হইতে সে একটিকে বাছিয়া লইয়া সেইস্থানে অবতীর্ণ হইবে; সেখানে নবজন্মের নবতর আস্বাদ পাইবে, নরদেহ লইয়া তাহা কল্পনা করিবারও তাহার সাধ্য ছিল না।

সুধী-র তিরোধানে সমস্ত সংসার ওলোটপালট হইয়া গেল। না আছে শৃঙ্খলা, না আছে শ্রী। সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই, মানুষগুলিও তাহাদের মুখের চেহারার সঙ্গে সঙ্গে মনের চেহারাও বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিয়া সংসারের এই অবস্থা দেখিলে, সুধী নিশ্চয়ই বনবাসী হইত।

নমিতা এখন এই সংসারে কায়াহীন ছায়ামাত্র—এখানে তাহার আর প্রয়োজন নাই, সে যেন তাহার জীবনের সার্থকতা হারাইয়া বসিয়াছে। নমিতা যেন একটা নির্ব্বাপিত প্রদীপ—অন্ধকারে তাহার নির্ব্বাসন। বিকাল-বেলা নমিতা বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়াছিল, পিঠের উপর ঘন চুল নামিয়া আসিয়াছে, বসিবার ভঙ্গীটিতে একটি অসহায় ক্লান্তি। এইবার নমিতা কি করিবে, কোথায় যাইবে, কিছুই ভাবিয়া কিনারা করিতে পারিতেছে না। এই সংসারে উপবাসী ভিক্ষুকের মত কৃপাপ্রার্থিনী হইয়া তাহাকে কাল কাটাইতে হইবে ভাবিয়া তাহার অসহায় মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। অথচ এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে এই সামান্য ক্ষুদ্র গৃহকোণটি ছাড়া তাহার পা ফেলিবার স্থানই বা কোথায়? স্বামীর কাছে অপ্রতিবাদ আত্মদানের ফাঁকে সে স্বামীকে ভালবাসিতে চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই প্রেম সন্তান-স্নেহ দ্বারা রঞ্জিত হয় নাই। তাই সুধী-র মৃত্যুতে অরুণা শোক করিয়াছেন সুধী-রই জন্য, নমিতা শোক করিয়াছে তাহার নিজের জন্য, তাহার এই অবাঞ্ছিত নিরুপায় বৈধব্যের ক্লেশ ভাবিয়া। এই বৈধব্য-পালনে সে না পাইবে আনন্দ, না-বা তৃপ্তি। কিন্তু ইহাকে লঙ্ঘন করিবার মত বিদ্রোহাচরণের উদ্দাম শক্তিও তাহার নাই। মাথা

পাতিয়া এই কৃত্রিম অনুশাসনের অত্যাচার তাহাকে সহিতে হইবে।

প্রদীপ কখন যে নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা নমিতা টের পাইলে নিশ্চয়ই মাথার উপর ঘোম্‌টা টানিয়া দিত। সে দুই হাতে জানালার শিক্ ধরিয়া তেমনি বসিয়া রহিল। যেন দুই হাতে দুইটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ঠেলিয়া ফেলিবার জন্য সে সংগ্রাম করিতেছে। নমিতার মূর্ত্তিতে এই প্রতিকারহীন বেদনার আভাস দেখিয়া, প্রদীপের মন ম্লান হইয়া উঠিল। কণ্ঠস্বর আর্দ্র করিয়া সে কহিল,—"নমিতা, আমি চল্লাম।"

নমিতা চমকিয়া উঠিল। বেশবাস তাড়াতাড়ি পরিপাটি করিয়া প্রদীপের মুখে তাহার নামোচ্চারণ শুনিয়া, সে একটি ক্ষীণ রোমাঞ্চ অনুভব করিতে-করিতে স্তব্ধ হইয়া রহিল। আজ সুধী-র অবর্ত্তমানে নমিতার পরিচয়—সে একমাত্র নমিতা-ই; প্রদীপ তাহাকে সম্বোধন করিবার আর কোনো সংজ্ঞা খুঁজিয়া পাইল না। নমিতার ইচ্ছা হইল, অনেক কিছু বলিয়া নিজেকে একেবারে হাল্‌কা করিয়া ফেলে —এই অপরিমেয় স্তব্ধতার সমুদ্রে পড়িয়া সে একা-একা আর সাঁতার কাটিতে পারিতেছে না। প্রদীপ ও তাহার মধ্যে যে-পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠিতোছল, মৃত্যু আসিয়া তাহার মধ্যে অনতিক্রম্য বাধা বিস্তার করিয়া দিয়াছে। তাই নমিতা কোনো কথাই বলিতে পারিল না,—স্বামী-র অবর্ত্তমানে প্রদীপের কাছে নমিতার পরিচয়—আর বন্ধু নয়, মৃত বন্ধুর বিধবা-বধূ মাত্র,—দেহের সঙ্গে-সঙ্গে আত্মাকেও তাহার আজ নিমীলিত অবগুণ্ঠিত করিয়া রাখিতে হইবে। জগতে তাহার সত্তাহীনতাই এখন প্রধান সত্য।

নমিতাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রদীপ কহিল,—"পারিবারিক সম্পর্কে তোমার নিকটে না থাকলেও আমি তোমার আত্মীয়, নমিতা। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সংসার আজকাল পরিবারকে ছাড়িয়ে উঠেছে, সেখানে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়ের বাধা নেই। অতএব প্রয়োজন বোধ করলে আমাকে কাজে লাগাতে কুণ্ঠা কোরো না। আমি আপাতত তোমাদের ছেড়ে চল্লাম বটে, কিন্তু হয়তো আবার আমাকে ফিরে আসতে হ'বে। ট্রেনের সময় বেশি নেই; আচ্ছা, আসি। নমস্কার!" বলিয়া প্রদীপ দুই হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিল।

এইরূপ অনড় জড়পদার্থের মত বসিয়া থাকাটা অস্বস্তিকর মনে হওয়াতে নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু যে-নমিতা একরাত্রে হৃদ্যতার আবেগে অত্যন্ত প্রগল্‌ভা হইয়া উঠিয়াছিল, সে আজ নীরবে সামান্য নমস্কারটুকু পর্য্যন্ত ফিরাইয়া দিতে পারিল না। সুধী যেন তাহার ব্যক্তিত্বকে লুণ্ঠন করিয়া নিয়াছে; ভাঙা চশমার খাপের মতই সে আজ অপ্রয়োজনীয়, নিরর্থক।

নমিতাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া প্রদীপ ফিরিল। নিভৃতে বলিবার জন্যই সে নমিতার কাছাকাছি রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইল; কহিল,—"সংসারের খরচের খাতায় তুমি নাম লেখাবে—এই আত্ম-অপমান থেকে তুমি নিজেকে রক্ষা কোরো। তোমার মূল্য খালি সুধী-র স্বামীত্বই নির্দ্ধারণ করেনি। স্ত্রী হওয়া ছাড়াও তোমার বড়ো পরিচয় আছে—তুমি নারী, তুমি স্বপ্রধান। একজনের মৃত্যুর শাস্তি তোমাকেই সারা জীবন সয়ে' বিড়ম্বিত হ'তে হ'বে—তা নয়, নমিতা। মৃত্যু যদি

সুধী-র পক্ষে রোগমুক্তি হয়, তোমার পক্ষে দায়িত্বমুক্তি। সে-কথা ভুল্‌লে তোমার পাপ হ'বে।" বলিয়া ভাবাবেগের আতিশয্যে প্রদীপ হঠাৎ রেলিঙের উপর নমিতার একখানি হাত চাপিয়া ধরিল।

সেই দৃশ্যটি দূর হইতে অবনীবাবু দেখিলেন। তিনি নীচে নামিতে-ছিলেন, থমকিয়া দাঁড়াইলেন। দৃশ্যটা তাঁহার চোখে মোটেই ভাল লাগিল না; ভাল লাগিল না নয়, তাঁহার মন মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রদীপের প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিল। অবনীবাবু জানিতেন, স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইবার পথে সুধী প্রদীপের জন্য কোনো বাধাই রাখে নাই; এই পরিবারে প্রদীপ অবারিত অভ্যর্থনাই লাভ করিয়াছে। সুধী বাঁচিয়া থাকিলে নমিতার সঙ্গে প্রদীপের এই সান্নিধ্য হয়তো অবনীবাবুর চোখে বিসদৃশ বা অসঙ্গত ঠেকিত না, কিন্তু সুধী-র অবর্ত্তমানে প্রদীপের এই সৌহার্দ্দ্য তাঁহার কাছে শুধু অন্যায় নয়, অনধিকারজনিত অপরাধ বলিয়া মনে হইল। নিমেষে পূর্ব্বার্জ্জিত সমস্ত উদারতা বিসর্জ্জন দিয়া, অবনীবাবুর মন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

প্রদীপ বিদায় লইয়া চলিয়া যাইতেই নমিতা আবার তেমনি রেলিঙ ধরিয়া বসিয়াছে। আন্দোলিত মনকে শান্ত করিবার চেষ্টায় সে তাহার মা'র মুখ স্মরণ করিতেছিল, এমন সময় পেছন হইতে অবনীবাবু ডাকিলেন: "বৌমা!" সহসা ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে বাড়ি-ঘর-দোর দুলিয়া উঠিলেও নমিতা এত চম্‌কাইত না। শ্বশুরের মুখে এমন কর্কশ ডাক শুনিতে সে অভ্যস্ত ছিল না। সংশয়ে তাহার মন ছোট হইয়া গেল। দুই চোখে নীরব কাকুতি নিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। অবনীবাবু কণ্ঠস্বর একটুও স্নিগ্ধ করিলেন না; কহিলেন,—"প্রদীপ চলে' গেল বুঝি?

তোমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে অত ঘটা করে' থিয়েটারি ঢঙে কী বল্‌ছিল ও ?”

নমিতার মন শত রসনায় ছি ছি করিয়া উঠিল। তাহার দেবতুল্য শ্বশুর এত সন্দিগ্ধ ও সঙ্কীর্ণচিত্ত হইয়া উঠিয়াছেন ভাবিয়া নিদারুণ অপমানে নমিতার আত্মা ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু প্রতিবাদ করিবার সাহস হইল না। এ-যুগে মাতা বসুন্ধরার কাছে আশ্রয় চাহিলে প্রার্থনা পূর্ণ হয় না, তাই নমিতা তেম্‌নি অচল নিষ্প্রাণ প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল। কিন্তু কিছু একটা তাহার বলা দরকার,—শ্বশুর-ঠাকুরের মুখ সন্দেহে ও ঘৃণায় কুটিল হইয়া উঠিয়াছে। ভয়ে ও দুঃখে তাহার কণ্ঠস্বর ফুটিতে চাহিল না, তবুও প্রাণপণ চেষ্টায় ভয়কে দমন করিয়া সে কহিল,—“আমাদের খোঁজ নিতে আবার আস্‌বেন বলে' গেলেন।”

—“আবার আস্‌বে ?” অবনীবাবু এত চেঁচাইয়া উঠিলেন যে, পাশের ঘর হইতে অরুণাও আসিয়া দাঁড়াইলেন: “এবার এলে রীতিমত তাকে অপমানিত হ'তে হবে। পরস্ত্রীর সঙ্গে কি-ভাবে আলাপ কর্‌তে হয় সে-সৌজন্য পর্য্যন্ত শেখেনি, ছোটলোক অভদ্র কোথাকার! আবার আস্‌বে! কিসের জন্য আবার আসা হ'বে শুনি ? তোমাকে সাবধান করে' দিচ্ছি, বৌমা—”

মুখ পাংশু করিয়া অরুণা বলিয়া উঠিলেন,—“কি, কি হয়েছে ?”

কথাটার সোজা উত্তর না দিয়া অবনীবাবু কহিলেন,—“মুখ দেখে লোক চেনা যায় না, যত সব মুখোস-পরা জানোয়ার। বিশ্বাসের সম্মান

যে রাখ্‌তে না পারে, তার মত হীনচরিত্র আর কেউ নেই। আবার আস্‌বে সে! আসুক না।" বলিয়া রাগে ফুলিতে-ফুলিতে অবনীবাবু ফিরিলেন; ব্যাপারটা খোলসা করিয়া বুঝিতে অরুণাও তাঁহাকে অনুসরণ করিতে দেরি করিলেন না।

কোথা দিয়া যে কি হইয়া গেল, নমিতা কিছুই আয়ত্ত করিতে পারিল না। বজ্রাহত লোক যেমন স্তম্ভিত হইয়া থাকে, তাহার বুদ্ধি-বৃত্তি তেমনি আড়ষ্ট হইয়া রহিল। লক্ষ্য করিল তাহার পা কাঁপিতেছে; সে রেলিঙ্‌ ধরিয়া আবার বসিয়া পড়িল। তাহার মন কাঁচের বাসনের মত ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর মুষ্ট্যাঘাতে শতধা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেছে; শরীরের এই অমানুষিক ক্লেশভোগের সঙ্গে মনেরও এই জঘন্য লাঞ্ছনা তাহাকে সহিতে হইবে, ইহা সে তাহার নিরানন্দ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিতে গিয়াও কোনোদিন কল্পনা করে নাই।

অথচ, পরস্ত্রীর প্রতি প্রদীপের এই অসৌজন্যকে সে মনে-মনে তিরস্কার করিতে বিবেকের সায় পাইল না। প্রদীপ যদি তাহার হাতে অনাবিল বন্ধুতা-রস উৎসারিত করিয়া দিতে চায়, হাত পাতিয়া সে তাহা গ্রহণ করিবে না—নমিতার মন এত কঠিন বা অনুদার নয়। ইহা ভাবিতেই তাহার বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না যে, যে-প্রদীপ এত দিন তাহার বন্ধুর রোগশয্যার পার্শ্বে না-ঘুমাইয়া, অক্লান্ত সেবা করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিল, সে সহসা এক মুহূর্ত্তের আচরণে এমন কলুষিত হইয়া দেখা দিল! অথচ সেই আচরণটিতে নমিতা কোনো অন্যায় স্বীকার করিতে পারিল না। মানুষের যখন দৃষ্টিভ্রম হয়, তখন সে দড়িকেও সাপ ভাবে, এবং দড়ি হইতে আত্মরক্ষা

করিতে গিয়া সাপের গর্ত্তেই পা ফেলে। আজ নমিতার হৃদয়ের সকল স্তব্ধতা ঠেলিয়া শোকাশ্রুধারা নামিয়া আসিল। সেই অশ্রু তাহার মৃত স্বামীর উদ্দেশে নয়, নিজের দুরপনেয় দুর্ভাগ্যের জন্য নয়—একটি অপমানিত অনুপস্থিত বন্ধুর প্রতি।

নমিতা তাহার কাকার কাছে কলিকাতায় চলিয়া আসিল।

নবীন কুণ্ডুর লেনে ছোট একখানা দোতলা বাড়িতে নমিতার কাকা গিরিশবাবু তখন প্রকাণ্ড একটা সংসারের ভার কাঁধে লইয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছেন। নিজের কাচ্চাবাচ্চা লইয়াই তিনি এই ছোট বাড়িতে কুলাইতে পারিতেছিলেন না, হঠাৎ বৌঠান ও তাঁহার ছোট মেয়েটি নিরাশ্রয় অবস্থায় ভাসিয়া আসিল। গিরিশবাবুর এক শ্যালক অজয়, পাটনা হইতে বি-এ পাশ করিয়া কলিকাতায় ল' পড়িতে আসিয়াছে; পাটনা তাহার ভাল লাগে না বলিয়া আইন-পাঠে বেশি এক বৎসর অযথা নষ্ট করিলেও তাহার কিছু আসিয়া যাইবে না। অজয় প্রথমে একটা মেসে গিয়াই উঠিয়াছিল, কিন্তু একদিন ডালের বাটিতে আরশুলা মরিয়া আছে দেখিতে পাইয়া, বিদ্যাসাগরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়াই সেই যে দিদির বাড়িতে চড়াও হইয়াছে, আর তাহার গাত্রোত্থান করিবার নাম নাই। নীচের একটা অপরিসর অপরিচ্ছন্ন ঘরে একটা তক্তপোষ টানিয়া অজয় চুপ করিয়া অবরুদ্ধ বন্দী গলিটার দিকে চাহিয়া থাকে, আর আইন-পাঠের নাম করিয়া যে-সব বই অধ্যয়ন করে, তাহারা আইনের চোখে মার্জ্জনীয় কি না কে বলিবে।

এমন সময় সিঁথির সিঁদুর মুছিয়া আবার নমিতা আসিল। এইবার গিরিশবাবু চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। অবশ্য তাঁহার দাদা মৃত হরিশবাবু যত টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্ত্রী ও নাবালিকা কন্যাটির সুখে-স্বচ্ছন্দেই দিন যাইতে পারিত, কিন্তু তাহাতে নমিতার জীবিকানির্ব্বাহের খরচটা ধরা ছিল না। নাবালিকা কন্যাটিকে অবাঞ্ছিত

মার্জ্জার-শিশুর মত অন্যত্র পার করিয়া দিবার জন্য গিরিশবাবু তোড়জোড় করিতেছিলেন ও শোকবিধুরা ভ্রাতৃজায়া হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া অদূর ভবিষ্যতে মহাপ্রয়াণ করিয়া, বাকি টাকাগুলি দেবরের হস্তেই সমর্পণ করিবেন বলিয়া তাঁহাকে নীরবে আশ্বাস দিতেছিলেন, এমন সময়ে অপ্রার্থিত অশুভ আশঙ্কা লইয়া নমিতার আবির্ভাব হইল। গিরিশবাবু দাঁতে দাঁত চাপিয়া একটা অব্যক্ত অভিশাপ আওড়াইলেন ; তাঁহার স্ত্রী কমলমণি মুখখানাকে হাঁড়ি করিয়া রহিল।

চারিপাশে এতগুলি বান্ধব লইয়াও নমিতার একাকীত্ব তবু ঘুচিতে চায় না। সূর্য্যোদয়ের আগে উঠিয়া সে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করিয়া চলে—তবু তৃপ্তি পায় না। এত কর্ম্মবাহুল্যের মধ্যেও সে তাহার অন্তরের নির্জ্জনতাকে ভরিয়া তুলিতে পারিল না, তাই রাত্রে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে, সে ধীরে ধীরে গলির ধারের সরু বারান্দাটিতে আসিয়া বসে। কি যে ভাবে, বা কি যে সে ভাবিতে পারিলে শান্তি পাইত তাহা খুঁজিতে গিয়া সে বারে বারে হাঁপাইয়া উঠে, তবু রাত্রির সেই নিস্তব্ধ গভীর স্পর্শ হইতে নিজেকে সরাইয়া নিতে তাহার ইচ্ছা হয় না, চুপ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকে, কখনো সেইখানেই মেঝের উপর ঘুমাইয়া পড়ে। মা টের পাইয়া তিরস্কার করিলেই নমিতা ধীরে-ধীরে বিছানায় আসিয়া শোয়, কিন্তু চোখ ভরিয়া ঘুমাইতে পারে না। উহার হাতের সমস্ত কাজ যেন এক নিশ্বাসে ফুরাইয়া গেছে। হয়তো উহাকে অনেক দিন বাঁচিতে হইবে, কিন্তু এমনি করিয়াই চিরকাল পরপ্রত্যাশিনী হইয়া নতনেত্রে লাঞ্ছনা সহিয়া-সহিয়া জীবনধারণের লজ্জা বহন করিবে ভাবিতে তাহার ভয় করিতে

থাকে। কিন্তু ইহা ছাড়া আর পথই বা কোথায় ? এক জনের মৃত্যুতে আরেকজনকে অযথা এমনি জীবন্মৃত থাকিতে হইবে, এমন একটা রীতির মাঝে কোথায় কল্যাণকরতা আছে, তাহা নমিতা তাহার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ধরিতে পারিত না। কিন্তু এই পঙ্গুতা বা বন্ধ্যাত্ব হইতে উদ্ধার পাইবারও যে কোনো উপায় নাই, সে সম্বন্ধেও সে স্থিরনিশ্চয় ছিল। তাহার এই বেদনাময় ঔদাসীন্য বা বৈরাগ্যভাবটি যে তাহার স্বামী-বিরহেরই একটা উজ্জ্বল অভিব্যক্তি, এই বিশ্বাস এই সংসারের সকলেব মনে বদ্ধমূল আছে বলিয়া নমিতা স্বস্তি পাইত বটে, কিন্তু তাহার এই অপরিমেয় দুঃখ যেন উপযুক্ত মর্য্যাদা লাভ কবিত না। কোনো ব্যক্তিবিশেষ হইতে সম্পর্কচ্যুত হইয়াছে বলিয়াই যদি সে তপশ্চারিণী হইতে পারিত, তাহা হইলে তাহার তৃপ্তির অবধি থাকিত না, কিন্তু এই নামহীন অকারণ দুঃখ তাহাকে কেন যে বহন করিতে হইবে, মনে-মনে তাহার একটা বোধগম্য মীমাংসা করিতে গিয়াই সে আর কূল পায় না।

সেদিন ববিবার, দুপুর বেলা ; তাহার ছোট বোন সুমিতা একখানা বই তাহার কোলে ফেলিয়া হঠাৎ ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল,—বইখানি তুলিয়া দেখিল, আয়র্ল্যাণ্ড কত দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহারই বাঙলা ইতিহাস। এই বই সুমিতা কোথা থেকে পাইল মনে-মনে তাহারই একটা দিশা খুঁজিতেছে, হঠাৎ সেইখানে গিরিশবাবু আসিয়া হাজির হইলেন এবং নমিতাকে বই পড়িতে দেখিয়া কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া কহিলেন,—“কি পড়ছিস্ ওটা ?”

নমিতা সঙ্কুচিত হইয়া বইটা কাকাবাবুর হাতে তুলিয়া দিল।

গিরিশবাবু বইটার নাম দেখিয়া অর্থ হয়তো সম্যক্ উপলব্ধি করিতে চাহিলেন না, রাগিয়া কহিলেন,—"বাঙ্‌লা উপন্যাস পড়া হচ্ছে কেন ?"

বইটা বাঙলা না হইয়া ইংরাজি হইলেই হয়তো তাহার জাত যাইত না ; কিন্তু ইংরাজি নমিতা তেমন ভাল করিয়া জানে না, এ-জন্মে শিখিবার সাধ তাহার খুব ভালো করিয়াই মিটিয়াছে। নমিতা গিরিশবাবুর কথার কোনো উত্তর দিল না, বইটা যে উপন্যাস নয়, সেটুকু মুখ ফুটিয়া বলা পর্য্যন্ত তাহার কাছে অবিনয় মনে হইল, নিতান্ত অপরাধীর মত হেঁট হইয়া সে বসিয়া রহিল।

গিরিশবাবু পুনরায় কহিলেন,—"এ-সব বাজে বই না পড়ে' গীতা মুখস্ত কর্‌বি, বুঝলি ?"

নমিতা সুশীলা ছাত্রীর মত ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, একবার মুখ ফুটিয়া বলিতে পর্য্যন্ত সাহস হইল না যে, গীতার বাংলা অনুবাদ পর্য্যন্ত সে বুঝিবে না। যে-হেতু সে বিধবা, তাহাকে গীতা পড়িতে হইবে, কবিতা বা উপন্যাস পড়িলে তাহার ব্রহ্মচর্য্য আর রক্ষা পাইবে না। কিন্তু বিরোধ করিয়া কিছু বলা বা করা নমিতা ভাবিতেও পারে না, পাছে কাকাবাবু অসন্তুষ্ট হন্ ও পারিবারিক শান্তি একটুও আহত হয়, এই ভয়ে নমিতা সেই বইখানির একটি পৃষ্ঠাও আর উল্‌টায় নাই, বরং এমন একটা লোভ যে দমন করিতে পারিয়াছে, সেই গর্ব্বে সে একটি পরম আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিল।

তাহার ব্যবহারে একটু ব্যতিক্রম বা কর্ম্মে একটু শৈথিল্য দেখিলে মা অপ্রসন্ন হ'ন, কারণ পরের সংসারে তাঁহারা পরগাছা বই আর কিছুই

নন্, অতএব যতই কেন না নিরানন্দ ও রুক্ষ হোক্, এই কর্ত্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ হইলে তাঁহাদের চলিবে না। নমিতার আসার পর হইতে ছোট চাকরটাকে বিদায় দেওয়া হইয়াছে, দোতলার তিনটা ঘরের সমস্ত খুঁটিনাটি কাজ তাহাকে সম্পন্ন করিতে হয়—বিছানা পাতা থেকে সুরু করিয়া ঝাঁট দেওয়া, কাকাবাবুর তামাক সাজা পর্য্যন্ত। সপ্তাহে দুইবার করিয়া কাকাবাবুর জুতায় কালি লাগাইতে হয়, পূর্ণিমা-অমাবস্যায় ক্রমান্বয়ে কাকিমার দুই হাঁটুতে বাতের ব্যথা হইলে কাকিমা না ঘুমাইয়া পড়া পর্য্যন্ত তাঁহাব পরিচর্য্যায় ক্ষান্ত হওয়ার নাম করা যাইত না; তাহার পর কখনো কখনো কাকিমার কোলের মেয়েটা মাঝ-রাতে হঠাৎ চেচাইতে আরম্ভ করিলে, নমিতাকেই আসিয়া ধরিতে হয়, অবাধ্য মেয়েটাকে শান্ত করিবার জন্য বুকে ফেলিয়া বারান্দায় সে সেই থেকে পায়চারি করিতে থাকে। এত বড় পৃথিবীতে এই স্বল্পায়তন বারান্দাটিই নমিতার তীর্থস্থান, গভীররাত্রে এখানে বসিয়াই সে মহামৌনী আকাশের সঙ্গে একটি অনির্ব্বচনীয় আত্মীয়তা লাভ করে। তাহার চিন্তাগুলি বুদ্ধি দ্বারা উজ্জীবিত নয়, ভারি অস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন—তবু নমিতা তাহার জীবনের চতুর্দ্দিকে একটা প্রকাশহীন প্রকাণ্ড অসীমতা অনুভব করে, তাহা তাহার এই নিঃসঙ্গতার মতই প্রগাঢ়। রাত্রির আকাশের দিকে চাহিয়া সে তাহারই মত বাক্যহারা হইয়া বসিয়া থাকে। সব চেয়ে আশ্চর্য্য, সে এক ফোঁটা চোখের জল পর্য্যন্ত ফেলিতে পারে না। মাঝে-মাঝে তাহার সরমার কথা মনে পড়ে। সে নমিতার চেয়ে বয়সে কিছু বড়, একটি ছেলে লইয়া বিধবা হইয়াছে। বিধবা হইয়াও সে আর-সবায়ের মত হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটায়, কোনো

কিছু একটা আয়ত্তাতীত অথচ অভিলষিতের অভাববোধ তাহাকে অধীর উদ্ব্যস্ত করিয়া তোলে নাই। একটি সন্তান পাইলে নমিতার অন্তরের সমস্ত নিঃশব্দতা হয়তো মুখর হইয়া উঠিত—এমন করিয়া দুরপনেয় ব্যর্থতার সঙ্গে তাহার দিনরাত্রি মিথ্যা বন্ধুতা পাতাইতে হইত না। একটি সন্তান পাইলে নমিতা তাহাকে মনের মত করিয়া মানুষ করিত, তাহার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের পরিধিতে যতগুলি মহামানবের পদচিহ্ন পড়িয়াছে, তাহাদের সকলের চেয়ে মহীয়ান, সকলের চেয়ে বরেণ্য—তাহা হইলে এত কাজের মধ্যেও সব কিছু তাহার এমন শূন্য ও অসার্থক মনে হইত না। সঙ্গোপনে একটি স্বল্পায়ু স্বপ্ন লালন করিবে, নমিতার সেই আশাটুকুও অস্তমিত হইয়াছে। স্বামীর প্রতি তাহার প্রেম এত গভীর ও সত্য হইয়া উঠে নাই যে, এই ক্লেশকর কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্যে সে আনন্দ উপভোগ করিবে। কিন্তু স্বামী যদি তাহাকে একটি সন্তান উপহার দিতে এমন অমানুষিক কৃপণতা না করিতেন, তাহা হইলে হয় তো সেই অনাগত শিশুর মুখ চাহিয়া সে স্বামীর পূজা করিতে পারিত। বারান্দায় বসিয়া বা কখনো-কখনো কাকিমার ছোট মেয়েটিকে কোলে লইয়া ঘুম পাড়াইবার অবকাশে সে এই চিন্তাগুলিই নির্ভয়ে মনে-মনে নাড়াচাড়া করে, নিজের এই অকৃতার্থতার অতিরিক্ত আর কোনো চিন্তার অস্তিত্ব সে কল্পনাই করিতে পারে না।

নমিতার আসার পর হইতেই এ সংসারে যে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ইহা অজয় লক্ষ্য করিয়াছিল। ছোট চাকরটাকে বিড়ি খাইতে কালে-ভদ্রে দুয়েকটা পয়সা দিলেই, সে পরম আপ্যায়িত হইয়া কুঁজোয় জল ভরিয়া, টেবিল সাফ করিয়া, বিছানাটা তকৃতকে করিয়া তুলিত। ইদানি

টের পাইল, চাকরটা অন্তর্হিত হইয়াছে ; এবং দিদি হুকুম দিয়াছেন যে, এ-সব কাজ অজয়কে নিজ হাতেই সম্পন্ন করিতে হইবে। গূঢ় কারণটার মর্ম্মার্থ সুমি-ই এক সময়ে অজয়কে জানাইয়া দিয়া গেল। অজয় বুঝিল, তাহার পরিচর্য্যা করিবার জন্যই চাকরটাকে রাখা হয় নাই এবং উপরের ঘরকরনা করিবার জন্য যখন নমিতার শুভাগমন হইয়াছে, তখন চাকরটার জন্য বাহুল্য খরচ করা সমীচীন হইবে না। নমিতার যে নীচে নামা বারণ, তাহাও সুমি অনুচ্চকণ্ঠে অজয়ের কানে বলিয়া ফেলিল ; তাই তাহার ঘর-দোরের শ্রী ফিরিবার আর কোনই আশা রহিল না। তবু ছেলেটা এমন অকেজো ও অলস যে, নিজের বিছানাটা গুছাইয়া লইবে তাহাতে পর্য্যন্ত তাহার হাত উঠিল না ; স্তূপীকৃত অপরিচ্ছন্নতার মাঝে সে দিন কাটাইতে লাগিল। নমিতাকে সে চোখে এখনও দেখে নাই, তবু সংসারের আবহাওয়ায় যে একটা মাধুর্য্য সঞ্চারিত হইতেছে, তাহা সে প্রতিনিয়ত অনুভব করে। নমিতার কাজে হাজার রকম ত্রুটির উল্লেখ করিয়া তাহার দিদি সর্ব্বদাই কর্কশ কথা বলিয়া চলিয়াছেন, আত্মীয়তার ক্ষেত্রেও যে শিষ্টাচার মানুষে প্রত্যাশা করে কখনো কখনো তাঁহার কথাগুলি সেই ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন করিতেছে —অজয় মনে-মনে একটু পীড়িত হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া দিদির অশিক্ষাজনিত এই অসৌজন্যকে ক্ষমা করিতে চেষ্টা করে। সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই, সব নিষ্ঠুর গালিগালাজের প্রতিবাদে নমিতা আত্মরক্ষা করিতে একটিও কথা কহে না, তাহার এই নীরব উপেক্ষাটি অজয়ের বড় ভালো লাগে। অজয়ের উপরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল না, কিন্তু পাছে তাহার অযাচিত সান্নিধ্যে একটি নিঃশব্দচারিণী নির্ব্বাক্‌কুণ্ঠিতা

মেয়ে অকারণে সঙ্কুচিত ও পীড়িত হয়, সেই ভয়েই সে তাহার ছোট ঘরটিতেই রহিয়া গেছে—নমিতাকে উঁকি মারিয়া দেখিবার অন্যায় কৌতূহল তাহার নাই।

সেদিন রাত্রে কিছুতেই অজয়ের ঘুম আসিতেছিল না, পাশের নর্দ্দামা হইতে মশারা দলবদ্ধ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। আত্মরক্ষা করিবার জন্য সে আলমারির মাথা হইতে বহুদিনেব অব্যবহৃত মশারিটা নামাইল, কিন্তু প্রসারিত করিয়া দেখিল, সেটার সাহায্যে বংশানুক্রমে ইঁদুরগুলির ভূরিভোজন চলিয়া আসিতেছে। অগত্যা নিদ্রাদেবীকে তালাক্ দিয়া সে রাস্তায় নামিয়া আসিল। গলিটুকু পার হইয়া হ্যারিসন্ রোডে পড়িবে, বাঁক নিবার সময় সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহাদের দোতলার বারান্দায় একটি মেয়ে রেলিঙে ভর দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অজয় থামিল ; বুঝিল, ইনিই নমিতা, নিদ্রাহীনা। স্তম্ভিত হইয়া কতক্ষণ সে দাঁড়াইয়া রহিল খেয়াল নাই, সে যেন তাহার চোখের সম্মুখে একটা নৈর্ব্যক্তিক আবির্ভাব দেখিতেছে। রাত্রির এই গাঢ় স্তব্ধতা যদি কোনো কবির কল্পনাস্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া আকার নিতে পারিত, তবে এই পবিত্র সমাহিত সুগম্ভীর নারীমূর্ত্তিই সে গ্রহণ করিত হয়তো। মুহূর্ত্তে অজয়ের হৃদয়ে বেদনার বাষ্প পুঞ্জিত হইয়া উঠিল। এত বড় সৃষ্টি হইতে সম্পর্কহীন এমন একটি একাকিনী মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়ের প্রাবল্যে যেন চলিবার শক্তিটুকুও সে হারাইয়া বসিয়াছে। চরিতার্থতাহীনতার এমন একটা সুস্পষ্ট ছবি সে ইহার আগে কোনো দিন কল্পনাও করিতে পারিত না।

পরের দিন রাত্রেও আবার সে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল, নমিতা

তেমনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া যেন এই বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে বিলীন হইয়া গেছে। আজ হঠাৎ কেন জানি না নমিতাকে দেখিয়া তাহার মনে নূতন আশা-সঞ্চার হইল, নমিতা যেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার একটি সুস্পষ্ট সহজ সঙ্কেত। এই নমিতাকে তাহাদের দলে লইতে হইবে। কৃত্রিম সংসারের গণ্ডীতে জন্মান্ধ কূপমণ্ডুকের মত সঙ্কীর্ণ স্বার্থ লইয়া দিনযাপন করিলে তাহার চলিবে না ; কর্ম্মে, শিক্ষায়, চরিত্রমাধুর্য্যে তাহাকে বলশালিনী হইতে হইবে। সেই সুষুপ্ত মধ্যরাত্রিতে অবারিত আকাশের নীচে নমিতার প্রতি অজয় এমন একটি সুদূরবিস্তৃত সহানুভূতি অনুভব করিল যে, যদি তাহার শক্তিতে কুলাইত, তখনি তাহাকে ঐ অবরোধের শাসন হইতে মুক্ত করিয়া দৃপ্ত বিদ্রোহিনীর বেশে পথের প্রান্তে নামাইয়া আনিত।

ছোট মেয়েটা যথারীতি চেঁচাইতে সুরু করিয়াছে। নমিতা ছুটিয়া গিয়া যথাপূর্ব্ব মেয়েটাকে কোলে নিয়া প্রবোধচেষ্টায় পাইচারি আরম্ভ করিল। নমিতা যে সামান্য সংসারকর্ত্তব্যসাধিকা এই সত্যটি অজয়ের চোখে এখন সহসা উদ্ঘাটিত হইল দেখিয়া তাহার চমক ভাঙিল। তুচ্ছ সন্তানপালন কি তাহাকে মানায় ? বাঙলাদেশে তাহার জন্য ঝাঁকে-ঝাঁকে মেয়ে আছে। নমিতা সর্ব্ববন্ধনমুক্তা সর্ব্বদায়িত্বহীনা বিজয়িনী!

তাহার পরদিন অজয় সুমিতাকে নিয়া পড়িল। নমিতা কিছু পড়াশুনা করে কি না, এইটুকু জানিতেই তাহার প্রবল ঔৎসুক্য হইয়াছে—সুমি ইহার উত্তরে যাহা বলিল তাহা স্বীকার করিতে গেলে তাহার দিদিকে কালিদাসের চেয়েও বড় পণ্ডিত বলিতে হয়, কিন্তু দিদির প্রতি সুমির এই প্রশংসমান পক্ষপাতিত্বে অজয় বিশ্বাস করিল না।

আলমারি হইতে একখানা বই বাহির করিয়া বলিল,—"এ বইখানা তোমার দিদিকে পড়তে দিয়ে এসো, কেমন ?"

সুমি ঘাড় নাড়িয়া কহিল,—"দিদি আমার মতো বানান করে' পড়ে না, এক-নাগাড়ে পড়তে পারে। আমি যাচ্ছি এখুনি।"

অজয় সুমিকে ডাক দিয়া ফিরাইল, প্রায় কানে কানে কহিবার মত করিয়া বলিল,—"বইটা কে দিয়েছে ব'লো না যেন, বুঝ্‌লে ?"

সুমির সঙ্গে অজয় লুকোচুরি খেলিতেছিল। আত্মরক্ষা করিতে সে এক-এক লাফে তিনটা করিয়া সিঁড়ি ডিঙাইয়া উপরে উঠিতেছে, মাঝপথে হঠাৎ নমিতাকে নামিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি বলিয়া বসিল,—"আমি এই দরজার আড়ালে গিয়ে লুকোচ্ছি, সুমি খুঁজতে এলে ভুল পথ দেখিয়ে দিয়ো।" বলিয়া অজয় দরজার পিছনে আত্ম-গোপন করিল। দুইটা দুয়ার যেখানে আসিয়া মিশিয়াছে তাহারই সামান্য ফাঁক দিয়া সে দেখিতে পাইল, নমিতা নীচে না নামিয়া সুমিকে ভুল সংবাদ দিবার জন্য সেইখানে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রায় মিনিট দুই কাটিল, নমিতার নড়িবার নাম নাই।

সুমি হঠাৎ চীনে-বাদাম-ওলার ডাক শুনিয়া যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া রোয়াকে দাঁড়াইয়া ততক্ষণ বাদাম চিবাইতেছে—সে-খবর ইহাদের কানে পৌঁছাইবার সম্ভাবনা ছিল না। জয়-দা যে তাহার আক্রমণের ভয়ে এমন সন্ত্রস্ত হইয়াছেন ও তাঁহার দুর্গ-দুয়ারে প্রহরী মোতায়েন রাখিয়াছেন, তাহা জানিলে সুমি নিশ্চয়ই এত অনায়াসে রণে ভঙ্গ দিত না।

আরো কিছুক্ষণ কাটিলে অজয় বাহির হইয়া আসিল। দেখিল, নমিতা তখনো কুণ্ঠিতকায়ে সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এমন একটা নিভৃত মুহূর্তে কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে পাশ কাটাইয়া অন্তর্হিত হইলেই সৌজন্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখানো হয় কি না, সেই বিষয়ে মনে মনে কোনো প্রশ্ন না তুলিয়াই অজয় আবার কহিল,—"সুমি বোধ হয় কয়লার ঘরে আমাকে খুঁজতে গেছে। সত্যি, সেখানে গিয়ে লুকুলে আমাকে ওর আর এ-জন্মে বা'র করা চল্‌ত না।"

এটা অবশ্য অত্যুক্তি, কেননা বর্ণসম্পদে অজয় এতটা হেয় নয় যে, একেবারে কয়লার উপমেয় হইয়া উঠিবে। তবু, অতিশয়োক্তিটার দরুণ একটা প্রত্যুত্তর পাইবার আশা আছে মনে করিয়া, অজয় নিজের গায়ের রঙ সম্বন্ধে এমন একটা বিনয় করিয়া বসিল। নমিতা স্বল্প একটু হাসিল, ঘোমটা টানিয়া একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং সরিয়া যাওয়া সমীচীন হইবে মনে করিয়া এক পা বাড়াইয়া আর যাইতে পারিল না।

কয়েক ধাপ নীচে নামিয়া অজয় নমিতার প্রায় নিকটে আসিয়া কহিল,—"বাড়িটা ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছে। দিদি ওঁরা কোথায় গেলেন?"

এ-প্রশ্নটা এমন নয় যে ইহার উত্তরে বাক্যস্ফুরণ করিলে নমিতার অঙ্গহানি হইবে, যদিও কড়া শাসনের অত্যাচারে তাহার আত্মকর্তৃত্ব-হীনা অবাঙ্মুখী হইয়া থাকিবারই কথা ছিল। কিন্তু উত্তরটা এত সহজ ও সময়টি এত নিভৃত যে, নমিতা চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। স্পষ্ট করিয়াই কহিল,—"কাকিমারা সবাই ম্যাটিনিতে থিয়েটার দেখতে গেছেন।"

—"ছেলেপিলেরাও গেছে?"

—"হ্যাঁ।"

—"তুমি গেলে না কেন?"

একটু থামিয়া নমিতা বলিল,—"মা যেতে দিলেন না।"

এই থামিবার অর্থ টুকু অজয় বুঝিল। সাহস করিয়া কহিল,—"কিন্তু তুমিও বাড়িতে রইলে যে। গেলেই ত' পারতে।"

দৃঢ়নিবদ্ধ ঠোঁট দুইটি ঈষৎ প্রসারিত করিয়া নমিতা আবার একটু হাসিল! কিছু বলিবার আর প্রয়োজন ছিল না। এই হাসিটিতে বিষাদের স্বাদ পাইয়া অজয় বলিল,—"তোমার বুঝি আনন্দ করবার অধিকার নেই?"

নমিতার মুখ সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল, অজয় সিঁড়ির যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, নামিতে হইলে তাহার স্পর্শ হইতে আত্মরক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে; তাই সচকিত হইয়া নমিতা কহিল,—"সরুন।"

—"নীচে কেন যাচ্ছ?"

—"মা-র আহ্নিকের জন্যে গঙ্গাজল আন্‌তে।"

—"তুমি আহ্নিক কর না?"

অজয় ভাবিয়াছিল ইহার উত্তরে নমিতার মুখে আবার হাসি ফুটিবে। কিন্তু নমিতা সত্যভাষণের উপযুক্ত সহজ ও স্পষ্টস্বরে বলিল,—"পূজোর পরে আমাদের গুরুদেব আস্‌বেন—তাঁর কাছ থেকে আমার মন্ত্র নেবার কথা আছে।"

কথাটা শুনিয়া অজয়ের সমস্তগা যেন জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু চিত্তের অসন্তোষ দমন করিয়া সংযত শান্তকণ্ঠে কহিল,—"এই অল্প বয়সেই স্বর্গের জন্যে তোমার এত লোভ?"

উদাসীনকণ্ঠে নমিতা উত্তর দিল: "এ-ছাড়া আমার আর কী-ই বা করবার আছে?" বলিয়া সিঁড়ি দিয়া একটু তাড়াতাড়িই নীচে নামিয়া গেল।

ঘটে করিয়া গঙ্গাজল লইয়া উপরে উঠিবার সময় নমিতা দেখিতে পাইল অজয় তেম্‌নি সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া আছে—যেন তাহারই

প্রতীক্ষায়। সঙ্কুচিত হইয়া স্পর্শ বাঁচাইয়া আবার সে উঠিতে যাইতেছে, অজয় বলিল,—“তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে—অনেক কথা। তোমার সঙ্গে এতদিন এক বাড়িতে বাস করে'ও যে আলাপ হয় নি, তার কারণ আমার সৌজন্যের আতিশয্য আর তোমার ভীরুতা। কিম্বা সত্য কথা বল্‌তে গেলে আমাদের সমাজের অনুশাসন। আজ যখন দৈবক্রমে তোমার সঙ্গে আলাপ হ'লই, তখন একটু সবিস্তারে তোমার সঙ্গে কথা বল্‌বার অনুমতি আমাকে দেবে না ?”

কি বলিবে নমিতা কিছু ভাবিয়া পাইল না ; যেন তাহার গ্রীবা সম্মতিসূচকসঙ্কেত করিয়া বসিল।

উপরে উঠিবার পথ ছাড়িয়া দিয়া অজয় আবার কহিল,—“অনুমতি ত' তুমি দেবে, কিন্তু তোমার অভিভাবকরা যে তাতে আহ্লাদে আটখানা হবেন তার কোনোই সম্ভাবনা নেই। এতদিন একসঙ্গে থেকে আমি এটুকু যে একেবারেই বুঝিনি তা তুমি মনে কোরো না। আচ্ছা, সে-কথা পরে হবে—মাকে গঙ্গাজল দিয়ে এস। আজকে বিকেলে অন্তত অভিভাবকদের শুভেচ্ছা তোমাকে স্পর্শ কর্‌বে না।”

বলিয়া অজয় চলিয়া যাইতেছিল, নমিতা সোৎসাহে প্রশ্ন করিল,—“কোথায় যাচ্ছেন ?”

—“এই আস্‌ছি—আমার ঘরের জান্‌লাগুলো খোলা আছে, কী রকম মেঘ করেছে দেখেছ ? একবার বৃষ্টি নামলে আর রক্ষে নেই—বিছানা-বালিশ সব কাদা ! অভিজ্ঞতাটা অবশ্যি নতুন হতো না, কিন্তু কাল থেকে জ্বর-ভাব হয়েছে বলে' একটু সাবধান হচ্ছি। আমি যাচ্ছি ওপরে—বারান্দায়। দু' মিনিট্‌।”

বারান্দা বলিতে ঐ দক্ষিণের বারান্দাটিই বুঝায়,—মাকে আহ্নিকে বসাইয়া, দুয়েকটি গৃহকর্ম্ম সারিয়া নমিতা ধীরে বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার আগেই অজয় রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া আছে। প্রথম অজয় নমিতার আবির্ভাবটিকে লক্ষ্য করিল না বলিয়া, আর দুয়েক পা অগ্রসর হইয়া আরো একটু কাছে আসিতে নমিতার ভারি লজ্জা করিতেছিল, কিন্তু আরো একটু কাছে না আসিলে আলাপ অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিতে পারে না। নমিতা কি করিবে কিছু ভাবিয়া না পাইয়া তেমনি রেলিঙ ধরিয়া দূরে কালো আকাশের পানে তাকাইয়া রহিল।

অজয়ই হঠাৎ সজাগ হইয়া কাছে সরিয়া আসিল। কোনো রকম ভূমিকার সূচনা না করিয়া সোজাসুজি প্রশ্ন করিল: "পূজো-আহ্নিক করা ছাড়া তোমার আর কোনো বড়ো কাজ করবার সত্যিই কি কিছু নেই?"

নমিতা কথা বলিতে জোর পাইল না বটে, কিন্তু তবু কহিল,—"ওঁদের মতে পূজো-আহ্নিক করে' বাকি জীবনটা কোনো রকমে কাটিয়ে দেওয়াই আমার লক্ষ্য হওয়া উচিত।"

—"বাকি জীবন?" অজয় যেন আকাশ হইতে পড়িল: "বাকি জীবন সম্বন্ধে তুমি কিছু স্পষ্ট ধারণা করতে পারো? তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে এই ছোট সঙ্কীর্ণ আকাশটুকু দেখে সমস্ত পৃথিবীর ছবিটা মনে মনে এঁকে নিতে পারো? বাকি জীবন! অসৌজন্য মাপ করো, তোমার বয়েস কত?"

নমিতা লজ্জায় মুখ নামাইল। অজয় আবার কহিল,—"তোমার

মতো বয়সে ফ্রান্সে জোয়ান্ অব্ আর্ক দেশ স্বাধীন করতে যুদ্ধ করেছিলো—বাকি জীবনটাকে খরচের ঘরে ফেলে দেউলে হয় নি। সে-সব খবর তুমি নিশ্চয়ই রাখো না, তাই এমন স্বচ্ছন্দে নিজের সম্বন্ধে এতটা উদাসীন হ'তে পেরেছ। তোমাকে তিরস্কার করছি না, কিন্তু এটা মনুষ্যত্ব নয়।”

নমিতার স্বর ফুটিতেছিল না, তবু প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কহিল,—“কিন্তু বিধবার আর অপর কর্ত্তব্য নেই। ভগবৎ-ভক্তিই তার একমাত্র ভরসা।”

অজয় হাসিয়া উঠিল; কহিল,—“তোমাকে এ-সব কথা কে শেখালে? বিধবা তুমি কি ইচ্ছে করে' হয়েছ? তুমি কি সাধ করে' স্বেচ্ছায় এই বৈরাগ্যের বেশ নিয়েছ? নিয়তির বিধানের চেয়েও সমাজের শাসন যখন প্রবল হ'য়ে ওঠে, তখন অন্ধের মতো তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করা মানে নিজেকে অপমান করা। তোমার ভগবান তোমাকে ঘরে বসে' নুড়ি নিয়ে ছেলেখেলা করতে উপদেশ দিয়েছেন? এই যে দলে দলে লোক যুদ্ধে প্রাণ দিচ্ছে, দেশ স্বাধীন কর্‌তে কারাগারকে তীর্থ করে' তুলছে, তারা সব ভগবানের বিরুদ্ধাচারী?”

নমিতা ঘাড় নীচু করিয়া অস্ফুটকণ্ঠে কহিল,—“কিন্তু সংসারের শান্তি রাখতে হ'লে প্রতি পদে আমাকে তার মুখ চেয়ে চল্‌তে হ'বে। সংসার চায় আমি বসে' বসে' নুড়ি নিয়ে ছেলেখেলা করি।”

অজয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে: “কাদের নিয়ে সংসার? জান, সমাজ আমরা সৃষ্টি করেছি, আমরাই তাকে ভাঙ্‌বো। আমাদের ভাঙ্‌বার অধিকার না থাকলে আমরা তাকে মান্‌বো কেন? যা

তোমাকে তৃপ্তি দেয় না বরং সমস্ত জীবনকে সঙ্কুচিত খর্ব্ব করে' রাখে, সেই আচার তোমাকে পাড়ার পাঁচজনকে খুসি করতে অম্লানবদনে পালন করতে হবে, সেটা খুব উচ্চাঙ্গের সত্যধর্ম্ম নয়। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মনের উপর প্রভুত্ব খাটাতে পারে এমন একটা কৃত্রিম শক্তিকে যদি তুমি মানো, তবে সেই হ'বে তোমার সত্যিকারের মৃত্যু। আমরা এমন মরবার জন্যে জন্মাইনি।"

ঝর ঝর করিয়া শরৎকালের বৃষ্টি নামিয়া আসিল। নমিতা কণ্ঠস্বর আর্দ্র করিয়া কহিল,—"কিন্তু সংসার বা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার শক্তি বা যোগ্যতা আমার কিছুই নেই। যারা দেহে মরবার আগে আত্মায় মরে' থাকে, আমি তাদেরই একজন। আমাকে দিয়ে আমার নিজেরো কোনো আশা নেই।"

কথা শুনিয়া অজয় মুগ্ধ হইয়া গেল,—বৃষ্টির সঙ্গে এই কথা কয়টি মিলিয়া আকাশে ও মনে এমন একটি মাধুর্য্য বিস্তার করিল যে, ক্ষণকালের জন্য সে অভিভূত হইয়া রহিল।

পরমুহূর্ত্তেই উদ্দীপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল: "ভারতবর্ষ বহু বৎসর ধরে' স্বাধীনতার সাধনা করছে, সে খবর তুমি রাখ?"

একটু হাসিয়া নমিতা বলিল,—"রাখি বৈ কি।"

—"কিন্তু কেন সফল হচ্ছে না জান?"

—"কেন?"

—"আমরা এত সব ছোটখাটো শাসন ও সংস্কারের দাসত্ব করছি যে বড়ো একটা মুক্তির পথে আমাদের পদে-পদে বাধা ঘট্‌ছে। আমরা যে মন্দির-বেদী গড়্‌তে চাই তার থেকে অস্পৃশ্য বলে' অনেক কাউকে

সরিয়ে রাখি। নিজের কাছে মুক্ত, স্বতন্ত্র না হ'তে পারলে বাইরের মুক্তি আমরা কি করে' পেতে পারি বলো? প্রকৃতির রাজ্যে সব কিছুই নিয়মাধীন—আমাদের বেলায়ই তার ব্যতিক্রম ঘট্‌বে সেটা আমাদের প্রকাণ্ড দুরাশা। আমরা সমাজে ছ'শো ছত্রিশটা দেওয়াল গেঁথে একে অন্যের থেকে পৃথক হ'য়ে কোটি কোটি স্বার্থপরতার সঙ্ঘর্ষ বাধাবো, সমাজগঠনে সুবিধে না দিয়ে নারীকে রাখবো পদদলিত, চাষা-মজুরকে রাখ্‌বো পায়ের ক্রীতদাস আর হাতের ক্রীড়নক—আমরা কি করে' বৃহত্তর স্বাধীনতার দাবি করতে পারি? তার মানে, সাফল্য আমাদের সেইদিনই অনিবার্য্য নমিতা, যেদিন আমরা প্রত্যেকে বর্ত্তমানের এই শূন্য না থেকে এক হ'য়ে উঠেছি। আমরা প্রত্যেকে যদি এক হই, তবে কেউ আর একাকী থাকবো না। তেত্রিশ কোটি শূন্য যোগ দিলে সেই শূন্যই থেকে যাবে—শত যোগবলেও সেই যোগফল তুমি বদ্‌লাতে পারবে না কখনো।"

খানিক থামিয়া অজয় আবার কহিল,—"হ্যাঁ, বিদ্রোহ করবার যোগ্যতা তোমার নেই—নিজের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে তোমার এই জ্ঞানটুকু আছে বলে' তোমার ওপর শ্রদ্ধা আমার বেড়ে গেলো। কিন্তু সেই যোগ্যতা তোমাকে অর্জ্জন করতে হ'বে। তুমি চম্‌কে উঠো না। যোগ্য না হ'য়ে আজ যদি তুমি সংসারের বিরুদ্ধাচরণ কর, সেটা তোমাকে শোভা পাবে না বলে'ই লোকের চোখে লাগবে প্রখর দৃষ্টিকটু, এবং স্বয়ং আমি পর্য্যন্ত বলবো অন্যায়—তোমাকে ধিক্কার দেবো। কিন্তু যেদিন তুমি আত্মার শৌর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালিনী হ'য়ে উঠে এই সব তুচ্ছ সংস্কার ও মিথ্যাচারকে ছুঁড়ে ফেলে বাইরে

বেরিয়ে আসবে—সেদিন সব্বারই আগে যার প্রণাম পাবে সে আমার।”

নমিতার হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল; ধীর সংযতকণ্ঠে সে কহিল,—“কিন্তু সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণটাই কি বড়ো কীর্ত্তি হ’বে?”

—“যাকে তোমার এখন মাত্র বিদ্রোহাচরণ মনে হচ্ছে তখন দেখবে সেই তোমার জীবন। তখন যেটা তোমার কাছে একান্ত সহজ, ন্যায্য ও স্বাভাবিক মনে হবে—সেটাই অন্যের মতে হ’বে অন্যায়, কেউ-কেউ বা তার সংজ্ঞা দেবে পাপ। পরের পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চল্‌বার জন্যে আমরা হাঁট্‌তে শিখিনি। অনবরত সীমারেখা টেনে-টেনে জীবনকে আমরা কুণ্ঠিত ও সঙ্কীর্ণ করে’ রেখেছি বলে’ই আমরা অহর্নিশ প্রাতিবেশীদের সঙ্গে সাদৃশ্য বাঁচিয়ে চলতে চাই। কিন্তু জীবনের পরিধিকে বিস্তৃত করে’ দিতে থাক, ব্যক্তিত্বের সাধনায় তুমি ক্রমোন্নতি লাভ কর, দেখবে তুমি অদ্বিতীয় হ’য়ে উঠেছ। তাকে যদি বিদ্রোহ বল, আমরা সেই বিদ্রোহ নিশ্চয়ই করব। তখন বিদ্রোহ না করাটাই হ’বে আত্মহত্যা।”

শরৎকালের বৃষ্টি স্বল্পায়ু—অনেকটা নারীর ভালবাসার মত। বৃষ্টির পরে আকাশ আবার স্নিগ্ধ ও বেদনাতুর চোখের মত ভাবগম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। আবার কথা সুরু করিতে দেরি হইতেছিল। চুপ করিয়া কত ক্ষণ কাটিল কাহারো কিছু খেয়াল ছিল না। হঠাৎ অজয় প্রশ্ন করিল: “সমস্ত দিন তুমি কি করে’ কাটাও?”

নিমেষে নমিতার ঘোর কাটিল বুঝি,—আবার সে তাহার নিরানন্দ

পৃথিবীর মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কহিল,—“কি করে’ আর কাটাই ? কাজ কর্ম্ম করি আর ঘুমুই।”

—“এ রকম করে’ ক’দিন কাটাবে ? তোমার মুখের সেই অসার উত্তরটা আমি শুন্‌তে চাই না। বল্‌তে চাই, এম্‌নি করে’ অমূল্য সময় অপব্যয় করে’ তোমার কোন্ পরমার্থ লাভ হচ্ছে ?”

—“কিন্তু এ ছাড়া আমার আর কী-ই বা করবার আছে ?”

—“তুমি পড় না কেন ? সুমিকে দিয়ে তোমাকে যে একটা বই পাঠিয়েছিলুম তা পড়েছিলে ?”

নমিতার মুখে অল্প একটু হাসি দেখা দিল ; কহিল,—“তা পড়া বারণ হ’য়ে গেছে।”

—“বারণ হ’য়ে গেছে ? কারণ ?”

—“কারণ, কাকা ও-সব উপন্যাস-পড়া নিষেধ করেছেন।”

অজয় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল : “উপন্যাস ? ও ত’ একটা ইতিহাস মাত্র—শাদা সত্য ঘটনা। আর, মাছ মাংস মশুর ডালের মত উপন্যাসও তোমাদের নিষিদ্ধ নাকি ? মনুর কোন্ অধ্যায়ে তা লেখা আছে ?”

নমিতার কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের আভাস স্পষ্ট হইয়া উঠিল : “আমাকে গীতা পড়তে বলেছিলেন। সংস্কৃত শব্দরূপই জানি না তা তার মাথামুণ্ডু আমি কি বুঝবো ছাই ? ওটা আমার চমৎকার ঘুমুবার ওষুধ হয়েছে।”

আরো একটু কাছে সরিয়া আসিয়া অজয় কহিল,—“এটা তোমার কাছে জুলুম মনে হয় না ?”

—“জুলুম কিসে ?”

—“মানুষকে ভালো করার মধ্যেও একটা পরিমাণ জ্ঞান থাকা

উচিত। জামাইবাবুকে একখানা ট্রিগোনোমেট্রির বই দিয়ে আঁক কষতে বল না।"

—"কিন্তু ধর্ম্মগ্রন্থ ছাড়া আর আমাদের পাঠ্য কী হ'তে পারে?"

—"আমাদের আমাদের করে' তুমি নিজেকে একটা গণ্ডীর মধ্যে টেনে এনে ছোট করে' তুল্‌ছ কেন? তুমি কি মানুষ নও? তোমার কপালে সিঁদুর নেই বলে'ই যে তোমার জীবনধারণে কোনো সুখ থাকবে না—এ যারা তোমাকে বোঝাতে চায় তারা তোমার আত্মার অত্যাচারী। তাদেব তুমি মেনো না। আমি আছি তোমাব বন্ধু। কী করে' সময় কাটাবে? খুব করে' পড়ো। প্রথমত তাই পড়ো যা বুঝতে ব্যাকরণ লাগে না, লাগে শুধু অনুভূতি। যেমন ধরো কবিতা। তোমাকে প্রস্তুত হ'তে হ'বে।"

নমিতা একটু ভীত হইয়া বলিল,—"কিসের জন্যে?"

—"নিজেকে আবিষ্কার করবার জন্যে।"

—"ও-সব কথার মানে আমি বুঝি না।"

—"সে বোঝবার সময়টুকু পর্য্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা ক'রতে হ'বে। আমি আনছি বই। জীবনকে দেখবার জন্যে বই হচ্ছে বাতায়ন, সে বাতায়ন দিকে দিকে উন্মুক্ত করে' দিতে হ'বে।" বলিয়া দ্রুতপদে অজয় অদৃশ্য হইয়া গেল।

মধ্যরাত্রে নমিতা আবার ঘুম হইতে উঠিয়া বারান্দার ধারটিতে আসিয়াছে। কয়েকবার বৃষ্টি হইয়া যাইবার পরেও আকাশের স্তম্ভিত ভাবটা এখনো কাটিয়া যায় নাই—সেই নিরানন্দ বিবর্ণ আকাশের তলে সমস্ত শহরটা যেন অবসন্ন হইয়া ঝিম্যাইতেছে—পৃথিবী আর

চলিতে পারিতেছে না। বিকাল হইতে নমিতার মন-ও রাতের আকাশের মত ঘোলাটে হইয়া রহিয়াছে—নানা সমস্যা ও সংস্কারের আবর্ত্তে পড়িয়া সে হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। তাহার জীবনের ভবিষ্যৎ মুহূর্ত্তগুলি যেন তাহাকে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে দিবে না—প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত ফলবান হইবার জন্য তাহাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই আত্মবিস্মৃতিময় আরাম তাহাকে আর পোষাইবে না। কিন্তু এই দুঃখের আরামকে শতধা বিদীর্ণ করিয়া নবজীবনের ঝড় আসিবে কবে?

হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল রাস্তায় কে একজন পাইচারি করিতেছে। আজ তাহার চোখ কৌতুহলী হইয়া উঠিয়াছে, ভালো করিয়া ঠাহর করিয়া দেখিল, অজয়। রোজই ত' এই সময় এম্‌নি একটি লোক রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে, এমন করিয়া কোন দিনই সে লক্ষ্য করে নাই। এত দিনের সেই লোকটিই যে অজয় ইহার সম্বন্ধে লেশমাত্র সন্দেহও তাহার মনে রহিল না এবং এই বিশ্বাসটুকুকেই অন্তরে লালন করিতে গিয়া নিমেষে নমিতা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আজ দূর হইতে অজয়কে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার জন্য তাহার দৃষ্টি একাগ্র হইয়া উঠিল এবং এমন আগ্রহ সহকারে চাহিয়া থাকাটার মধ্যে কোথাও যে এতটুকু অসৌজন্য থাকিতে পারে, তাহা তাহার ঘুণাক্ষরেও মনে হইল না। লোকটিকে অজয় জানিয়া চোখ ফিরাইয়া লইলে এই রাত্রি বোধ করি আর কাটিত না। চলিতে চলিতে অজয় যখন মোড়ের গ্যাস্-পোস্টের কাছে আসিতেছে, তখন অনতিস্পষ্ট আলোতে তাহাকে একটু দেখিয়া লইতে না লইতেই অন্ধকার আসিয়া

সব কালো করিয়া দিতেছে। তবু যেটুকু সে দেখিতে পাইতেছে না, সেইটুকুর জন্যই তাহার মন উচাটন হইয়া উঠিল।

কাকিমার ছোট খুকিটা অভ্যাসমত চেচাইয়া উঠিয়াছে। একটা হাত-পাখা দিয়া কাকিমা তাহাকে খুব পিটাইতেছেন: "মর্ মর্ শুকনি। সারা থিয়েটার জ্বালিয়ে এসে হারামজাদির এখনো কান্না থামে না। কোনো দেবীর কৃপা হ'লেও ত' বেঁচে যাই।"

পাশের খাট হইতে কাকা হাঁকিলেন: "নমি উঠে আসে না কেন?"

কাকিমার উত্তর শোনা গেল: "ধুম্‌সো হ'য়ে গিলতেই পারে সব। নমি আস্‌বেন! মায়ে-ঝিয়ে দিব্যি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে। পরের পয়সায় খেলে ডোম্‌নিও নবাবের বেটি হ'য়ে ওঠে।"

এইবার সামনের ঘর হইতে মা'র ডাক আসিল: "নমিতা!"

অজগর সাপের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া বিপুল রাজপথ ঘুমাইয়া রহিয়াছে; আকাশ নির্ব্বাক, অন্ধের চক্ষুর মত সঙ্কেতহীন, গম্ভীর। অজয় আরেকবার মোড় ফিবিয়া গ্যাস-পোস্‌টের তলা দিয়া ঘুরিয়া আসিল, আবার চলিয়াছে। দেয়ালের প্রান্তটুকু ঘেঁসিয়া বসিয়াও তাহাকে আর দেখা গেল না, ফিরিতে আবার এক মিনিট লাগিবে। না, খুকিকে কাঁধে ফেলিয়া হাঁটিয়া-হাঁটিয়া ঘুম পাড়াইতে হইবে। অজয়ের চোখে কি ঘুম নাই? না, নমিতাকে উঠিতে হইল।

অজয়কে বুঝিয়া উঠা ভার। সেই যে সেদিন দুই হাতে করিয়া কতক-গুলি বই পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার পর আর দেখা হয় নাই। অথচ এমন কতকগুলি মুহূর্ত্ত খুঁজিয়া পাওয়া কখনই মুস্কিল হইত না যখন উদ্যত শাসনের উপদ্রব একটু শিথিল ছিল। একদিন এমন করিয়া সমস্ত হৃদয়ে সংশয়ের ঝড় তুলিয়া সহসা নির্লিপ্ত হইয়া যাইবার কারণ কি, নমিতা কিছুই বুঝিতে পারিল না। নিজে গিয়া যে অজয়কে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে, তাহা ভাবিতেও তাহার ভয় করে—সমস্ত সংসারের চোখে সেটা একটা বীভৎস অবিনয় মনে করিয়া সে নিরস্ত হয়, দ্বিগুণ মনোযোগ দিয়া বইগুলিকে আঁকড়াইয়া ধরে। সুমিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোর জয়-দা কি করছে রে?"

সুমি বলিল,—"কাল রাতে বাড়ি ফেরে নি। দু'দিন আমার সঙ্গে দেখা নেই।"

অজয়ের জন্য নমিতার মনে উদ্বেগ ও সহানুভূতি পুঞ্জিত হইয়া উঠিল। সংসারের দৈনন্দিন চলা-ফেরার সঙ্গে তাহার একটুও মিল নাই, দূর হইতে অজয়ের ব্যবহারের এই প্রকাণ্ড অসঙ্গতিটা নমিতা লক্ষ্য করিয়াছে। কখন যে অজয় বাড়ি আসে তাহার ঠিক নাই, দুই দিন হয় ত' আসিলই না, স্নান না করিয়াই হয় ত' ভাতের থালা লইয়া গিলিতে বসে, মধ্যরাতে কল হইতে জল পড়িতেছে শুনিয়া কাকিমার আদেশে কল বন্ধ করিতে আসিয়া দেখিয়াছে, অজয় স্নান করিতেছে—আর অগ্রসর হয় নাই। এই সব নিয়মবহির্ভূত আচরণে দিদির মুখে তিরস্কারেরও আর বিরাম ছিল না, তবু এই ছেলেটি সমস্ত অভিযোগ

আলোচনায় কান না পাতিয়া দিব্যি আত্মসম্মান লইয়া এই বাড়িতেই কালাতিপাত করিতেছে। অজয়কে নমিতার মনে হয় অসাধারণ,—কোনো অভ্যাস বা নিয়মের সঙ্গেই সে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিবে না। তাহাকে দেখিয়া মনে হয় সে যেন কি-এক কঠোর সাধনায় লিপ্ত, একা-একা সংগ্রাম করিতে তাহার নিজের শক্তি যেন আর কুলাইতেছে না—তাহার ললাটে প্রতিজ্ঞার তীব্র দীপ্তি থাকিলেও দুই চোখে একটি ঔদাস্যময় ক্লান্তির ভাব আছে। ক্ষণেকের জন্যও সংসারের কাজকর্ম্মের ফাঁকে অজয়কে দেখিতে পাইলে নমিতা যেন তাহার অন্তরের এই অন্তহীন ক্লান্তিকর সংগ্রামের ইতিহাস এক মুহূর্ত্তেই পড়িয়া নেয়। মনে হয় অজয়কে কোনো কাজে সাহায্য করিতে পারিলে সে ধন্য হইয়া যাইত। কিন্তু যে দুই হাতে সবেগে নাড়া দিয়া তাহাকে এমন করিয়া জাগাইয়া দিল, সে সহসা আবার অপরিচয়ের অন্ধকারে ধীরে-ধীরে অপসৃত হইয়া যাইবে, ইহা ভাবিতে নমিতা চোখে যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

সেদিন দুপুরের খাওয়া-দাওয়া চুকিয়া গেলে প্রায় একটার সময় এক মাথা রুক্ষ চুল লইয়া অজয় আসিয়া নীচের উঠানটুকুতে দাঁড়াইয়া হাঁক দিল: "দিদি হাঁড়িতে ভাত আছে?"

দিদি তখন দিবানিদ্রা ভোগ করিতেছিলেন, তাই এক ডাক যথেষ্ট নয়। অজয় আবার ডাক দিল। পাশের ঘরে নমিতা দেয়ালে পিঠ রাখিয়া অভিধানের সাহায্যে একটা রুষীয় উপন্যাসের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিতেছিল, ক্ষুধিত অজয়ের ডাক শুনিয়া সে ধড়মড় করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি গিয়া ঘুমন্ত কাকিমার পায়ে নাড়া দিয়া

তাঁহাকে জাগাইয়া তুলিল। এই ব্যবহারটাও যে তাহার নীতিশাস্ত্রের ঠিক অনুযায়ী হয় নাই তাহা সে জানিত, কিন্তু ক্ষুধার সময় অজয় দুইটা ভাত চাহিতে আসিয়াছে, এই খবর পাইয়া সে কিছুতেই নিশ্চেষ্ট উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না।

কাকিমা উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"এই অসময়ে কে তোর জন্যে ভাতের থালা নিয়ে বসে' থাক্‌বে শুনি? রাতে কোথায় পড়ে' ছিলি? তুই তোর খুসি-মত যা-তা করবি, কখন খাবি কখন খাবি নে—বসে' বসে' কে তার হিসেব রাখবে? আমি বাড়িতে বাবাকে লিখে দিচ্ছি—এরকম হ'লে তোমার এখানে আর পোষাবে না। সংসারের সুবিধে না দেখে নিজের খেয়াল-মাফিক চলা-ফেরা করতে চাও, হোটেল আছে।"

এত কথায়ও অজয়ের স্থৈর্য্য একটুও টলিল না—এ-সব কথা যেন তাহার একেবারেই গ্রাহ্য করিবার নয়। সে পরিষ্কার সহজ গলায় কহিল,—"বেশ ত' নাই পেলুম ভাত—চৌবাচ্ছায় জল আছে ত'? স্নান করতে পার্‌লেই আমার অর্দ্ধেক খিদে যাবে। যাঃ, জলও নেই। আমি এখন আবার বেরুচ্ছি, দিদি। সন্ধ্যের সময় আস্‌তে পারি, তখন দু'মুঠো ভাত পেলেই আমার চল্‌বে।" বলিয়া অজয় সেই অভুক্ত অবস্থায়ই বাহির হইয়া গেল।

বিড়বিড় করিতে করিতে কাকিমা জানালা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার শয্যা লইলেন, কিন্তু নমিতার মনে কোথায় বা কেন যে ব্যথা করিয়া উঠিল, তাহা সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। কাকিমার এই ব্যবহারে তাহার নিজেরই আর লজ্জার শেষ ছিল

না—এ-সব ক্ষেত্রে প্রতিবাদ বা প্রতিবিধান করিবার তাহার কোনোই অধিকার নাই। তবু যতদুর সম্ভব কণ্ঠস্বর কোমল করিয়া সে কহিল,—"না খেয়ে বাড়ি থেকে চলে' গেলেন। সামান্য দু'টো ফুটিয়ে দিলে হ'ত না?"

একে নমিতাই অকারণে তাঁহার সুখনিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছে, তাহার উপর তাঁহার মুখের উপর অজয়ের হইয়া সে ওকালতি করিতে চায়—কাকিমা জ্বলিয়া উঠিলেন: "তোর আবার আদর উথ্‌লে উঠলো কেন? তুই যে দিন-কে-দিন বড্ড বেহায়া হচ্ছিস্।"

নিজের উপর সমস্ত তিরস্কার ও লাঞ্ছনা নমিতা নীরবে সহ্য করিয়াছে, কিন্তু অজয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিয়া এই হীন বাক্যযন্ত্রণা সে সহিতে পারিল না। তবু স্বভাবসুলভ বিনয় করিয়াই কহিল,—"না খেয়ে বাড়ি থেকে কেউ চলে' গেলে বাড়ির মঙ্গল হয় না শুনেছি—সংসারে শ্রী থাকে না।"

কথার তাৎপর্য্যে যতটা না হোক্, নমিতা যে আবার তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিল, এই অশ্রদ্ধা দেখিয়া কাকিমা রাগে একেবারে বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন; সুর চড়াইয়া দিতে হইল: "বাড়ির মঙ্গল হবে না মানে? তুই আমার সমস্ত বাড়িকে শাপ দিচ্ছিস্ নাকি? নিজে স্বামী খেয়ে শাকচুন্নি সেজে পরের মঙ্গলে তোমার হিংসে হচ্ছে।"

ধীর-কণ্ঠে নমিতা কহিল,—"অমন যা-তা বলো না কাকিমা।"

—"কেন বল্‌বো না শুনি? সংসারে শ্রী থাক্‌বে না? শ্রী আছে তোমার কপালে!"

গোলমাল শুনিয়া নমিতার মা উঠিয়া আসিলেন। তাঁহাকে

শুনাইবার জন্য কাকিমা গলায় আরো শান্ দিতে লাগিলেন: "আমার ভায়ের জন্য এতই যদি তোর মন পুড়্ছিল হতভাগী, নিজে গিয়ে মাছ মাংস রেঁধে দিলি নে কেন? ক্ষীরের পুলি তৈরি করে' দিতিস্ বসে' বসে'।"

নমিতা নিঃশব্দে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল। শুনিতে পাইল মা-ও কাকিমার পক্ষ লইয়া তাহাকেই মন্দ বলিতেছেন। মা'র এই অসহায় অবস্থায় কাকিমার বিরোধিতা করিবার উপায় ছিল না, তাই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কাকিমার এই কটুবাক্যে সায় দিতে হইতেছে। আর-আর দিন তিরস্কৃত হইয়া নমিতা নিজেকে একান্ত ব্যর্থ মনে করিয়া চোখের জল ফেলিত, আজ সে বুঝিল, এইভাবে এই অন্যায় বরদাস্ত করা তাহার আত্মসম্মানের অনুকূল হইবে না। নারী এবং পরাবলম্বী হইয়াছে বলিয়াই যে, তাহাকে মাথা পাতিয়া চিরকাল এই ঘৃণ্য নির্য্যাতন সহিতে হইবে এবং আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া একটা প্রতিবাদ করিবার জন্য পর্য্যন্ত ভাষা পাইবে না, তাহা ভাবিতে তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু সম্প্রতি তাহার কোনো প্রতিকার নাই—তবু মনে মনে এই একটা বিদ্রোহভাব পোষণ করিয়া তাহার তৃপ্তির আর অবধি রহিল না।

মা নমিতার সঙ্গে কোনো কথা না কহিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; নমিতাও নিঃশব্দে বইয়ের উপর মুখ গুঁজিয়া রহিল। এই অবরোধ হইতে তাহারা কবে মুক্তি পাইবে? প্রদীপ সেই যে একটু বন্ধুতার আশ্বাস দিয়া পলাইয়াছে, আর তাহার দেখা নাই। পরের কাছ হইতে আশ্রয় বা সাহায্য নিতে গেলে কত বিপদ, কত ভয়,—

নমিতাকে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে। কত নিন্দা, কত গ্লানি, কত অখ্যাতি—নমিতা শিহরিয়া উঠিল। সংসারে বন্ধুরূপে কাহাকেও স্বীকার বা গ্রহণ করাও বাঙালি মেয়ের নিষিদ্ধ,—স্বামী যদি মরিল, তবেই তুমি অব্যবহৃত ছিন্ন জুতার সামিল হইয়া উঠিলে। এক বেলা আলো-চাল খাইয়া তোমাকে ইহজীবন সার্থক করিতে হইবে। কোথায় একটা লোক মরিল, আর অমনি তোমার দেহ ও আত্মা একসঙ্গে পক্ষাঘাতে অসাড় হইয়া উঠিবে : এই বিধান মাথা পাতিয়া নিতে তাহার আর ইচ্ছা হইল না, অথচ প্রদীপ একটু স্নেহাতিশয্যে তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া, শ্বশুর-মহাশয় তাহাকে কেবল মারিতে বাকি রাখিয়াছিলেন। এমন কি, সেখানে তাহার চিত্তবিভ্রম ঘটিবার সুযোগ আছে বলিয়া, তাহাকে কাকার বাড়িতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সমস্ত বাড়ি নিঝুম হইয়া গিয়াছে। নমিতা বই মুড়িয়া রাখিয়া চুলের খোঁপাটা বাঁধিয়া লইয়া নীচে নামিতে লাগিল। এই তাহার প্রথম বিদ্রোহ। ভয় যে করিতেছিল না তাহা নয়, তবু যে-লোক সামান্য দুইটি ভাত চাহিয়া না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, তাহার প্রতি সে কেন যে একটি মধুর সমবেদনা অনুভব করিতেছে বুঝা কঠিন। সুমি কাকিমার ছেলেপিলেদের সহিত তাস নিয়া ঘর-বানানোর খেলাতে মত্ত ছিল, দিদিকে লক্ষ্য করিল না। নমিতা সোজা অজয়ের ঘরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

দরজা দু'ফাঁক হইয়া রহিয়াছে, বেশ দেখা গেল ঘরে কেহ নাই। ঘরে কেহ নাই ভাবিয়াই নমিতা আসিতে পারিয়াছে, নচেৎ তক্তপোষের

উপর অজয়কে শুইয়া থাকিতে দেখিলে বিদ্রোহিনী নমিতা লজ্জায় জিভ্ কাটিয়া ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিত হয় তো।

ঘরের চেহারা দেখিয়া নমিতা ছি ছি করিয়া উঠিল—এই ঘরে মানুষে থাকে! তক্তপোষের উপর ছেড়া একটা মাদুর পাতা—তাহার উপর একটা তোষক আছে বটে, কিন্তু সেটাকে একটা কাঁথা বলিলেও অত্যুক্তি করা হয়। মশারির তিনটা কোণ ছিঁড়িয়া গিয়া বিছানার উপরই বিস্তৃত হইয়া আছে, ছেঁড়া বালিশের তুলোগুলি মেঝেয় ও বিছানায় এলোমেলো হইয়া হাওয়ায় উড়িতেছে। সদ্য-কাচানো কয়েকটা ধুতি মেঝেয় ধূলার উপরই পড়িয়া আছে—ঘরে কতদিন যে ঝাঁট পড়ে নাই, তাহার চেয়ে আকাশে কয়টা তারা আছে বলা সহজ। টেবিলটার উপর স্তূপীকৃত বই, খাতা, ওষুধের শিশি, দাড়ি কামাইবার সরঞ্জাম—যেন একটা প্রকাণ্ড বাজার বসিয়াছে। নমিতা যেন হঠাৎ একটা কাজ পাইয়া গেল। এই বিশৃঙ্খল ঘরে যে-লোকটি বাস করে, সে কোন নিয়মের অনুগত নয় বলিয়া তাহার মনে ক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছ একটি স্নেহ জমিয়া উঠিতে লাগিল।

অতি যত্নে নমিতা এই নোংরা ঘরকে মার্জ্জনা করিতে বসিল। ঝাঁটা কুড়াইয়া আনিয়া ধূলা ঝাড়িল, টেবিলটা ভদ্রলোকের ব্যবহারের উপযুক্ত করিয়া তুলিল এবং টেবিলের কাছে যে চেয়ার আছে, নিজের অলক্ষিতে তাহারই উপর বসিয়া সামনের আয়নায় নিজের মুখ হঠাৎ দেখিতে পাইয়া লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বিছানাটার সংস্কার করিতেছে, বলা-কহা নাই, হঠাৎ খোলা দরজা দিয়া সেই এক-মাথা রুখু চুল নিয়া অজয় আসিয়া হাজির!

বিস্ময়ের প্রথম ঘোরটা কাটিতেই অজয় চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া শ্রান্তকণ্ঠে কহিল,—"যতই কেন না নাস্তিকতা করি, ভগবান বারে বারে প্রমাণ করে' দিচ্ছেন যে, তিনি আছেনই আছেন। এখান থেকে ভাত না পেয়ে একবার ভাব্‌ছিলুম বেলেঘাটায় যাব, বাস্‌-এও উঠেছিলুম, কিন্তু হঠাৎ জ্বর এসে গেল। ভীষণ জ্বর!" বলিয়া নিজেই নিজের কপালে হাত রাখিল। কহিল,—"ভাব্‌ছিলুম ঘরে ত' ফিরে যাব, কিন্তু বিছানা-পত্র যে রকম নোংরা হ'য়ে আছে শোব কি করে'? বিছানা গুছোবার প্রবৃত্তি আমার কোনো কালেই ত' নেই।"

মশারির একটা কোণ্‌ হাতে ধরিয়া নমিতা চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া আছে। বিস্ময়ের সঙ্গে বেদনা মিশাইয়া কহিল,—"জ্বর হ'ল?"

—"কত অত্যাচার আর সইবে বল? তখন যে ক্ষুধার সময় ভাত পেলুম না, স্নানও যে করতে পারলুম না—ভালোই হয়েছে। অসুখটা তা হ'লে আরো বাড়ত—আমার অসুখ বাড়তে দিলে চল্‌বে কেন? আমার যে কতো কাজ—কী প্রকাণ্ড দায়িত্ব আমার হাতে।" একটু থামিয়া আবার সে প্রশ্ন করিল,—"কিন্তু তুমি হঠাৎ এ-ঘরে কেন, নমিতা?"

বিছানাটা ক্ষিপ্রহাতে যথাসম্ভব গুছাইয়া নিতে নিতে নমিতা কহিল, —"আপনিই ত' তার উত্তর দিয়েছেন। আপনাকে নাস্তিকতা থেকে রক্ষা কর্‌তে।"

একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া অজয় বলিল,—"হ'বে।"

বিছানাটাকে শুইবার মত উপযুক্ত করিয়া নমিতা কহিল,—"আপনি কাঁপছেন, শিগ্‌গির শুয়ে পড়ুন।"

অজয় এক লাফে বিছানায় আসিয়া আশ্রয় নিল।

নমিতা একটু কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল,—“খুব কষ্ট হচ্ছে ?”

অজয় কহিল,—“আমাকে এক গ্লাশ জল দিতে পার ? খাব।”

—“আন্‌ছি।” নমিতা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে জল নিয়া আসিল।

জল খাইয়া সামান্য একটু সুস্থ হইয়া অজয় বলিল,—“এ ক’দিন রোদ্দুরে ত’ আর কম ঘুরিনি। মাথাটা যেন ফেটে পড়্‌ছে। একটু হাওয়া করবে, নমিতা ? দেখ, পাখাটা বোধ হয় তক্তপোষের তলায় ঘুমুচ্ছে।”

তক্তপোষের তলা হইতে পাখাটা টানিয়া আনিয়া নমিতা শিয়রে দাঁড়াইয়া ক্ষিপ্রহাতে বাতাস করিতে লাগিল। কহিল,—“কাকিমাকে ডেকে আনি, কেমন ?”

অজয় অস্থির হইয়া কহিল,—“না না, আর কাউকে ডাক্‌তে হ’বে না। চেয়ারটা টেনে এনে এখেনে বসে’ তুমিই হাওয়া কর একটু।”

নমিতা না বলিয়া পারিল না : “কিন্তু কেউ দেখতে পেলে কি বলবেন ভাবুন দিকি।”

নমিতার মুখের উপর স্থির দুইটি চক্ষু তুলিয়া অজয় বলিল,—“তোমাকে মন্দ বল্‌বেন ? কিন্তু মন্দ তুমি ত’ কিছু করছ না। কর্‌ছ ? রোগীর প্রতি যদি একটু পক্ষপাতিত্ব দেখাও, তার ত’ একটা বড়ো রকম প্রশংসাও আছে।”

—“কিন্তু যাঁরা নিন্দা করবেন তাঁরা ত’ আমার এই সেবাটুকুকেই দেখবেন না, দেখবেন অন্য কিছু।”

—“লোকে যদি ভুল দেখে তার জন্যে তুমি শাস্তি নেবে কেন ? তুমি নিজে যদি অন্যায় বা অসঙ্গত বা অশিষ্টাচার মনে কর, দরজাটা ভেজিয়ে

দিয়ে চলে' যাও—কিন্তু লোকেব তুচ্ছ মিথ্যাকে ভয় করে' যদি পালাও, তা হ'লে আমার দুঃখ থেকে যাবে। আমাকে একটু হাওয়া করা কি তোমার অন্যায় মনে হচ্ছে ?"

তাড়াতাড়ি চেয়ারটা টানিয়া শিয়রের কাছে বসিয়া নমিতা কহিল,—"এখন আপনি চুপ করে' একটু শুয়ে থাকুন তো, বিকেলে হয় ত' জ্বরটা নেবে যাবে।"

একান্ত বাধ্য ছেলেটির মত অজয় চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। কয়েক মিনিট পাখা চালাইবার পর অজয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া, নমিতা চারিদিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া নিল। তারপর চোরের মত অতি সন্তর্পণে তাহার ডান-হাতখানি অজয়ের কপালের উপর রাখিয়া, তাড়াতাড়ি তখুনি আর সরাইতে পারিল না।

বাস্‌-এ উঠিয়া প্রদীপের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না: সামনের জায়গাটাতে পিছন ফিরিয়া উমা বসিয়া আছে। নিশ্চয়ই উমা। তাই বলিয়া এক-বাস্‌ লোকের সাম্‌নে হঠাৎ তাহাকে সম্ভাষণ করিলে সেটা বাঙলা-সমাজের রুচিতে হয়তো বাধিবে। উমা কোথায় নামে সেইটুকু লক্ষ্য করিবার জন্য প্রদীপ তাহার গন্তব্য স্থানের সীমাটুকু পার হইয়া চলিল। কেন না উমাকেও হঠাৎ চম্‌কাইয়া দিতে হইবে।

বাস্‌ একটা গলির মোড়ে আসিয়া থাকিল। উমা এত উদাসীন যে, নামিবার সময়ও প্রদীপকে একবার লক্ষ্য করিল না, কিন্তু রাস্তায় পা দিতেই টের পাইল, পেছন হইতে কে তাহার আঁচল টানিয়া ধরিয়াছে। ভয়ে চোখ মুখ পাংশু হইয়া উঠিতে না উঠিতেই আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল:

—"আপনি এখানে? বা রে! আর আমি আপনাকে সারা শহর খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

প্রদীপ ততক্ষণে নিশ্চয়ই তাহার আঁচল ছাড়িয়া দিয়াছে। ফুটপাতের উপর উঠিয়া আসিয়া কহিল,—"সারা শহর খুঁজে বেড়াচ্ছ কি রকম? গুপ্তচর নাকি? এখানে এলে কবে?"

উমা কহিল,—"বাঃ, এখানে এসেছি আজ ঠিক সাত দিন হ'ল। বাবা-মাও এসেছেন। বাবা দু'মাসের ছুটি নিয়েছেন যে। আমি যে বেথুন-ইস্কুলে ভর্ত্তি হ'য়ে গেলাম।"

প্রদীপ উমারই বিস্ময়ের প্রতিধ্বনি করিল: "বাঃ, এত খবর—আমি ত' কিছুই জানতে পাইনি।"

—"কি করে' পাবেন? আমাদের খবর পাবার জন্যে ত' আপনার

আর মাথা ধরে নি! ল্যাঙ্কাশায়ারে ক'টা কাপড়ের মিল্ বন্ধ হ'ল এ-সব বড়-বড় খবর রাখ্‌তেই আপনাদের সময় যায় ফুরিয়ে, না? আমরা বাঁচলাম কি মর্‌লাম—তাতে আপনার বয়ে' গেল!"

উমার কথার সুরে স্নিগ্ধ অভিমান ঝরিয়া পড়িল। সে যে মনে মনে কখন এমন অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে, প্রদীপ তাহা ভাবিয়া পাইল না। কণ্ঠস্বর কোমলতর করিয়া কহিল,—"আমি যে এখানে ছিলাম না বহুদিন। গিয়েছিলাম বহুদূরে—পাঞ্জাবে। জরুরি কাজ ছিল।"

একটি অস্ফুট ভ্রূভঙ্গি করিয়া উমা কহিল,—"সবই ত' আপনার জরুরি কাজ। কিন্তু যাবার আগে আমাদের আপনার ঠিকানাটা লিখে পাঠালে নিশ্চয়ই পাঞ্জাবের ট্রেন মিস্ করতেন না। তা', আমাদের সঙ্গে আপনার আর সম্পর্ক কি বলুন। দাদার সঙ্গে সব ছাই হ'য়ে গেছে।"

রাস্তায় দাঁড়াইয়া এই সব কথার কি উত্তর দিবে, প্রদীপের ভাষায় কিছুতেই কুলাইয়া উঠিল না। এই মেয়েটির কথায় তাহার চিত্ত যেন ভরিয়া উঠিল। এই পৃথিবীর পারে কেহ তাহার জন্য একটি সশঙ্ক স্নেহ নিভৃতে লালন করিতেছে, ভাবিতে তাহার মন ভিজিয়া গেল। বলিল,—"আমার ঠিকানার হঠাৎ এত দরকার হল?"

—"না, দরকার আর কি! অজানা মানুষ, কল্‌কাতায় এলাম—তেমন কোনো বন্ধু-আত্মীয়ও আর নেই যে, দু-চারটে উপদেশ দেবে। দাদা থাক্‌লে বরং—"

কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই উমা প্রদীপের মুখের দিকে তাকাইল এবং চোখোচোখি হইতেই সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সেই

স্বল্প সঙ্কেতময় হাসিটিতে প্রদীপের মর্ম্মবেদনা নিমেষে মুছিয়া দিয়া উমা কহিল,—"দাদার পুরোনো ডায়রিতে আপনার মেস্-এর একটা ঠিকানা পেয়েছিলাম। সেখানে বার তিনেক লোক পাঠিয়েছি; প্রথম বার বল্লে, বাবু ঘুমুচ্ছেন; দ্বিতীয় বার বল্লে, বাবু বাড়ি নেই; তৃতীয় বার বল্লে, ও বাড়ীর কেউ বাবুকে চেনেই না।" বলিয়া উমা একটু নুইয়া পড়িয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

প্রদীপ কহিল,—চতুর্থ বার লোক পাঠালে খবর পেতে, বাবু মাথা ন্যাড়া করে' বেলতলায় গেছেন হাওয়া খেতে। কিন্তু তোমাদের বাড়িটা কোথায়?

আঙুল দিয়া দেখাইয়া উমা কহিল,—"ঐ গলিতে। বিয়াল্লিশ নম্বর। যাবেন? গরিবদের ঘরে পায়ের ধূলো দিতে বাধা নেই ত'?"

—"তুমি কী যে বল, উমা!" বলিয়া প্রদীপ উমার হাত ধরিয়া রাস্তাটুকু পার হইয়া গলির মধ্যে আসিয়া পড়িল।

গলিতে পা দিতেই প্রদীপের কেন জানি মনে হইল, সে স্বপ্ন দেখিতেছে। কণ্টকসঙ্কুল রুক্ষ পথ-প্রান্তে কেহ তাহার জন্য একটি আশ্রয়-নীড় নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে ভাবিয়া, বিধাতাকে তাহার বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল বোধ হয়। আকাশ-বিস্তীর্ণ মহাশূন্যতায় তাহার উড্ডীন দুই পাখা আবার ক্ষণতরে বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবে।

এই মেয়েটি তাহার ছোট দুইটি করতলে এ কী সান্ত্বনা লইয়া আসিয়াছে! নয়, নয়—তাহার জন্য স্নেহ নয়, সেবা নয়—সুধার আস্বাদ সে এই জীবনে নাই বা লাভ করিল! তবু একবার সে এই তিমিরময়ী রাত্রির পার খুঁজিবে—এই নিরানন্দ পথরেখা কোথায় আসিয়া

আবার সুখস্বর্গলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার সন্ধান না লইলে চলিবে কেন ?

বত্রিশ, তেত্রিশ—বাড়িটার কাছে আসিয়া পড়িয়াছে আর কি! উমার ডাকে সে আরেকটি দুঃখিনী নারীর অনুচ্চারিত অনুনয় শুনিয়া থাকিবে হয় ত'। আরেকটু অগ্রসর হইলেই নমিতার দেখা পাইবে ভাবিতেই প্রদীপের মন বাজিয়া উঠিল। আশ্চর্য্য, এত দিন নমিতার কথা তাহার একটুও মনে হয় নাই। সে এত দিন এত সব ভয়ঙ্কর সমস্যায় জর্জ্জরিত হইয়া ছিল যে, তাহার কাছে কোনো ব্যক্তি-বিশেষের সামান্য দুঃখ-দুর্দ্দশা সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদের চেয়েও হীন ছিল। কিন্তু এখন নিবিষ্টমনে নমিতার নিরাভরণ ব্যথা-মলিন মূর্ত্তির কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার ধ্যানের ভারতবর্ষ ত' এমনই। এমনিই বিগতগৌরব, হৃতসর্ব্বস্ব। শুধু অতীতের একটি ক্ষীণায়মান স্মৃতির সুধা সেচন করিয়া নিজের বর্ত্তমান বিকৃত জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে। নমিতার মত তাহারো কোনো ভবিষ্যৎ নাই। এমনি মূক, এমনি প্রতিবাদহীন।

বাড়ির দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিল, কিন্তু নমিতার বিষয়ে উমাকে একটা প্রশ্নও করা হইল না। সে কেমন করিয়া দিন কাটাইতেছে না জানি। প্রশ্ন করা হইল না বটে, কিন্তু উমার পদানুসরণ করিয়া উপরে আসিয়াই তাহার চক্ষু সন্ধিৎসু হইয়া উঠিল। একটা তক্তপোষের উপর বসিয়া অরুণা একটি যুবকের সঙ্গে কথা কহিতে-ছিলেন ; প্রদীপ আসিয়া প্রণাম করিলে তিনি পা দুইটাকে একটু সরাইয়া লইলেন মাত্র, কুশলজিজ্ঞাসা বা আনন্দজ্ঞাপনের সাধারণ

সাংসারিক রীতিটুকু পর্য্যন্ত পালন করিলেন না। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক বটে, কিন্তু ইহার বিসদৃশতাটা প্রথমে প্রদীপের চোখে পড়িল না; সে আপনার খুসিতে বলিয়া চলিল: "দেখা আবার হ'তেই হবে। হয় ত' এতক্ষণে কোনো অতিথি-শালায় গিয়ে পচ্‌তে হ'ত, কিন্তু দিব্যি উমার সঙ্গে মা'র কাছে চলে' এলাম। আমাকে আর পায় কে?"

এই কথাগুলির সস্নেহ প্রতিধ্বনি মিলিল না। অরুণা একটু দূরে বসিয়া কহিলেন,—"তোমার এ বাড়িতে আসাটা উনি পছন্দ করেন না."

উমা প্রখর-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"কারণ?"

মেয়ের মুখের এই প্রশ্ন শুনিবার জন্য অরুণা প্রস্তুত ছিলেন না। উমাই যে প্রদীপকে ডাকিয়া আনিয়াছে, এবং তাহাকে হঠাৎ বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতে বলাটা যে উমার পক্ষেই অপমানকর, তাহা অরুণাকে তখন কে বুঝাইয়া দিবে? তাই তিনি রুক্ষস্বরে কহিলেন,—"কারণ আবার কি? সত্যি প্রদীপ, তুমি না এলেই উনি খুসি হবেন।"

প্রদীপ বিস্ময়ে মূক, পাথর হইয়া গেল। মুহূর্ত্তে ব্যাপারটা কি হইয়া গেল সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে একবার উমার মুখের দিকে তাকাইল। সে মুখ কালো, লজ্জায় বিধুর। কোথায় যে একটা কদর্য্যতা রহিয়াছে, প্রদীপ ধরিতে পারিল না। তবু কহিল,—"কোথাও বসে' থাকবার সময় আমাদের এমনিই কম, তবু চেনা লোকের মুখ দেখতে পেলে তাদের পাশে একটুখানি না জিরিয়ে যেতে পারি না, মা! আমরাও না। একজনকে ত' চিরদিনের জন্যেই হারিয়েছি, কিন্তু নমিতাকে দেখতে পাচ্ছিনে ত'। তাকে একবার ডাকবে, উমা?"

অরুণার দৃষ্টি কুটিল হইয়া উঠিল; কথা শুনিয়া তিনি এমন সবেগে সরিয়া বসিলেন যে, যেন শারীরিক গ্লানি বোধ করিতেছেন। দৃশ্যটা উমা ও প্রদীপ দুই জনেরই চোখে পড়িল। কিন্তু এই আচরণের একটা বুদ্ধিসম্মত ব্যাখ্যা বাহির করিবার আগেই অরুণা কহিলেন,—"তার খোঁজে দরকার কি? সে বাপের বাড়ি আছে।"

কটুকণ্ঠস্বরে প্রদীপ সামান্য বিচলিত হইল। তবু সহজ স্বরে স্মিতমুখে কহিল,—"ভালই হ'ল। তার বাপের বাড়ি শুনেছিলাম কলকাতায়ই। ঠিকানাটা ভুলে গেছি। ঠিকানাটা বলুন না, এক-বার না-হয় দেখা করে' রাখি। কখন আবার কোথায় যাই ঠিক নেই।"

প্রদীপের এতটা অবিনয় অরুণার সহ্য হইল না। তিনি একবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন,—"তার ঠিকানা নিয়ে তোমার কি এমন স্বর্গপ্রাপ্তি ঘট্‌বে শুনি?"

—"আমার না ঘট্‌লে দেশের কিছুটা ঘট্‌তে পারে হয় ত'। নমিতার হাতে এখন আর কী কাজ থাক্‌তে পারে? জীবনে তার যা পরম ক্ষতি ঘটেছে তাকে পরের সেবায় পুষিয়ে নিতে না পারলে নিজের কাছে লজ্জার যে তার সীমা থাকবে না।"

—"তুমি যে চমৎকার বক্তা হয়েছ দেখ্‌ছি। নমিতার কি করা উচিত না উচিত তার জন্যে তার অভিভাবক আছে। তোমার মাথা না ঘামালে কোনো ক্ষতি নেই।"

প্রদীপ তবু হাসিল বটে, কিন্তু গলার স্বর ভারি হইয়া উঠিল: "শাস্ত্রবিহিত অভিভাবকের চেয়ে নিজের বিবেকের শাসনই প্রবল হ'য়ে

ওঠে, মা। বিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মই এই। নমিতার কি করা উচিত না উচিত সে-পরামর্শ তার সঙ্গেই করা ভালো।"

অরুণার মুখ চোখ রাঙা হইয়া উঠিল ; কহিলেন,—"তুমি বল্‌তে চাও স্বামীর ধ্যান ছেড়ে তোমাদের এই তুচ্ছ দেশসেবায় তাকে তুমি প্ররোচিত করবে ?"

—"আমার সাধ্য কি মা ? নিজে না জাগলে কেউ কাউকে ঠেলে জাগাতে পারে না। যদি নমিতা একদিন বোঝে তার এই স্বামী-ধ্যানটাই তুচ্ছ, তা হ'লে সেটা দেশের পক্ষে পরম সৌভাগ্যসূচনা। কেন না দেশের সেবায়ই সে বেশি মর্য্যাদা পাবে। মরা লোককে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে আমরা আমাদের মনগুলিকে মিউজিয়মে রূপান্তরিত করি নি। যাক্, ঠিকানাটা দিন্, সত্যিই আমারো বেশি সময় নেই।"

অরুণা কহিলেন,—"তোমাকে তার ঠিকানা দিতে পার্‌লাম না।"

প্রদীপ স্তব্ধ হইয়া গেল। বলিল,—"কারণটা জানতে পারি ?"

—"নিশ্চয়। কারণ, আমরা চাই না বাইরের লোক এসে আমাদের ঘরের বউর সঙ্গে বাজে আলাপ করে।"

সমস্ত কুয়াসা এতক্ষণে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। প্রদীপের নিশ্বাস হাল্‌কা হইয়া আসিল। যেন সে একটা গভীর সন্দেহ ও আশঙ্কা হইতে এতক্ষণে মুক্তি পাইয়াছে। একটু হাসিয়া কহিল,—"আপনার বিধান আমি মেনে নিলাম, মা। ঠিকানা আমি তার চাইনে। যদি সত্যিই তার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছাটা আন্তরিক হ'য়ে ওঠে, তবে একদিন দেখা তার পাবই—এ একেবারে স্বতঃসিদ্ধ। আগে ভাবতাম,

নমিতা আমার বন্ধুর স্ত্রী—তার প্রতি আমারো দায়িত্ব আছে। এখন সে-সম্পর্ক থেকে মুক্তি দিলেন বলে' ভালোই হ'ল। এখন যদি নমিতার সঙ্গে কোনোদিন দেখা হয়, সে আর আমার বন্ধুর স্ত্রী নয়, মা, খালি বন্ধু। চাইনে ঠিকানা।" বলিয়া প্রদীপ দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া সোজা নামিয়া আসিল।

হঠাৎ সিঁড়িতে উমার ব্যগ্র কলকণ্ঠ শোনা গেল: "দাঁড়ান্, দাঁড়ান্ দীপ-দা। বউদির ঠিকানা নাই বা পেলেন, নিজের ঠিকানা না দিয়ে পালাচ্ছেন যে।"

দরজার গোড়ায় প্রদীপকে উমা ধরিয়া ফেলিল। কহিল,—"আপনার সঙ্গে দেখা হবার ইচ্ছাটা আমার একান্ত আন্তরিক ছিল বলে'ই ত' আজ বাস্-এ আমাদের দেখা হ'য়ে গেল। কিন্তু সেই দেখা অসম্পূর্ণ রাখতে হবে এমন দুর্ঘটনা অবশ্যি এখনো ঘটেনি।"

প্রদীপ আশ্চর্য্য হইয়া উমার মুখের পানে তাকাইল। দুইটি উজ্জ্বল আয়ত চক্ষু বুদ্ধিতে দীপ্তি পাইতেছে, ছোট সঙ্কীর্ণ ললাটটিতে প্রতিভার স্থির একটি আভা বিরাজমান। কৃশ দেহটি ঘিরিয়া ম্লানাভ যৌবনের যে একটি লালিত্য লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা মুহূর্ত্তের জন্য প্রদীপের ক্লান্ত মন ও চক্ষু আবিষ্ট করিয়া তুলিল। উমার এই ছুটিয়া ডাকিতে আসাটির মধ্যে কোথায় যে একটি সযত্নসমৃদ্ধ সুস্নিগ্ধ স্নেহের স্বাদ আছে, তাহা আবিষ্কার করিতে গিয়া এই মেয়েটির প্রতি প্রদীপের মায়ার আর শেষ রহিল না। কিন্তু কি বলিবে তাহাই ভাবিয়া লইবার জন্য প্রদীপ এক পলক অপলক চোখে উমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

উমা কহিল,—"এথুনি পালাতে চাইলেই আমি ছাড়্ব আর কি। আপনার সঙ্গে আমার কত যে কথা আছে, তা এতদিন ভেবে ভেবে আমি শেষ করতে পারিনি। দাঁড়ান্, সব আমাকে ভেবে নিতে দিন্।"

প্রদীপ ম্লান হাসিয়া কহিল,—"সময় নেই, উমা। তা ছাড়া আমার সঙ্গে মিশ্‌তে দেখলে মা খুসি হবেন না।"

উমা নির্ভীক কণ্ঠে কহিল,—"আপাতত নিজে খুসি হলে'ই আমার স্বচ্ছন্দে চলে' যাবে 'খন। বেশ ত, এ বাড়িতে ডেকে এনে আপনাকে

যদি অপমানিত করে' থাকি, দাঁড়ান্, আমি আপনার মেস্-এ যাবো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে প্রকাণ্ড ইতিহাস শেষ করা যাবে না।"

—"তুমি পাগলের মতো কী বকৃতে সুরু করলে!"

—"বক্‌লেই পাগল হয় না এবং ঢের পাগল আছে যারা মোটেই বকে না। আমি বকৃছিও না, পাগলও হইনি। দেখবার ইচ্ছাটা আন্তরিক হ'লে দৈবাৎ এক আধবার মাত্র দেখা হ'তে পারে, কিন্তু দেখাটা যখন আবশ্যকীয় হয় তখন ইচ্ছাটা খালি আন্তরিক হ'লেই চলে না, দস্তরমত ঠিকানা জানা দরকার। আপনার ঠিকানা যদি না দেন, তবে বলব মা'র থেকে বৌদি'র ঠিকানা না পেয়ে আপনি ছোট ছেলের মত অভিমান করেছেন। পুরুষ-মানুষের রাগ আমি সইতে পারি, কিন্তু ছিঁচকাঁদুনের মত অভিমান আপনাদের মানায় না কক্ষনো।"

প্রদীপ আবার ভালো করিয়া উমাকে না দেখিয়া পারিল না। উহার সাদাসিধে শাড়িখানা যেন নিমেষে তাহার অজস্র স্নেহে মাখিয়া উঠিল, উহার দুই চোখে যেন অদেখা আকাশের ছায়া পড়িয়াছে! কিন্তু নারীর রূপকে সে ধ্যানী বা কবির চোখেই দেখিতে শিখিয়াছে, তাই এই দৃপ্তা সাহসিকাকে ভারতোদ্ধারবাহিনীর অগ্রবর্ত্তিনী করা যায় কি না, তাহাই ভাবিয়া তাহার আশা ও আনন্দ একসঙ্গে উথলিয়া উঠিল। কহিল,—"কিন্তু আমাকে নিয়ে তোমার কি প্রয়োজন থাকৃতে পারে? ভবিষ্যৎ বলে' আমার যেমন কিছু নেই, তেমন আমার ঠিকানাও আমি নিজেই খুঁজে পাই না। স্থায়িত্ব জিনিসটা আমার ধাতে সয় না। আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা, স্নেহ, জীবন-মরণ সব

কিছু স্বল্পায়ু বলে'ই আমরা কাজ করতে এত বল পাই এবং তাড়াতাড়ি করে' ফেলবার জন্যে এত ব্যস্ত হ'য়ে পড়ি।"

উমার দুইটি চোখের কোলে তরল হাসি টল্‌টল্ করিয়া উঠিল। কহিল,—"আমি দার্শনিকতা বুঝি না। সোজা স্পষ্ট কথা বলতে পারলে বেঁচে যাই। অবশ্যি আপনার দেশসেবায় আমি ব্রতধারিণী হ'তে পার্‌বো না, সে আমার বোকা মুখ ও বেচারা চেহারা দেখেই বুঝতে পারছেন, কিন্তু দেশসেবা ছাড়া জীবনে আর বড়ো কাজ নেই এ-কথা আপনি বুদ্ধিমান হ'লে নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন না। তেমন কোনো কাজে আপনাকে দরকার হ'লে কোথায় আমি কড়া নাড়ব ?"

প্রদীপ কহিল,—"তোমাকে ঠিকানা দিতে পারলে আমিই বেশি খুসি হতাম, উমা, কেননা কড়া-নাড়ার প্রতীক্ষা করে' বসে' থাক্‌তে আমার হয় ত' ভালই লাগ্‌ত। কিন্তু আজ এখানে আছি, কালকেই হয় ত' লাহোর, দু'দিন পরেই কে জানে ফের রেঙ্গুন পাড়ি মারতে হ'বে। এক জায়গায় চুপ করে' বসে' থাকলে খালি মনে হয় বৃথা আয়ুক্ষয় করছি। অন্তত চল্‌ছি—এটুকু চেতনা না থাক্‌লে মরতে আর আমার বাকি থাকে না।"

—"হেঁয়ালি রাখুন দিকি—বড়ো বড়ো কথা বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে বলবেন। ঠিকানা না থাকে, এমন একটা জায়গার নাম করুন যেখানে মাঝে মাঝে গিয়ে দু' দণ্ড আপনার সঙ্গে বসে' কথা কইলে সমাজ বা আইনের চোখে দণ্ডনীয় হবো না। মা বোধ হয় আসছেন নেমে, বলুন শিগ্‌গির করে'।"

প্রদীপ ফট্ করিয়া বলিয়া বসিল: "১৬, শ্রীগোপাল মল্লিকের

লেইন্। ওটা একটা মেস্। তোমার যদি কিছু বক্তব্য থাকে, চিঠি লিখো, কেমন?"

উমা হাসিয়া কহিল,—"কলমের চেয়ে পা চালাতে আমি বেশি ভালোবাসি। কিন্তু বৌদিদির ঠিকানা আপনি সত্যিই চান্? তার সঙ্গে দেখা করবেন?"

কাহার পদশব্দে সচকিত হইয়া প্রদীপ নিদারুণ বিস্ময়ে তাকাইয়া দেখিল, অরুণা সিঁড়িতে নামিয়া আসিয়াছেন। চলিয়া যাইবার শেষ চেষ্টা করিয়া কহিল,—"দরকার নেই। ঠিকানা নিয়ে সে-বাড়িতে গেলেও যে ফিরে যেতে হবে না তার ভরসা কি? তবে নমিতার ইচ্ছা যদি কোনোদিন সত্যিই আন্তরিক হ'য়ে উঠে,আকাশের কোটি গ্রহ-নক্ষত্র ষড়যন্ত্র কর্‌লেও আমাদের দেখা হওয়াকে কিছুতেই খণ্ডাতে পার্‌বে না কেউ।" বলিয়া বাহিরের জনাকীর্ণ রাজপথে প্রদীপ মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মা'র দৃষ্টির সামনে সঙ্কুচিত হইয়া উমা উপরে উঠিয়া আসিল। মা-ও পুনরায় ঘরে আসিলেন। তারপরে এমন একটা তুমুল গোলমাল সুরু হইল যাহাতে শচীপ্রসাদও, প্রদীপের প্রতি যতই কেন না অপ্রসন্ন থাক্, সম্পূর্ণ সায় দিতে পারিল না। তক্তপোষের এক ধারে শচীপ্রসাদ এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, এখন তাহাকেই মধ্যস্থ মানিয়া মেয়ের এই নির্লজ্জতার বিরুদ্ধে অরুণা বিচার-প্রার্থিনী হইয়া দাঁড়াইলেন। শচীপ্রসাদ সম্প্রতি পরোক্ষে উমার উমেদারি করিতেছিল বলিয়া, তাহার বিপক্ষে কিছু বলিতে তাহার মন উঠিতেছিল না, তাই তাহার সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল প্রদীপের উপর। খুব জ্ঞানীর মত মুখ করিয়া

শচীপ্রসাদ বলিল,—"ও-সব undesirableদের বাড়িতে ঢুকতে দেয়াই উচিত নয়। সুধী যদি বেঁচে থাকৃত, তার বন্ধুতার একটা মানে ছিল, কিন্তু এখন তার পক্ষে এ-বাড়িতে ঢোকা অনধিকার প্রবেশ ছাড়া আর কি বলৃব।"

উমা মা'র অন্যায় তিরস্কার শুনিয়াই বিমুখ হইয়া উঠিয়াছিল, এখন এই অযাচিত সমালোচনায় সে আর সংযম রাখিতে পারিল না। উদ্দীপ্ত-কণ্ঠে কহিল,—"আর কিছু বলৃবেন কি করে'? আপনাদের কি চোখ আছে না চোখের স্বচ্ছতা আছে? উনি নিজে যেচে এখানে আসেন নি, আমিই ওঁকে ডেকে এনেছিলাম। তা ছাড়া দাদা মারা গেছেন বলে'ই ওঁকেও আমরা ভূত বানিয়ে ফেলৃবো আমাদের এ অকৃতজ্ঞতা বিধাতা ক্ষমা করবেন না। উনি আমাদের সংসারে অবাঞ্ছনীয় হ'লেন, সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। ওঁর সংস্পর্শে এলে একটা নূতন জগতের আবিষ্কারের রোমাঞ্চ অনুভব করতে পেতেন নিশ্চয়।"

শচীপ্রসাদ ভাবিল, উমাকে অযথা চটাইয়া দিয়া সে ঠকিয়া গিয়াছে; কিন্তু কি করিয়া নিক্ষিপ্ত তীর ফিরাইয়া আনা যায়, তাহারই একটা দিশা খুঁজিতেছিল এমন সময় অরুণাই তাহাকে রক্ষা করিলেন। কহিলেন, —"কিন্তু অমন গুণ্ডাকে রাস্তা থেকে ধরে' আনবারই বা এমন কি দায় পড়েছিল?"

—"দায় পড়্ত যদি আমার বা তোমার প্রাণান্তকর অসুখ হ'ত—তখন রাত জেগে গা-গতর ঢেলে সেবা করবার দরকার পড়্ত যে। যদ্দিন তিনি দাদার সেবা করেছেন, ততদিন তিনি মহাপুরুষ, সাধু; আর

আজ তিনি তাঁর দেশের সেবা করছেন বলে'ই গুণ্ডা। আমাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের সঙ্গে যে তাঁর সঙ্ঘর্ষ বেধেছে।"

শচীপ্রসাদ টিপ্পনি কাটিল: "দেশ কথাটা বানান্ করা নেহাৎ সোজা বলে' সবাই তা নিয়ে ফোঁপরদালালি করে।"

উমা কহিল,—"দেশ বানান্ করা সোজা বটে, কিন্তু বানানো সোজা নয়। সেটা দয়া করে' মনে রাখবেন।"

রূঢ় কথা শচীপ্রসাদও কহিতে জানে, কিন্তু কথায়-কথায় কোথায় আসিয়া পৌঁছিবে তাহার ঠিকানা কি! তাহার চেয়ে চুপ করিয়া সিল্কের রুমাল দিয়া ঘাড়টা বার পনেরো রগড়াইলে বরং কাজ দিবে।

কথা কহিলেন অরুণা: "কিন্তু এমন বেহেড্ বকাটের সঙ্গে তোর আবার অত ঘটা করে' সম্পর্ক রাখ্‌তে যাওয়া কেন? আমি ভাবছি আস্‌চে হপ্তারই তোকে হষ্টেলে ভর্ত্তি করে' দেব।"

উমা চুলগুলি লইয়া টানা-হেঁচ্‌ড়া করিতেছিল; কহিল,—"তার মানে আমাকে প্রদীপদা-র প্রভাব থেকে মুক্ত রাখ্‌তে চাও। হষ্টেলে ত' আমি যাবই, তা বিশেষ করে' মনে করিয়ে দেবারই বা কি দরকার? কিন্তু হষ্টেলে গিয়ে সত্যিই যদি আমাকে দীপদা-র সাহচর্য্য থেকে সরে' থাকতে হয়, তা হ'লে সেটা আমার সীতার বনবাসের চেয়েও অসহনীয় হবে।"

এই প্রগল্‌ভ দুর্বিনীত মেয়েটাকে প্রহার করিতে পারিলেই বুঝি অরুণা সন্তুষ্ট হইতেন, কিন্তু তাহাতে বাধা ছিল। তাই কণ্ঠে বিষ ঢালিয়া তিনি কহিলেন,—"তুই আর ওর চরিত্রের কী জানিস্? পরের বাড়ির বৌর ওপর কেন ওর এত দরদ, তা তুই বুঝবি কি করে'?

না বুঝিলেও উমাকে বুঝাইয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত অরুণার স্বস্তি ছিল না। শচীপ্রসাদ এ-বাড়িতে সম্পূর্ণ আগন্তুক নয়, অরুণার দিক হইতে তাহার সঙ্গে একটা সম্পর্কের সূত্র খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইবে না। তাই তাহার সামনে প্রদীপের নিন্দাটা শিষ্টাচারের বহির্ভূত হইবে না ভাবিয়াই, অরুণা তাহাকেই সম্বোধন করিলেন :

—"ভেবেছিলাম সুধী-র বন্ধু, ভদ্রলোক, লেখাপড়া শিখেছে—কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে এমন খারাপ, তা মোটেই আন্দাজ করতে পারিনি, শচী। মরা-বন্ধুর প্রতি এতটুকু যার শ্রদ্ধা নেই, তাকে পুলিশেই ঠিক সম্মান দেখাতে পারবে।"

এইটুকু ভূমিকা করিয়া অরুণা সবিস্তারে নমিতার সঙ্গে প্রদীপের নীতিবিরুদ্ধ সন্নিধ্যের একটা বিশ্রী বর্ণনা দিয়া ফেলিলেন। পাছে পুত্র-বধূর কল্পিত বিশ্বাসঘাতকতায় স্বর্গগত পুত্রের আঘাত লাগে, সেই ভয়ে স্নেহময়ী অরুণা সমস্ত কলঙ্ক প্রদীপের মুখেই মাখাইয়া দিলেন। অবনী-বাবুর কাছে প্রদীপ-নমিতা-সংস্পর্শের যেটুকু বিবরণ পাইয়াছিলেন, তাহাতে সুবিধা-মত একটু বর্ণচ্ছটা না মিশাইলে চলিত না, তাই সহসা উমার সম্মুখে প্রদীপ একেবারে কালো ও কলুষিত হইয়া উঠিল। অরুণা ফোড়ন দিলেন : "দেশের নাম করে' যেদিন থেকে গুণ্ডামি সুরু হ'য়েছে, সেদিন থেকেই ওর প্রতি আমি আস্থা হারিয়েছি।"

শচীপ্রসাদও রসনাকে নিরস্ত করিতে পারিল না : "চেহারা থেকেই যাঁরা মনস্তত্ব আবিষ্কার করেন, সে-সব লোকের কথায় বিশ্বাস আমার ষোল আনা। ওঁর চেহারা দেখেই আমার মনে হয়েছিল,

লোকটা ভালো নয়। এর পর এ-সব পাড়ায় পা দিলে ওঁকে রীতিমত অসুবিধায় পড়তে হবে।”

উমার মুখ পাংশু হইয়া, গলা শুকাইয়া, নিমেষে যে কেমন করিয়া উঠিল বুঝা গেল না। না পারিল তীব্র প্রতিবাদ করিতে, না বা পারিল অভিযোগটা আয়ত্ত করিতে। প্রদীপ উত্তুঙ্গ গিরিচূড়া হইতে নামিয়া আসিয়া একান্ত অকিঞ্চিৎকর পিপীলিকার সমান হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল প্রদীপকে ডাকিয়া আনে, সে নিমেষে এই সব অতি-মুখর নির্লজ্জ কটুভাষণের বিরুদ্ধে তাহার অগ্নিময় ভাষার বাণ হানিয়া এই দুই আততায়ীকে অভিভূত করিয়া ফেলুক্।

আর কিছুই না বলিয়া উমা নিজের ঘরে অসিয়া, একটা চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যাক্, এই সব ব্যাপার লইয়া মাথা না ঘামাইলেও তাহার চলিবে। সে এখানে পড়িতে আসিয়াছে, মন দিয়া পড়িয়া পরীক্ষা-সমুদ্রগুলি পার হইতে পারিলেই তাহার ছুটি মিলিবে। পরে কি হইবে এখন হইতে ভাবিয়া রাখার মত মূর্খতা আর কি আছে? তাহার মত অবস্থার মেয়ে দেশের জন্য কতটুকু কাজ করিতে পারে, সে বিষয়ে প্রদীপদা'র সঙ্গে খোলাখুলি একটা পরামর্শ করিতে পারিলে মন্দ হইত না, কিন্তু আপাতত তাহা স্থগিত রাখাই সমীচীন হইবে। কাজের জন্য প্রথমত খানিকটা যোগ্যতা ত' দরকার, মনকে সেই আশ্বাস দিয়া সে সেলফ্ হইতে একটা বই টানিয়া লইয়া পড়িতে বসিল।

এমন সময় শচীপ্রসাদ ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে ফের উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিল। শচীপ্রসাদের বয়স বাইশ, চেহারা দোহারা, পরনের জামা-

কাপড়গুলি অত্যুগ্ররূপে পরিচ্ছন্ন। কামানো দাড়ি-গোঁফ, ব্যাক্‌-ব্রাশড্‌ চুল,—মুখে একটা মেয়েলি-ভাবের কৃত্রিম কমনীয়তা আছে। কলেজের ছাত্র হিসাবে খুবই ভালো, এই বৎসর সসম্মানে বি, এ পাশ করিয়াছে, —বোধ হয় শীঘ্রই বিলাত যাইবে আই-সি-এস্‌ হইবার জন্য। উহার বাবার ইচ্ছা, শচীপ্রসাদ বিলাত যাইবার আগে এখানেই পাণিগ্রহণটা সারিয়া লয়; পিতার ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া শচীও তাই ঘন-ঘন এই বাড়িতে আসা-যাওয়া করিতেছে। অবনীবাবু অস্পষ্ট করিয়া মত দিয়াছেন বটে, কিন্তু উমার আগে এক মেয়ে নিজের অনিচ্ছায় বিয়ে করিয়া, স্বামীর দুর্ব্যবহারের জন্য মারা গিয়াছিল বলিয়া চট্‌ করিয়া মত দিয়া ফেলিতে অরুণা ইতস্তত করিতেছিলেন। মেয়েকে খোলাখুলি কিছু প্রশ্ন না করিয়া বিবাহের যোগাড়-যন্ত্র করিবারও কোনো অর্থ নাই, কেননা, দেশের হাওয়া বদ্‌লাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মেয়েও এমন স্বাতন্ত্র্যসাধিকা হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহাতে বিয়ের নামে নাক সিঁট্‌কাইয়া একদিন বাহির হইয়া পড়াটা তাহার পক্ষে বিচিত্র নয়। সুতরাং স্বয়ং শচীপ্রসাদকেই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র ও নির্ব্বিঘ্ন অবকাশের সুবিধা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী নেপথ্যে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন।

খবরটা উমার কানে যাইবে না, উমা তেমন নিরীহ ছিল না, কিন্তু সে বোধ করি বুঝিত যে বিবাহের প্রস্তাবের মধ্য দিয়া প্রেমের শুভাবির্ভাবের সূচনা হয় না। শচীপ্রসাদ তাহার সঙ্গে ব্যবহার করিত ভীরু ভক্তের মত নয়, অনেকটা কর্ত্তৃত্বসম্পন্ন প্রভুর মত। অর্থাৎ উমার চিত্ত জয় করিবার জন্য প্রেম দিয়া নিজের চিত্ত-প্রসাধন করিবার প্রয়োজন সে বুঝিত না। জোয়ারের জলের মত উমার যৌবন উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া

তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল। উমার বাবা-মা যখন সঙ্কেত করিয়াছেন, তখন কোনো ব্যতিক্রমের জন্য তাহাকে জবাবদিহি করিতে হইবে না ভাবিয়া সে পরম নিশ্চিন্ত ছিল। নতুবা, তাহারো রোমান্টিক বা কল্পনাপ্রবণ হইবার বয়স ত' ইহাই। হাত বাড়াইয়াই যখন উমাকে আয়ত্ত করা যায়, তখন তাহাকে আকাশচারিণী শশীলেখার সঙ্গে তুলনা করিয়া, বামন হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিবার কোনো মানে হয় না। উমা সুন্দর, শোভনাঙ্গী; তাহা ছাড়া অবনী বাবুর সম্পত্তি উমার আঙুলের ফাঁক দিয়া নিশ্চয়ই তাহার হাতে আসিয়া পড়িবে। অতএব শচীপ্রসাদ যদি বুদ্ধিমান হয়, তবে অযথা কালবিলম্ব করিলে সৌভাগ্যলক্ষ্মীর কাছে সে হাস্যাস্পদ হইবে।

অথচ, শচীপ্রসাদের এই সকল অধিকার খাটানোর জন্যই তাহার প্রতি উমা প্রসন্ন হইতে পারে নাই। এমন নির্লিপ্তের মত আত্ম-নিবেদনের লজ্জা হয় ত' তাহাকে সঙ্গোপনে আহত করিত। সে এমন করিয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে মুছিয়া ফেলিতে চাহে না। নিশীথ রাত্রি ভরিয়া কাহাকে ভাবিয়া আকাশের তারাগুলির দিকে তাহার চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে; কেহ আসিবে, এই অসম্ভব একটি বিশ্বাস লালন করিয়া সে তাহার অনতি-উদ্ঘাটিত যৌবনকে পূজার দীপশিখার মত আগ্রহ-কম্প্র উন্মুখ করিয়া রাখিবে, সে না আসিলে তাহার পড়ায় মন বসিবে না, চুল বাঁধিতে বাঁধিতে জন-যান-মুখর রাজপথের পানে চাহিয়া, সে সানন্দে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে। জীবনের এমন কতগুলি মুহূর্ত্ত না বাঁচিয়া সে এত অনায়াসে ফুরাইয়া যাইতে চাহে না। শচীপ্রসাদ যদি তাহার ঘরে নিঃশব্দ পদপাতে একটি ভয়-ভঙ্গুর অনুচ্চারিত প্রার্থনা

লইয়া প্রবেশ করিত, তাহা হইলে উমার সর্ব্বদেহমন রোমাঞ্চময় হইয়া উঠিত কি না কে জানে!

শচীপ্রসাদ হাসিয়া বলিল,—"চল রায়স্কোপে যাই, পর্দ্দায় আবার তোমার সেই লরা লা প্ল্যাঁতে দেখা দিয়েছেন।"

বই হইতে উমা মুখ তুলিল না; কহিল,—"ফিল্ম দেখে পয়সা খরচ করাকে আর ক্ষমা করতে পার্‌বো না। বরং বিকেলে বেরিয়ে আমার জন্যে যদি একটা কাজ করতে পারেন, ত' ভালো হয়।"

শচীপ্রসাদ ঘাব্‌ড়াইয়া গিয়া কহিল,—"কি?"

দুইটি স্থির জিজ্ঞাসু চোখ মেলিয়া উমা বলিল,—"শ্রীগোপাল মল্লিকের লেইন্‌টা কোথায় জানেন?"

—"না; কেন?"

—"তবে দয়া করে' একটু খোঁজ নিয়ে আসবেন, ওখানে যেতে হ'লে বাস্‌ থেকে কোথায় নাম্‌লে সুবিধে।"

শ্রীগোপাল মল্লিকের লেইনে নিশ্চয়ই উমার কোনো সহপাঠিনী আছে বিশ্বাস করিয়া শচীপ্রসাদ একটু প্রফুল্লই হইয়া উঠিল হয় ত'। উমার পরিচয়ের সূত্রে আরেকটি মেয়ের কাছে আসিতে পারিলে যে ভালোই হয়, সে-দুর্ব্বলতা শচীপ্রসাদের বয়সের ছেলের পক্ষে অমার্জ্জনীয় নয়। এবং সেই অনামা মেয়েটির সান্নিধ্যে যে শচীপ্রসাদ স্বাভাবিক সঙ্কোচে তাহার সমস্ত আচরণটিকে সুমধুর করিয়া তুলিত, তাহাতে আর সন্দেহ কি! তাই সেই গলিটার অবস্থান ও আয়তন-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সে আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া কহিল,—"কারো সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাবে? বেশ ত, চল না, দু'জন বেরিয়ে পড়ি। কাছা-

কাছি কোথাও হবে হয় ত'। কল্‌কাতার রাস্তা খুঁজে বেড়াতে আমার ভালোই লাগে। বেশ একটু বেড়ানোও হবে 'খন।"

বইয়ের পৃষ্ঠায় ফের চোখ নামাইয়া উমা বলিল,—"না, সেখানে আমাকে একলাই যেতে হবে। আপনি দয়া করে' একটু জেনে এলেই চল্‌বে।"

শচীপ্রসাদ ভাবিত হইল। এইবার তাহার স্বরে আর বিনয়স্নিগ্ধ কুণ্ঠা রহিল না। আরেকটু সরিয়া আসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—"সেখানে কে আছে শুন্‌তে পাই ?"

উমা টলিল না, কহিল,—"সব কথাই কি সব্বাইকে বল্‌তে হয় ?"

—"অন্তত আমাকে তোমার বলা দরকার।"

—"এমন অনেক কথা আছে, যা নিজেকে পর্য্যন্ত স্পষ্ট করে' বলা যায় না।"

রুক্ষস্বরে শচীপ্রসাদ বলিয়া উঠিল,—"আমাকে না বল্‌লে আমার সাহায্য করাটা অসঙ্গত হবে।"

উমা একটু হাসিল ; বলিল,—"আপনি সাহায্য করলেও শ্রীগোপাল মল্লিকের লেইনটা বাড়ির দরজায় চলে' আস্‌ত না, হেঁটেই যেতে হ'ত। হাঁট্‌তে আমি একলাই পারি।"

এই বলিয়া বইয়ের পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইতে যাইতেই তাহার নজর পড়িল যে, বইটা একটা রেলওয়ে-সম্পর্কিত আইনের ইস্তাহার। এতক্ষণ তাহার মনকে শ্রীগোপাল মল্লিকের লেইনের সন্ধানে পাঠাইয়া, সে এত মনোযোগ সহকারে ইহাই পড়িতেছিল নাকি !

তাড়াতাড়ি বইটা রাখিয়া দিয়া, উমা উঠিয়া দাঁড়াইল। শচী-

প্রসাদের কিছু বলিবার আগেই সে হাসিয়া কহিল,—"আপনার বায়স্কোপের পয়সা বাঁচিয়ে দিলাম। ও পয়সাটা চোখ মেলে কোনো পুয়োর-ফাণ্ডে দিয়ে দেবেন।"

শচীপ্রসাদের কণ্ঠে বিষ আছে: "ভিক্ষা দেওয়াকে আমি পাপ মনে করি। তুমি না গেলেই যে বায়স্কোপ পটল তুলবে এমন কথা না ভাবলেই তোমার বুদ্ধি আছে স্বীকার করব। আমার পাশে একটা মাড়োয়াড়ি বস্‌লেও ফিল্ম্‌ আমি কম enjoy করব না।"

সেই রাত্রি নমিতার আর কাটিতে চাহে না। একে একে বাড়ির সমস্ত বাতি নিভিয়া গেল, কিন্তু তাহার চোখে কিছুতেই ঘুম আসিল না। ঘুম না আসিলে সে দোতলার বারান্দার রেলিঙের কাছে চুপ করিয়া থাকে; কিন্তু আজ যে স্পন্দমান চঞ্চল হৃদয়কে ঘুম পাড়াইয়া সে উদাসীন হইয়া সীমাশূন্যতার ধ্যান করিবে, তাহা অসম্ভব। প্রথমেই মনে পড়িল রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে চক্ষু দিয়া কিছুতেই সে আজ অজয়ের নাগাল পাইবে না। এই উপলব্ধি করিতেই নমিতা বারান্দায় দ্রুতপদে পাইচারি সুরু করিয়া দিল। সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পাশের বাড়িতে যে-ছাত্রটি রাত জাগিয়া নীরবে পড়া করে, তাহারো টেবিলের মোমবাতিটা নিভিল। সেই ঘনায়মান চতুঃপার্শ্বের নীরবতার মধ্যে নমিতা কি করিবে, কিছুরই কূল খুঁজিয়া পাইল না। খালি নিজের ডান-হাতখানি বারম্বার কপালের উপর রাখিয়া সে অজয়ের জ্বরের উত্তাপ অনুভব করিতেছে।

নমিতা খোলা চুলগুলি আঁট করিয়া খোঁপা বাঁধিল; পরণের কাপড়ের প্রান্তটাকে পায়ের দিকে আরো একটু প্রসারিত ও বুকের উপর আরো একটু রাশীকৃত করিয়া লইল। চাবির গোছাটা আঁচলের প্রান্ত হইতে খুলিয়া বালিশের তলায় রাখিল ও উত্তুরে হাওয়া জোরে বহিতেছে বলিয়া মা'র পায়ের দিকের জানালাটাও বন্ধ করিতে ভুলিল না। অন্ধকারে পথ ঠাহর করিতে নমিতার বেগ পাইতে হয় না,—অতিনিঃশব্দপদে সে সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা নামাইল। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের পাণ্ডুর চাঁদ যে অনেকক্ষণই বিবর্ণ বেদনায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহা সে জানিত; এখন সহসা সামনের ভাঙা দেয়ালের

ফাঁকে হঠাৎ চাঁদ দেখিতে পাইয়া তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন লাবণ্যে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সিঁড়িতে একবার পা রাখিলে হয় ত' মাধ্যাকর্ষণের শক্তিতেই নীচে নামিয়া আসিতে হয়। নমিতা শুধু নীচে নামিয়া আসিল না, একেবারে অজয়ের ঘরের বন্ধ দরজার কাছে আসিয়া অবতীর্ণ হইল।

এক মুহূর্ত্তও দেরি হইল না। তর্ক করিতে চাও, নমিতা তাহাতে কান পাতিবে না। তাহার পক্ষ হইতেও নীতি-কথা বলা যায় বৈ কি। রুগ্ন পরনির্ভরকামীকে সেবা করা অধর্ম্ম? কিন্তু এত লোক থাকিতে তাহারই বা এমন কোন্ গরজ পড়িল? বচসা করিবার সময় নমিতার আর নাই, কাকিমার মেয়েটার চেঁচাইয়া উঠিবার সময় হইয়াছে।

এক ঠেলা মারিয়া নমিতা বন্ধ দরজা খুলিয়া ফেলিল। যাহা দেখিল, তাহাতে প্রথমে সে কি করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে যে কেন অকারণে দেরি করিতেছিল তাহার জন্য সে শতরসনায় নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল। দেখিল, সেই শতছিন্ন তোষকটার উপর উবু হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া অজয় গোঙাইতেছে; কবে কি-সব ছাই-ভস্ম গলাধঃকরণ করিয়াছিল, তাহাই বমি করিয়া মেঝেটাকে ভাসাইয়া দিয়াছে। বমির বেগ এখনো প্রশমিত হয় নাই, অন্ধকারেও অজয়ের রোগবিকৃত বীভৎস মুখের ছায়া চোখে পড়িল। নমিতা তাড়াতাড়ি অজয়ের পাশে বসিয়া পড়িয়া তাহার মুখটা দুই হাতের অঞ্জলিতে ভরিয়া একেবারে তাহার কোলের উপর তুলিয়া পাঞ্জাবির তলায় পিঠের উপর অল্প একটুখানি হাত রাখিয়া দেখিল, জ্বরে অজয় দগ্ধ হইতেছে। কপালের সমুখের যে-চুলগুলি লুটাইয়া পড়িতেছে, তাহা মাথার উপর

ধীরে তুলিয়া দিয়া, নিজের আঁচল দিয়া অজয়ের শুক্‌নো ঠোঁট দুইটা মুছিয়া দিল। মুহূর্ত্তে যে কি হইয়া গেল জ্বরের ঘোরে মোহাচ্ছন্ন অজয় আনুপূর্ব্বিক কিছুই ধারণা করিতে পারিল না। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় শুক্লবাসা একটি মেয়েকে তাহার পার্শ্বচারিণীরূপে ভালো করিয়া তখনো চিনিতে না পারিলেও, আজ রাত্রেই যে তাহার আসিবার কথা ও এমন করিয়া যে তাহার এই পীড়িত দেহটাকে বুকে টানিয়া নিবার একটা অলৌকিক চুক্তি ছিল, তাহা সে নিমেষে ঠিক করিয়া ফেলিল। জড়িতস্বরে সে কহিল,—"শিগ্‌গির আমাকে একটু জল এনে দাও, আমার গলা-জিভ শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেল যে।"

নমিতা অজয়ের মাথাটা ধীরে ধীরে নামাইয়া বাহির হইয়া আসিল। দেয়ালের প্রতিটি ইঁট ও মেঝের প্রতিটি ধূলিকণা যে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে সে বিষয়ে তাহার খেয়াল রহিল না। রান্নাঘরের দরজার শিকল নামাইয়া সে গ্লাসে করিয়া কলসী হইতে জল গড়াইয়া লইল ও বাঁ-হাতে এক বাল্‌তি জল লইয়া আবার ঘরে ঢুকিল। বাল্‌তিটা দুয়ারের কাছে নামাইয়া তাড়াতাড়ি জলের গ্লাসটা অজয়ের কাছে আনিয়া ধরিল। কহিল,—"আমার হাতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠুন্, জলটা খেয়ে নিন্।"

এইবার নমিতাকে অজয় ভালো করিয়া চিনিয়াছে। পিপাসা তাহার সত্যই পাইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। তবু পরিপূর্ণ নির্ভর করিয়া নমিতার অকুণ্ঠিত বাম-বাহুটি অবলম্বন করিয়া সে উঠিল। ঢক্-ঢক্ করিয়া সমস্তটা জল খাইয়া ফেলিয়া সে ধুপ্ করিয়া শুইয়া পড়িল। নিজেই নমিতার আঁচলের প্রান্তটা টানিয়া লইয়া মুখ মুছিল।

বলিল,—"আজ সমস্ত স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করে'ও তোমাকে আমার কাছ থেকে ঠেকিয়ে রাখতে পার্‌ত না। আমার প্রয়োজনের দাবি এত প্রচুর ছিল যে, কোনো প্রাচীরই আর তোমাকে বন্দী রাখ্‌তে পার্‌ল না, নমিতা। কিন্তু আমার প্রয়োজন যে কি অসামান্য, তা তুমি জান?" বলিয়া অজয় নমিতার একখানা হাত চাপিয়া ধরিল।

নমিতা হাত সরাইয়া নিবার স্বল্প চেষ্টা করিয়া বলিল,—"ছাড়ুন্, ঘরটা পরিষ্কার করে' ফেলি। দেশ্‌লাই নেই? আলো জ্বালতে হ'বে।"

—"না না, আলো জ্বালিয়ে কাজ নেই, নমিতা। আলোতে তোমাকে সম্পূর্ণ করে' দেখা হবে না। তোমাকে কি এই বেশ মানায়? আমি মনে মনে তোমার যে মূর্ত্তি এঁকেছি, আলো জ্বেলে তাকে কলঙ্কিত কোরো না।" বার কয়েক ঘনঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অজয় কহিল,—"তোমার পরনে রক্ত-চেলি, চোখে ক্ষুধা, হাতে কৃপাণ—চুলগুলি পিঠের উপর আলুলিত হ'য়ে পড়েছে—রুক্ষ সুনিবিড় চুল! বজ্রে তোমার কঙ্কণ, বিদ্যুৎ তোমার কণ্ঠহার! তুমি আমার সঙ্গে যাবে, নমিতা?"

নমিতা ব্যস্ত হইয়া বলিল,—"উত্তেজিত হবেন না। চুপ করে' ঘুমুবার চেষ্টা করুন, আমি আপনার মাথায় জলপটি দিচ্ছি।"

তাড়াতাড়ি পাশে বসিয়া বাল্‌তির জলে ন্যাকড়ার অভাবে নিজের আঁচলটাই ভিজাইয়া লইল। কপালের উপর তাহাই স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়া, পাখার অভাবে সামনের দেওয়াল হইতে একটা ক্যালেণ্ডার পাড়িয়া লইয়া ধীরে ধীরে হাওয়া করিতে লাগিল। কহিল,—"দেশ্‌লাই থাক্‌লে আলোটা জ্বালাতুম।"

অজয় কহিল,—“আলো জ্বালালেই তোমার আজকের রাতের এই কীর্ত্তিটা উজ্জ্বল হ’য়ে উঠ্‌বে না। তোমার কাকিমার কাছ থেকে দেশ্‌লাই চেয়ে আন্‌তে পারবে?” বলিয়া অজয় সেই জ্বরের মধ্যেই ভূতের মত হাসিয়া উঠিল। নমিতার পা-দুইটি তক্তপোষের উপর যেখানে গুটাইয়া রহিয়াছে, তাহার অদূর ব্যবধানে নিজের একটা শিথিল হাত রাখিয়া আস্তে একটা আঙুল বাড়াইয়া দিয়া নমিতার পা এমন আল্‌গোছে একটু ছুঁইল যে, তাহা টের পাইবার সাধ্য নাই। কহিল,—“উত্তেজিত আমি হইনি, নমিতা। যেটুকু চাঞ্চল্য আজ তুমি আমার দেখ্‌ছ, সেটা আমার জ্বরের বিকার নয়। ওটা আমার স্নায়ুমণ্ডলীর স্বাভাবিক বৃত্তি মাত্র। আমার কথার উত্তর দেবে, নমিতা?”

নমিতাও কপালের গণ্ডী ছাড়াইয়া হাতখানি অজয়ের গালের উপর ভুলক্রমে আনিয়া ফেলিয়াছে। অস্ফুটস্বরে কহিল,—“কি?”

দৃঢ় স্পষ্ট অনুত্তেজিতকণ্ঠে অজিত কহিল,—“তুমি আমার সঙ্গে যাবে?”

নমিতার স্বর ভীত, বিমূঢ়: “কোথায়?”

আবার সেই শীতল স্পষ্ট স্বর: “মর্‌তে। মর্‌তে তোমার ভয় হয়, নমিতা?”

নমিতা চঞ্চল হইয়া উঠিল: “কি বল্‌ছেন আপনি যা-তা? বল্‌ছি ঘুমুন্‌, তা না খালি বক্‌ বক্‌ করছেন!”

অজয় শান্ত, উদাস-স্বরে বলিল,—“তুমিও যে মরতে ভয় পাও না, তা আমার ঘরে তোমার এই আকস্মিক আবির্ভাবেই আমি বুঝেছি। তা হ’লে চল আজকের এই রাত্রি শেষ না হ’তেই একটা গাড়ি ডেকে

আমরা বেরিয়ে পড়ি। আমি তোমার খুব বেশি ভার হ'ব না, দেখ্‌বে। কাল ভোরেই আবার আমি চাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌ব। শুয়ে শুয়ে এই সব বাবুগিরি কি আমাদের পোষায় ?"

নমিতা আরো জোরে ক্যালেণ্ডারটা চালাইতে লাগিল, অজয়ের গায়ের চাদরটা আরো ঘন করিয়া টানিয়া দিল ; বলিল,—"আপনি এমনি বক্‌ বক্‌ কর্‌লে আমি চলে' যাব ঘর ছেড়ে।"

অজয় কহিল,—"সত্যিই গায়ে চাদর টেনে পাখার হাওয়া খেয়ে জ্বরের ঘোরে এ-পাশ ও-পাশ করবার বিলাসিতা আমার নয়, নমিতা। আমি মরবার পণ করে' পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি। রোগে ছাঁতা ধরে' দেহ জীর্ণ হোক, তবু রোগের হাতে জীবন সমর্পণ করে' মৃত্যুকে কলঙ্কিত করব না। তুমি যে-জীবন বহন কর্‌ছ তা ত' একটা কলঙ্কিত মৃত্যু, অসতীত্বের চেয়েও লজ্জাকর। সত্যি করে' মরে' গৌরবান্বিত হ'তে তোমার ইচ্ছা করে না, নমিতা ?" কি ভাবিয়া লইবার জন্য অজয় একটু থামিল, পরে হঠাৎ বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া গা হইতে চাদর সরাইয়া ফেলিল। নমিতার স্তম্ভিত ভাবটা কাটিবার আগেই তক্তপোষের প্রান্তে সরিয়া আসিয়া জুতার জন্য সেই নোংরা মেঝের উপর পা বাড়াইয়া দিল ; কহিল,—"তুমি এমনি চুপ করে' এখানে বসে' থাক। তুমি আমার সঙ্গে যাবে—এই আনন্দে আমি রাস্তায় বেরিয়ে যে করে' হোক্‌ একটা গাড়ি ধরে' আন্‌তে পারবই

অজয়ের আর জুতা পরিবার সময় হইল না। নমিতা ভয় পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পা দুইটা সহসা অবশ হইয়া আসিল বুঝি।

দীপ্তকণ্ঠে কহিল,—"আপনি পাগল হ'য়ে গেলেন নাকি? কোথায় যাব আপনার সঙ্গে?"

অজয় আবার সেই নির্লিপ্ত উদাসীন কণ্ঠে কহিল,—"পাগল আমরা সত্যিই। হঠকারিতাকে আর যারাই নিন্দে করুক, আমরা করিনে। ভেবে-চিন্তে কাজ করতে গেলে সময়ই ফুরোয়, কাজ আর এগোয় না। তুমি কি সত্যিই এই অন্ধকূপের অন্তরালে স্বল্প-পরিমিত জীবন নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারবে? নিশান্তে দু'টি ভাত খেয়ে ও দিনান্তে দু'ঘণ্টা ঘুমিয়েই কি তুমি জীবনকে এমন অনায়াসে ক্ষয় করে' ফেলবে? তোমার জীবনের ওপর তোমার একার দায়িত্ব নেই, আমাদেরো লোভ আছে। তুমি একা, সংসারে কারো কাছে তোমার এতটুকু ধার নেই—তোমার কত সুবিধে। তুমি একবার হ্যাঁ বল, দেখবে আমার সমস্ত জ্বর নেমে গেছে। নোংরা মেঝে সাফ অন্যে করলে ক্ষতি হবে না, অনেক বড়ো ও অনেক দুঃখময় কলঙ্ক তোমার নির্ম্মল হাতের স্পর্শে শুচিস্নিগ্ধ হ'বার জন্যে অপেক্ষা করছে। নমিতা,—তুমি এস আমার সঙ্গে।" বলিয়া অসহায় শিশুর মত অজয় নমিতার দুই হাত ব্যাকুলভাবে চাপিয়া ধরিল।

নমিতা কি ভাবিল কে জানে, সহসা হাত ছাড়াইয়া লইয়া কর্কশ-স্বরে কহিল,—"আপনি আমাকে কী ভাবেন? আপনার অসুখ দেখে আমি ভালো ভেবে আপনার সেবা করতে এলুম, আর আপনি তার এই প্রতিদান দিচ্ছেন? ছি! আপনি যে এত খারাপ তা আমি ভাবিনি।" বলিয়া নমিতা আঁচলে চোখ ঢাকিয়া ফেলিল।

এই কাণ্ড দেখিয়া অজয় প্রথমে একেবারে নিস্পন্দ অসাড় হইয়া গেল, তাহার শরীরে কণামাত্রও আর শক্তি রহিল না। সে যেন একটা

পর্ব্বতচূড়া আরোহণ করিতে গিয়া একেবারে সমুদ্রের তলায় আসিয়া ডুবিয়াছে। তাড়াতাড়ি বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া যেন ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীর প্রান্ত হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িবার ভয় হইতে সে আত্মরক্ষা করিল। দুই হাত দিয়া মাথার লম্বা চুলগুলি আঁকৃড়াইয়া ধরিয়া সে কান্না রোধ করিল হয় ত'—সে কি না ক্ষীণজীবিনী কোমলকায়া বাঙালি মেয়ের মাঝে আকাশের বিদ্যুদ্বতী বাত্যার মূর্ত্তি দেখিতে চাহিয়াছিল। চাপা স্বরে গোঙাইয়া কহিল,—"আমর সত্যিই ভুল হয়েছে, নমিতা, আমাকে ক্ষমা কর। আমি জ্বরের ঘোরে প্রলাপই বকছিলুম হয় ত'। এখন তুমি স্বচ্ছন্দে বাতি জ্বাল্‌তে পার,—হাত বাড়ালেই তাকের ওপর দেশ্‌লাই পাবে। অন্ধকারে আর তোমাকে দেখবার প্রয়োজন নেই!"

বাতি না জ্বালাইয়াই নমিতাকে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে দেখিয়া অজয় কহিয়া উঠিল: "একটা কথা স্পষ্ট করে' জেনে যাও। তোমার দেহের উপর আমার লোভ ছিল, এ-কথা ঘুণাক্ষরে মনে কোরো না—লোভ ছিল তোমার এই জীবনের ওপর। আমরা যে মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছি তাতে তোমার জীবনকে আহুতিরূপে কামনা করেছিলুম মাত্র। তেমন মরা মর্‌তে পারলে মানুষ হ'তে পারতে, নমিতা।"

এতটা পা বাড়াইয়া আবার ফিরিয়া যাওয়াটা শোভন হইত না, তা ছাড়া দুইটা দরজার ফাঁক দিয়া ঘরের বাহিরে অন্ধকারে কাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া নমিতার আর নিশ্বাস পড়িল না। ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল, কাকিমা—কোলে খুকি। নমিতা ভাবিয়াছিল আজ হয় ত' খুকি স্বভাবের ব্যতিক্রম করিয়া তাহাকে মুক্তি দিয়াছে।

কিন্তু কাকিমার নীচে আসিবার আগে রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে কত যে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিয়া গেছে, তাহার ইঙ্গিত স্পষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার এই আচরণে যেন কিছুই অস্বাভাবিকতা নাই; কণ্ঠস্বর তেমনি সহজ করিয়া নমিতা কহিল,—"অজয় বাবুর জ্বর খুব বেড়ে গেছে, কাকিমা। ডাক্তার ডেকে পাঠানো উচিত।"

এই সব কথার চালাকি করিয়া কাকিমাকে ঠকানো যাইবে না। তিনি ভেঙচাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"অজয় বাবু বুঝি তোমাকে বিনা-তারে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল যে লোকলজ্জার মাথা খেয়ে দরজা বন্ধ করে' তুমি তাঁর জ্বর নামাচ্ছ?" হঠাৎ তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন: "ও দিদি! দেখে যাও তোমার মেয়ের কীর্ত্তি! সামনেই অঘ্রান মাস, নতুন করে' মেয়ে-জামাই ঘরে তোলো!"

দরজার বাহিরেই এমন একটা বীভৎস রসের অভিনয় শুনিয়া অজয় বিছানায় আর স্থির থাকিতে পারিল না। টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসিল। কোন রকমে দেওয়ালে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"রাত-দুপুরে হঠাৎ চেঁচামেচি সুরু করলে কেন? কী এমন কাণ্ড ঘটেছে?"

অজয়ের শরীরের এই অবস্থা দেখিয়া কমলমণির গলায় মন্দা পড়িল না: "এই আমাদের অজয় বাবুর অসুখ! রাত্রিবেলা ক'দিন থেকে এই অসুখ চল্‌ছে শুনি?"

এমন সময় উপর হইতে নমিতার মা একটা লণ্ঠন হাতে করিয়া নামিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই নমিতা তাঁহাকে দুই বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া একেবারে অবোধ আত্মহারার মত কাঁদিয়া উঠিল।

মেয়েকে তাড়াতাড়ি আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া তিনি কহিলেন,—"কি, কি হ'ল ?"

হাত ও মুখের একটা কুৎসিত ভঙ্গি করিয়া কমলমণি কহিলেন,—"কি আবার হ'বে। রাত্রে তোমার মেয়ে অভিসারে বেরিয়েছিলেন ! আর ভয় নেই দিদি, মেয়ে তোমার খুব ভালো রোজকারের পথ পেয়েছে।"

নমিতা ফুঁপাইয়া উঠিল, কিন্তু এই অন্যায় ও কদর্য্য কথা শুনিয়া অজয় আর স্থির থাকিতে পারিল না। আর্ত্তস্বরে কহিল,—"মুখে যা আসে তাই বোলো না, দিদি। নমিতা কেন নীচে এসেছিল জানি না, কিন্তু আমার বমি করবার আওয়াজ শুনেই ঘরে ঢুকেছিল ! রোগীর প্রতি ওর এই করুণার এমন কদর্য্য অর্থ কর ত' ভালো হবে না।"

"কি ভালো হবে না শুনি ?" কমলমণি খেঁকাইয়া উঠিলেন: "আর রাতের পর রাত এই ঢলাঢলিই খুব ভালো, না ? পরের বাড়ি বসে' এই সব কেলেঙ্কারি চল্‌বে না, অজয়। আমি বাবাকে লিখে দিচ্ছি, তোমার মতন বাঁদরকে আমি পুষতে পারবো না।" ক্রন্দনরতা মেয়েটার গালে সবেগে এক চিম্‌টি মারিয়া ফের জা-কে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"আর তোমাকেও বলছি দিদি, এই ধুম্‌সো মেয়ে নিয়ে আর কোথাও গিয়ে পথ দেখ। এইখেনে থেকে আর আত্মীয়-স্বজনের মুখ হাসিয়ো না।"

"নমিতা !" অজয়ের ডাক শুনিয়া নমিতা মায়ের বুকের মধ্যে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। "তুমি তবু এই মিথ্যাচার এই পাপের মধ্যে বেঁচে থাকৃবে ? সব ছেড়ে-ছুড়ে এস আমার সঙ্গে।" বলিয়া

হঠাৎ দুর্নিবার আবেগে অজয় হয় ত' এক-পা আগাইয়া আসিতে চাহিল। সামনেই সিঁড়ি। টাল সাম্‌লাইতে না পারিয়া একেবারে হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোতে বেশ বুঝা গেল, কপালের সাম্‌নেটা ফাটিয়া গিয়া গল্‌গল্‌ করিয়া রক্ত বাহির হইতেছে। সবাই এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল। কমলমণি গিরিশ বাবুকে খবর দিতে উপরে ছুটিলেন। গিরিশ বাবু যখন নামিয়া আসিলেন, তখনো অজয়ের জ্ঞান হয় নাই। নমিতার মা'র কোলে মাথা রাখিয়া সে শুইয়া আছে—আর নমিতা দূরে একেবারে পাথরের মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে।

গিরিশ বাবু আসিয়াই হাঁক দিলেন: "এ-সব কি কাণ্ড বৌদি! তুমিও এসে এই অনাছিষ্টি ব্যাপারে হাত দেবে ভাবিনি। রাখ, রাখ,—রক্ত বন্ধ হয়েছে ত'? শুইয়ে দাও বিছানায়।" বলিয়া চাকরকে উঠাইয়া ধরাধরি করিয়া অজয়কে তাহার বিছানায় আনিয়া ফেলিলেন। নমিতা তখনো মূঢ়ের মত দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল। গিরিশ বাবু তাহাকে দেখিতে পাইয়াই ধমক দিয়া উঠিলেন: "তুই আর এখানে মরতে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন? যা এখান থেকে।"

গিরিশ বাবু পেছন হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। নমিতার কানে তখনো যেন অজয়ের করুণ গোঙানি লাগিয়া আছে, তবু তাহাকে উপরেই যাইতে হইল। আর বারান্দায় নয়, একেবারে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। মা উপরে আসিলে নমিতা একবার চোখ চাহিয়াছিল হয় ত'; মা ঘৃণার সঙ্গে বলিলেন,—"আমাকে আর তুই ছুঁস্‌নে পোড়ামুখি! তোর কপালে কেরোসিন তেল জুট্‌ল না? এর

আগে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়্‌তেও ত' পারতিস হতভাগী।" বলিয়াই মা পাগলের মত তাঁহার কপালটা বারে বারে ঘরের দেয়ালে ঠুকিতে লাগিলেন।

পরদিন ভোর হইতেই গিরিশ বাবু দরজার গোড়ায় আসিয়া হাঁকিলেন: "বৌদি!"

নমিতা সমস্ত রাত্রি আর ঘুমাইতে পারে নাই। কাকার ডাক শুনিয়া মাকে জাগাইয়া দরজা খুলিয়া দিল। নমিতার মা কুণ্ঠিত মুখে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই গিরিশ বাবু কহিলেন,—"তোমার মেয়েকে আমার বাড়িতে আর রাখা চল্‌বে না, বৌঠান্। ওর শ্বশুর ত' এখেনেই আছে, একটা চিঠি লিখে দি, নিয়ে যাক্। অজয়টাকেও আজ বাড়ি ছেড়ে চলে' যেতে বল্লুম।"

নমিতার মা না বলিয়া পারিলেন না: "এত জ্বরের মধ্যে!"

গিরিশ বাবু একটা ট্রাঙ্কের উপর জায়গা করিয়া বসিলেন, বলিলেন, —"আজ যদি না যায়, সেবা করতে তোমার মেয়েকে ত' আর সেখানে পাঠানো চল্‌বে না।" বলিয়া নমিতার দিকে একটা বক্র-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

নমিতা অনেক সহ্য করিয়াছে, কিন্তু এইবার তাহার দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা এক সঙ্গে মোচড় দিয়া উঠিল। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"একজন পরিত্যক্ত রুগীর পরিচর্য্যা করার মধ্যে আপনারা যতই কেন না পাপ খুঁজে বেড়ান কাকাবাবু, যিনি মানুষের অন্তর পর্য্যন্ত তন্ন-তন্ন করে' দেখ্‌ছেন, তিনি কিন্তু ক্ষুণ্ণ হন্ নি।" বলিতে বলিতেই তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া জল নামিয়া আসিল।

গিরিশ বাবুকে কোন কথা কহিতে না দিয়াই নমিতার মা কহিলেন,—"চুপ কর্ বল্‌ছি। তাই ভাল, ঠাকুরপো, বেয়াইকে খবর দাও। ওখেনেই গিয়ে থাকুক্ কয়েকদিন।"

নমিতা আবার শক্ত হইল। কহিল,—"কেন আমি ওখানে গিয়ে থাক্‌বো ? আমি কি করেছি ? ওটা কি আমার নির্ব্বাসন নাকি ?"

গিরিশ বাবু দাঁত খিঁচাইলেন: "তবে ঐ গুণ্ডাটার গলা ধরে' বেরিয়ে পড়্‌লেই ত' পারতিস্।"

মাও কাকার কথার সুরে সায় দিলেন: "শ্বশুর বাড়ি না যাবি ত' যমের বাড়ি যাস্।"

নমিতা গোঁ ধরিয়া বসিল: "এমন একটা কাণ্ড আমি অবশ্য করিনি যাতে রাতারাতি তোমাদের ঘর-সংসার একেবারে উল্‌টে ছত্রখান হ'য়ে গেল। আমি শুধু শুধু সেখানে যাবো কেন ?"

পাশের ঘর হইতে কমলমণি ছুটিয়া আসিলেন,—"বসে' বসে' কে তোমাকে এখানে গেলাবে শুনি ? মদ্দরও ত' বেহদ্দ হয়েছ—এবার রোজকার করে' পয়সা আন, নিজেরটা নিজে জোগাড় কর এবার থেকে। বাবাঃ, কী গলগ্রহই যে জুটেছে।"

নমিতা আর কথা না কহিয়া বারান্দায় চলিয়া আসিল। এত বড় পৃথিবীতে কোথাও একটুও বদল হয় নাই, রাস্তার ধূলার উপরে তেমনিই রোদের গুঁড়া পড়িয়াছে। সকাল হইতেই যে কুঠে বুড়োটা বহুলোচ্চারিত ঈশ্বরের নামটাকে একটা বিকৃত-ধ্বনিতে পর্য্যবসিত করিয়া ফেলিয়াছে, সে লাঠি ভর করিয়া গলির মোড়ে আসিয়া বসিল। কিন্তু কাল্‌কের রাত পোহাইতেই নমিতা যেন এক নব-প্রভাতের তীরে

আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। হয় ত' এখন অজয় আরেকবার ডাকিলে সে বাহির হইয়া পড়িতে পারিত। কোথায় যাইত তাহা সে জানে না, কিন্তু এমন করিয়া মরিতে হয় ত' নয়।

রেলিঙে ঝুঁকিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতেই তাহার নজর পড়িল একটা ছ্যাকড়া গাড়ি এক-রাজ্যের মাল-বোঝাই হইয়া গলি পার হইতেছে। গাড়ির ভিতরে নজর পড়িতেই বাহির হইয়া পড়া দূরের কথা, নমিতার নিশ্বাস পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া আসিল। পেছনের সিট্‌টাতে হেলান দিয়া অজয় অতি কষ্টে সামনের জায়গাটায় পা দুইটা ছড়াইয়া শুইবার মতন করিয়া বসিয়া আছে—মাথায় তাহার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। দেখিয়া নমিতা সম্বিৎ হারাইল কিনা কে জানে, সে সহসা হাতছানি দিয়া গাড়োয়ানকে থামিবার জন্য সঙ্কেত করিল। গাড়োয়ান তাহা লক্ষ্য করিল না, ভিতরে যে-ব্যক্তি যন্ত্রণায় মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল, এই ইঙ্গিতটি তাহারও অগোচর রহিয়া গেল।

গাড়ি অবশ্য অজয় থামাইত না। গাড়ি মোড় পার হইয়া গেলে সে একবার পেছনে বাড়িটা দেখিবার জন্য মুখ বাড়াইল—যাহাকে দেখা গেল না, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল: আমার সঙ্গে না এসে ভালোই করেছ, নমিতা। একদিন যাতে নিজেরই পায়ের জোরে পথের ওপর নেমে আসতে পার, তোমার ওপর ততটা লাঞ্ছনা হোক্। আমি সুখী হ'ব।

নানা জায়গা ঘুরিয়া সন্ধ্যাটা কাটাইয়া প্রদীপ তাহার মেসের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল কে একটা লোক তাহার বিছানার উপর উবু হইয়া পড়িয়া আছে। তিন সিটের ঘর—বাকি দুই জনের এত শীঘ্র বাড়ি ফিরিয়া আসিবার কথা নয়। রমেন বাবু শহরের কি-একটা বায়স্কোপ-ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া টিকিট কুড়ান্, আর প্রীতিনিধান রাত্রি করিয়া কোন্-একটা কোচিং-ক্লাশে মোক্তারি পড়িতে যায়। তাহারা এই অসময়ে মেসে ফিরিয়া আসিলেও কখনই প্রদীপের বিছানায় গড়াইতে সাহস করিত না। প্রদীপ উহাদের চেয়ে শয্যা-বিলাস সম্বন্ধে উদাসীন বা অপরিচ্ছন্ন বলিয়া নয়, উহাদের সংস্রব হইতে সে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিত বলিয়া। তা ছাড়া ঘরের তালাই বা কে খুলিল,—খুলিল ত' কষ্ট করিয়া আলোটাই বা জ্বালাইল না কেন!

লণ্ঠন জ্বালাইবার সময় ছিল না; সাহস করিয়া আগন্তুকের গায়ে ঠেলা দিয়া কহিল,—"কে?"

লোকটি অনেকক্ষণ পরে সাড়া দিল। মুখ না ফিরাইয়া আন্দাজে উত্তর দিল: "প্রদীপ এলে?"

স্বর পরিচিত। এইবার পকেট হাতড়াইয়া দেশ্‌লাই বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি আলো জ্বালাইল। দেখিল, অজয়। জীর্ণ ময়লা কাপড়-জামার মধ্যে নিজের শরীরটাকে শামুকের মত সঙ্কুচিত করিয়া পড়িয়া আছে। অজয়ের গলা শুনিয়া প্রদীপ যেমন সুখী হইয়াছিল, ভয়ও হইয়াছিল ততখানি। ভয় হইয়াছিল, অজয় বুঝি তাহার স্বাভাবিক যৌবন-প্রমত্ততায় আবার কোথাও হঠকারিতা করিয়া বিপদে পড়িয়াছে; আর সুখী হইয়াছিল এই ভাবিয়া যে, তাহার আশ্রয়ে সে যখন একবার

আসিয়া পড়িয়াছে, তখন তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারে এমন লোককে পৃথিবীতে প্রদীপ নিশ্বাস নিতে দিবে না। কিন্তু আলো জ্বালাইয়া অজয়ের এই শ্রীহীন কাতর চেহারা দেখিয়া প্রদীপ বিমর্ষ হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি অজয়ের গা ঘেঁসিয়া বসিয়া প্রদীপ জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হ'ল অজয় ? কোথেকে ?"

একটা দুর্ব্বল হাত দিয়া প্রদীপের বাহুটা চাপিয়া ধরিয়া অজয় কহিল,—"জান-ই ত' লোকের সন্দেহ এড়াবার জন্যে একটা ভদ্র-আস্তানা ঠিক রেখেছিলুম, আপাতত সেই আস্তানা থেকেই আস্‌ছি। ভীষণ জ্বর এসেছে।"

প্রদীপ ব্যাকুল হইয়া কহিল,—"জ্বর নিয়ে বাড়ি ছাড়লে কেন ? কেউ তাড়া করেছিল না কি ?"

ম্লান একটু হাসিয়া অজয় কহিল,—"এবার যে তাড়া করেছিল সে আমাদের সকল শত্রুর চেয়ে দুর্দ্দম। তার কাছেই আমরা বার বার হেরেছি, বার বার হারব,—সে আমাদের ভাগ্য।"

অজয়ের চুলের মধ্যে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নিগ্ধস্বরে প্রদীপ কহিল,—"তোমার এই বড় দোষ অজয়, তুমি বড্ড ভাবুক। তুমি সোজা বুদ্ধিকে কল্পনা দিয়ে ঘুলিয়ে তোল। কি হয়েছে স্পষ্ট করে' বল্‌বে ?"

প্রদীপের ঠাণ্ডা হাতখানি অজয় তাহার উত্তপ্ত গালের উপর চাপিয়া ধরিল; কহিল,—"ভাবুকতা না থাক্‌লে কোনো পরাজয়, কোনো ব্যর্থতাকেই মহনীয় করে' দেখা যায় না। সে-তর্ক তোমার সঙ্গে পরে করলেও চল্‌বে। সোজা স্পষ্ট করে'ই বল্‌ছি। কিন্তু সব কথা স্পষ্ট করে' বল্‌লে তার মানেটা সব সময়েই পরিস্ফুট হয় না, প্রদীপ। যেমন

ধর, আমি যদি বলি, একটি মেয়ে আমার অনুগামিনী হ'ল না বলে'ই আমি অভিমানে বেরিয়ে পড়লাম—কথাটার আদ্যোপান্ত তুমি বুঝ্‌তে পারবে?"

প্রদীপ হাসিয়া কহিল,—"কথাটাকে যদিও এর চেয়ে স্পষ্ট করে' বলা যেত, তবু এটুকুই আমার কাছে যথেষ্ট অর্থবান হ'য়ে উঠেছে। মেয়ে! আর আমাকে বল্‌তে হবে না। রোগ শুধু তোমার গাত্রোত্তাপ নয়, অজয়।"

অজয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল: "হ্যাঁ জানি। এ আমার আত্মার উত্তাপ, প্রদীপ। কিন্তু মেয়েটি তাকে দেহের উত্তাপ বলে'ই ধরে' নিল। তোমাকে স্পষ্ট করে'ই বলি তা হ'লে। দেখ কিছু করা যায় কি না।" বলিয়া অজয় তাহার মাথাটা প্রদীপের কোলের উপর তুলিয়া দিল। যেন আপন অন্তরের সঙ্গে কথা কহিতেছে, তেমনি মৃদু-গভীর ও বেদনাগদ্গদস্বরে বলিতে লাগিল,—"মেয়েটি বিধবা, নিরলঙ্করা, অশ্রুমতী! আমাদের ব্রতচারিণী তপস্বিনী ভারতবর্ষ। কিন্তু হঠাৎ একদিন তারই সেই ম্লান চোখে বিদ্যুৎ দেখতে পেলুম—বুঝলুম সে বিদ্রোহিনী। মনে মনে তাকে প্রার্থনার মত আহ্বান করেছিলুম হয় ত', সে আচার ও কৃত্রিম লজ্জাশীলতার বেড়া টপকে আমার ঘরে চলে' এল মর্ত্তাবতীর্ণা মৃত্যুর মত। দুই হাতে সেবা নিয়ে, চোখে নিয়ে করুণা! মনে রেখো প্রদীপ, রাত্রে এল—যে-মুহূর্ত্তে কবির মনে কল্পনাকায়া কবিতার আবির্ভাব হয়। আমি তাকে বল্লুম, আমার হাত ধরে' বেরিয়ে পড়, নমিতা।"

কথার মাঝখানে প্রদীপ হঠাৎ চম্‌কাইয়া উঠিল: "নমিতা?"

অজয় বলিয়া চলিল : “আমাকে শেষ করতে দাও। বল্লুম, নমিতা, আমার সঙ্গে এস। লাখো লাখো মেয়ে মরছে, সমাজে সংসারে অসংখ্য তাদের অত্যাচার। কেউ মরছে আচারের দাসত্ব করে’, কেউ সন্তান-ধারণ করে’—কেউ কেরোসিন জ্বালিয়ে, কেউ গলায় দড়ি দিয়ে। তুমি বীর-ভগ্নীর মত মরবে, এস।”

প্রদীপ আবার বাধা দিল : “নমিতা কি বল্‌লে ?”

ম্লান বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া অজয় কহিল,—“নমিতার উত্তর শুনে তুমি হেসো না, প্রদীপ। ভাব্‌লে আমি বুঝি ওকে ঘর থেকে বের করে’ নিয়ে যেতে চাই তুচ্ছ দেহ-বিলাসের জন্যে। বল্‌লে : আপনি যে এত খারাপ তা আমি ভাবিনি। কথাটা মনের মধ্যে দাগ কেটে বসে’ আছে। পরে ভাবলুম, বাঙালি মেয়ের কাছ থেকে এর বেশি আর কী উত্তর আমরা প্রত্যাশা করতে পারি ?”

প্রদীপ কহিল,—“ও! নমিতা তা হ’লে তোমার ভগ্নীপতির ভাই-ঝি হয়! কাছেই আছে তাহ’লে। আমি এতদিন ওর একটা ঠিকানা পর্য্যন্ত পাই নি। তোমার সঙ্গে দেখাও ত’ আজ প্রায় তিন বছর বাদে। প্রথম দেখা কবে হয়েছিল মনে আছে ?”

—“আছে না ? সেই চিতোর-গড়ে, রাণা কুম্ভের জয়স্তম্ভের ওপরে! কিন্তু নমিতাকে তুমি চিন্‌লে কি করে’ ?”

—“সেই জয়স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে চারদিকের অগণন পাহাড়ের দিকে চেয়ে তুমি কি বলেছিলে মনে আছে, অজয় ? বলেছিলে তুমি অতীতে ছিলে জয়মল্ল, দুর্গ রক্ষা করতে গিয়ে আকবরের হাতে প্রাণ দিয়েছ, পরে নতুন দেহ নিয়ে নতুন যুগে বাঙলা দেশে অজয় হ’য়ে

জন্মিয়েছ। কথাটা ভাবুকতার চূড়ান্ত, কিন্তু সেই দিনই তোমার সঙ্গে বন্ধুতা না করে' পারলুম না। তার পর দুই জনে ঝড় আর বিদ্যুতের মত সহযাত্রী হ'য়ে সমস্ত উত্তর-ভারতটা মথিত করে' এলুম। আজ এত দিন বাদে তুমি আমার ঠিকানা পেলে কি করে'?"

অজয় হাসিয়া কহিল,—"তার চেয়েও বড়ো জিজ্ঞাস্য, তুমি নমিতাকে চিন্‌লে কি করে'?"

প্রদীপ বলিল,—"নমিতার স্বামী সুধীন্দ্র আমার সাহিত্যিক বন্ধু ছিল। রাণীগঞ্জে ও যখন মরে, তখন আমিই ওর পাশে ছিলাম।"

—"তোমার ঠিকানা আমি পেলুম অত্যাশ্চর্য্যরূপে, প্রায় সতেরোটা মেস্‌ খুঁজে। অত্যাশ্চর্য্য বলছি, কারণ তুমি যে এখনো কলকাতায়ই আছ, তা আমি ভেবে নিলুম কি করে'? মনে হ'ল এর আগে রাস্তায় একদিন যেন তোমাকে আমি দেখেছিলুম চিনে-বাদাম খাচ্ছ। দিন সাতেক আগে হয় ত'। এখনো তোমাকে চিনে-বাদাম খেতে হয় নাকি? ভাবলুম দিব্যি বিয়ে-থা করে' ব্যথার সমুদ্র পার হ'য়ে এসেছ বুঝি।"

অজয়ের মুখে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া প্রদীপ কহিল,—"আমার ইতিহাসটা এমন নয় যে তাকে জাঁকজমক করে' বর্ণনা করতে হবে। নমিতার সন্ধান পেলুম, ঐটা আমার একটা সম্পত্তি, অজয়। নমিতাকে আর হারাচ্ছি না।"

এইবার অজয় একেবারে খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল; কহিল,—"মেয়েমানুষ সব সাধনার বিঘ্ন, প্রদীপ—সে কবিতায়ই হোক্‌ বা ধর্ম্মাচরণেই হোক্‌। আমার বিশ্বাস আর নেই। একাকী থাকবার

মধ্যে সুখের চেয়ে সুবিধা বেশি। সে-বাড়িতে এতক্ষণে ঢি-ঢি পড়েছে—নমিতা সংসারের চোখে কুলটার কলঙ্ক নিয়ে বিরাজ করবে—তবু কূলপ্লাবিনী হ'য়ে বেরিয়ে পড়বে না !"

—"তুমি বল কি, অজয় ?"

—"বলেছি না, ভাগ্য ! নমিতার ভাগ্য। আমাকে খারাপ বলে' বর্জ্জন করে' সে তার শুদ্ধাচার সতীত্বের খাপে তার বিদ্রোহাচরণের তলোয়ার ঢেকে রাখ্‌ছিল, এমন সময় শাসনকর্ত্তার দণ্ড নিয়ে দিদির আবির্ভাব হ'ল। নমিতা পড়ল ধরা ! আর যায় কোথা ! নমিতা রাত করে' লুকিয়ে পরপুরুষের দুয়ারে পসারিণী হয়ে এসেছে ! সমস্ত মুখে কালি মাখিয়ে নমিতা স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল, তবু কালীর মত জেগে উঠ্‌তে পারল না। আমি ওকে প্রণাম করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু এমন নমিতাকে শেষ পর্য্যন্ত আমি শ্রদ্ধাটুকু পর্য্যন্ত দিতে পারলুম না ভাই।"

এইবার প্রদীপ আর না-হাসিয়া থাকিতে পারিল না। অবোধ সন্তানকে মা যেমন সান্ত্বনা দেন, তেমনিভাবে কোলের উপর অজয়ের মাথাটাকে আস্তে আস্তে একটু একটু দোলা দিতে দিতে প্রদীপ কহিল,—"তুমি এত বেশি হঠকারী যে, ব্যগ্রতাকে সংযত করতে শেখনি। তোমার মত দ্রুত নিশ্বাস যে নিতে না পারে তাকে তুমি মৃত বলে'ই ত্যাগ কর—এটা তোমার বাড়াবাড়ি। প্রত্যেক পরিণতির পেছনে প্রচুর প্রতীক্ষা চাই। আমরা এই বলদৃপ্ত যৌবনের পূজায় কত অসংলগ্ন দিন-রাত্রির অঞ্জলি দিয়েছি, তার হিসেব রাখ ? ঝড়ে আমি বিশ্বাস করি না, তার চেয়ে একটি স্থির-প্রশান্ত গভীর-নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের আমি উপাসক। নমিতা সংসারেই বিরাজ করুক, সেখানে থেকেই

যদি তার গ্রন্থি ও শিথিল করতে পারে তবেই ভালো। তার জন্যে ও লাঞ্ছিত হোক্, অপমানিত হোক্—সেটা তার আশীর্ব্বাদ।"

নিশ্বাস ফেলিয়া অজয় কহিল,—"আমিও তাকে সেই কথাই বলে' এসেছি।"

—"সেইটেই সব চেয়ে বড়ো প্রার্থনা। আমার সঙ্গে তার যে একটা ব্যাপার ঘটে' গেছে, সেটা তোমাকে পরে বল্‌লেও চল্‌বে। এখন তোমাকে কিছু খাওয়াই।"

অজয় কহিল,—"ক্ষিদে আমার সত্যিই পেয়েছে। কিন্তু তোমার আছে কি যে খাওয়াবে? এই ত' তোমার বিছানার চেহারা! সামান্য একটা বাক্সও তোমার আছে বলে' মনে হচ্ছে না।" বলিয়া মাথা তুলিয়া অজয় ঘরের চারিদিকে একবার চাহিল।

প্রদীপ হাসিয়া বলিল,—"দুর্ভাগ্যবশত তোমার জ্বর হ'য়েছে বলে' তোমাকে আজ খাওয়াতে পারব না বলে' মনে হচ্ছে না। পকেটে দু' আনা এখনো আছে বোধ হয়। তুমি একটু শুয়ে থাক। আমি সাবু আর মিছ্‌রি কিনে নিয়ে আস্‌ছি।"

অজয়কে ঘুম পাড়াইয়া প্রদীপ ছাতে চলিয়া আসিল। নিজের তক্তপোষটা বন্ধুকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে; তাহা ছাড়া ঘুমও যে আসিবে এমন মনে হইতেছে না। অস্থিরপদে সে ছাতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত পাইচারি করিতে লাগিল। সে এ কয়দিন প্রচুর আলস্যভোগ করিয়াছে, এইবার আবার তাহার দুই ব্যাকুল পক্ষ প্রসারিত করিতে হইবে। কিন্তু একটা করিবার মত কিছু না করিতে পারিলে তাহার আর স্বস্তি নাই।

রেলিঙ্-হীন ছাতের এক ধারে পা ঝুলাইয়া প্রদীপ বসিয়া পড়িল। অন্ধকার আকাশে অগণন তারা কোটি-কোটি ব্যর্থস্বপ্নের মত উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে; রাস্তায় মুখ বাড়াইয়া চাহিয়া দেখিল একটি লোকও পথ চলিতেছে না। এই অবারিত স্তব্ধতার মধ্যে নিজেকে প্রদীপের কী যে নিঃসঙ্গ ও একাকী লাগিল! নিজের পেশীবহুল দৃঢ় বক্ষতটের দিকে চাহিয়া সে ভাবিল, সে কি জন্য নিশ্বাস ফেলিতেছে—এই পৃথিবীতে সে আসিয়াছে কেন? কি সে করিতে চাহিতেছে? অজয়ের দুই চোখে উগ্র মৃত্যু-পিপাসা; সে বলে: আমরা পৃথিবীতে আসিয়া মরিব এই আমাদের জীবনধারণের পরম পরিপূর্ণতা—কর্ম্মসাধনায় আমাদের মৃত্যুকে মহিমান্বিত করিয়া তোলাই আমাদের কাজ। আমি আয়ুর ভিখারী নহি। স্ফটিক হইয়া চূর্ণ হইব তাহাও ভালো, তবু সামান্য প্রস্তরখণ্ড হইয়া গৃহচূড়ে অবিনশ্বর আলস্যে বিরাজ করিব না। জীবনের মর্য্যাদা কষিতে হইবে মানুষের মৃত্যুর মূল্যে।

অজয় তাই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে সবলে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে—সে তাহা চায় না। তাহার বাবার সম্পত্তির আয় বৎসরে কম করিয়া পনেরো

হাজার টাকা, সে দুই হাতে তাহা নিয়া পুতুল খেলিতে পারিত। সে বলে: "বাবা যদি আমার এই ত্যাগ দেখে আমাকে ত্যাজ্যপুত্র না করেন ত' এই টাকা দিয়ে আমি মাসিক একটা বৃত্তির ব্যবস্থা করব। সামান্য হোক্ ক্ষতি নেই, কিন্তু একটা উদার উদাহরণ ত' দেখানো যাবে। সুদূর দৃষ্টি আমাদের দেশে অনেকেরই আছে প্রদীপ, কিন্তু সুন্দর একটা দৃষ্টান্ত নেই।"

প্রদীপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল: "কি তোমার সেই উদাহরণ?"

—"মোটামুটি এই। জেল থেকে যে-সব কয়েদি বেরিয়ে এসে ফের চুরি ও ডাকাতি করা ছাড়া বেকার-যন্ত্রণা নিবারণ করবার আর পথ পায় না, তাদের জন্যে ছোটখাট করে' একটা ভরণপোষণের সংস্থান করে' দেব। যারা চুরি-ডাকাতি করে, তারা যত গর্হিত কাজই করুক না কেন, তাদের বুদ্ধি আছে, সাহস আছে, দলবদ্ধ হ'বার কৌশল জানা আছে। শুধু তাই নয়, একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে কাজ করার মধ্যে যে-সব গুণ থাকে, তা থেকেও ওরা বঞ্চিত নয়।"

প্রদীপ ফের প্রশ্ন করিয়াছিল: "যেমন?"

—"যেমন ধরো কার্য্য সিদ্ধ করতে কেউ যদি আহত হয়, তবে তাকে তারা নিরাপদ স্থানে বহন করে' রক্ষা করে—গোপনে-গোপনে সেবা-শুশ্রূষা করতে ত্রুটি করে না। এরাও মানুষ প্রদীপ, এদেরো মহত্ত্ব আছে। তোমাদের মত এরাও মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে চাঁদ দেখে, কোনো একখানি মুখের সাদৃশ্য খুঁজে নিতেও হয়ত' দেরি করে না। সমাজ থেকে এদের বহিষ্করণের পথ আমি বন্ধ করে' দেব।"

প্রদীপ হাসিয়া বলিয়াছিল : "কিন্তু তোমার বাবা যদি তোমাকেই বহিষ্কার করেন ?"

উত্তরে অজয়ও হাসিয়াছিল বৈ কি। বলিয়াছিল : "বছরে পনেরো হাজার টাকা ? ফুঃ! কেড়ে নিতে কতক্ষণ!"

অদ্ভুত, অসাধারণ অজয়। তাহার সঙ্গে পা মিলাইয়া চলে প্রদীপের সাধ্য কি। সে তাহা চাহেও না। সে তাহার দেহের প্রতিটি স্নায়ু ভরিয়া তপ্ত রক্তস্রোত অনুভব করিতে চায়। এই ভাবে মরিয়া বাঁচিতে তাহার ইচ্ছা করে না। অজয় তাহাকে বিলাসী, ভাবুক, অলস— আরো কত-কি বলিবে, তবু আজিকার এই নক্ষত্রপ্লাবিত আকাশের নীচে সে নিজেকে বিরহী মানুষ বলিয়াই অভিনন্দিত করিয়া সুখ পাইল।

একটা ছোটখাট চাকুরি পাইলে সে বাঁচে। এমন করিয়া ভূতের বেগার খাটিতে সে লাহোর হইতে কলিকাতা আর ঘুরিতে পারে না— সে এখন একটু জিরাইয়া লইলে পৃথিবীর দুর্দ্দশা কি এমন ভয়াবহ হইত, তাহা সে ভাবিয়া পায় না। কত দিন পরে সে ছাতে উঠিয়া আকাশ দেখিল কে জানে! সে যে একদিন কল্পিত মানুষের সুখ-দুঃখ, মন-দেওয়া-নেওয়া নিয়া গবেষণা করিয়াছে বা করিতে পারে এমন কথা সে নিজেই ভুলিতে বসিয়াছিল—কিন্তু আজ তাহার রাত জাগিয়া, ভারি মিষ্টি করিয়া একটি ছোট গল্প লিখিতে ইচ্ছা করিতেছে। একটি সাধারণ ঘরোয়া গল্প—দুইটি সংসারানভিজ্ঞ স্বামী-স্ত্রী লইয়া। গল্পের একটি ছত্রেও রোমাঞ্চকর উদ্দীপনা থাকিবে না—পুষ্করিণীর মত নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত জীবন।

সে গল্প লিখিতে লিখিতে তন্ময় হইয়া থাকিবে, ঘরের আরেকটি লোক সামনের নিবু-নিবু দীপশিখাটি উস্কাইয়া দিলে তাহার সহসা জ্ঞান হইবে যে, অন্ধকার ঘরে মাটির বাতিটির চেয়েও উজ্জ্বল আরেকখানি মুখ আছে। প্রদীপ চক্ষু বুজিয়া সে-মুখ ভাবিতে গেল। স্তিমিতাভ বিমর্ষ মুখ। আশ্চর্য্য, কপালে সিন্দুর নাই। মুখখানি দেখিয়া মনে হয়, কত বৎসর আগে যেন তাহাকে একবার দেখিয়াছে। নাম ধরিয়া ডাকিলেই কথা কহিবে।

এই সব কথা শুনিলে অজয়ের দলের লোকেরা তাহাকে যে কি ভাবিবে, তাহা সে জানিত। কিন্তু এমন করিয়া ভণ্ডামি করিবারই বা কি মানে আছে? অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুখের জন্য সে নিজের সুখকে তুচ্ছ করিতে পারিলে হয় ত' কোনো দিন কলিকাতা শহরে তাহারই নামে একটা রাস্তা হইয়া যাইত; কিন্তু নিজের সুখকে যদি সে জুতার সুখতলার মত ছুঁড়িয়া ফেলিতে না পারে তবে কি তাহার ক্ষমা মিলিবে না? সুখ সে পাইবে কিনা কে জানে, হয় ত' যে-পথে সে পা বাড়াইবে ভাবিতেছে, সে-পথে দুঃখের রাজ-সমারোহ চলিয়াছে—তবু হয় ত' তা সমারোহই। কোথায়ই বা সমারোহ নয়? যে কিছু চাহে না বলিয়া ভগবানকেই চাহে, ঐশ্বর্য্য সে কম ভোগ করে না। মরিলে সে অমর হইবে, এমন একটা পরম প্রলোভনেই ত' অজয়—অজয় হইয়াছে।

সে এই মরণের মধ্যে নমিতাকে টানিয়া আনিতে চাহিয়াছিল! ছি ছি! নমিতার মধ্যে সে বন্দী ভারতবর্ষের মৌনী মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিত হইল, কিন্তু তাহার অন্তরালে যে কত কালের স্থবির সমাজের

কলুষিত সংস্কার রহিয়াছে, সে দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল না। নমিতার মর্য্যাদা উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহে নয়, সংযত আত্মপ্রতিষ্ঠায়। তাহার মুক্তি কৃপাণে নয়, কল্যাণে। প্রদীপ নমিতার পথ-নির্দ্দেশ করিবে। সে আর স্থির হইয়া বসিতে পারিল না, হাঁটিতে সুরু করিল।

তারাগুলি ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে। প্রদীপ ছাতের উপরই একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, বোধ করি কি-একটা শব্দ হইতেই তাহার ঘুম ভাঙিল। স্পষ্ট চোখে পড়িল, কে যেন তাহার শিয়রের কাছে বসিয়া আছে। প্রথমটা ভালো করিয়া ঠাহর হইল না। লোকটাকে চিনিবার জন্য সে জামার পকেট হইতে টর্চ্চ বাহির করিতে গেল। একা ছাতে আসিয়াছে অথচ টর্চ্চ লইয়া আসে নাই। এই লোকটা যদি এখন অপ্রতিবাদে অস্ত্র-প্রয়োগ করিয়া বসে! যে এত অসাবধান ও অমনোযোগী, তাহার পক্ষে ত' সব ছাড়িয়া-ছুঁড়িয়া দিব্য বিবাহ করাই প্রশস্ত। ঐ পক্ষ হইতে একটা কাণ্ড হইয়া গেলে কেলেঙ্কারির আর সীমা থাকিবে না। বেচারা অজয় অসহায়!

ভীষণ ঘাব্‌ড়াইয়া গিয়া প্রদীপ কি করিয়া বসিবে, ভাবিতে ভাবিতেই লোকটা ভারি স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল: "আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছ না? আমি সুধী।"

—"সুধী?" আতঙ্কে ও বিস্ময়ে প্রদীপ লাফাইয়া উঠিল। নক্ষত্র-মণ্ডলীর প্রভাবে সে হঠাৎ পাগল হইয়া যায় নাই ত'? নাকের নীচে ডান-হাতের তালুটা পাতিয়া সে নিজের নিশ্বাস অনুভব করিল। মনে ত' হইল সে বাঁচিয়া আছে। তবে ছাত বাহিয়া এই লোকটা কোথা হইতে আসিয়া নিজেকে সুধী বলিয়া পরিচয়

দিতেছে। ধমক দিবার জন্য সে চেঁচাইতে চাহিল, কিন্তু স্বর বাহির হইল না।

লোকটি কহিল: "আমি বদ্‌লেছি বলে' ত' একটুও মনে হয় না। অনেক দূর দেশে বেড়াতে গিয়েছিলুম,—বায়ুকোণে ঐ যে তারাটা দেখ্‌ছ সেখানে। সেখানে সাহিত্যিক বলে' আমার খুব নাম হয়েছে। তোমাদের ভাষায় আমার বইগুলি অনূদিত হয় নি?"

যাহা হোক্, লোকটা মারমুখো নয়, বেশ বিনাইয়া কথা কহিতে জানে। প্রদীপ এবার গলা খুলিয়া বলিতে পারিল: "দূরদেশ থেকে এতদিন বাদে কি মনে করে'? বায়ুকোণের তারায়ও বেকার-সমস্যা চলেছে নাকি?"

সুধী উদাসীন হইয়া কহিল,—"অনেকদিন পরে নমিতা আমাকে স্মরণ করেছে, প্রদীপ। না এসে থাকতে পারলুম না। আমি এখুনি তার কাছ থেকে আসছি।"

—"নমিতার কাছ থেকে আস্‌ছ—তার মানে? ভূত হ'য়েও তুমি তার ওপর স্বামীত্ব ফলাবে? কে আর তোমার নমিতা? সূর্য্য অস্ত গেলেও তোমাদের দেশে আলো থাকে নাকি? নমিতার প্রতি তোমার এই রূঢ় আচরণ আর আমি সহ্য করবো না।" প্রদীপ হাত বাড়াইয়া সুধীকে ধরিতে যাইতেছিল, সে একটু সরিয়া বসিল।

সুধীর মুখে স্বল্প-ম্লান হাসি: "আমি সেই কথাই নমিতাকে বুঝিয়ে দিয়ে এলুম। তার ইহজীবনে আমি যে তার সত্যি করে' কেউ ছিলুম না, মরে' তার পূজোপচার আমি কি করে' গ্রহণ করব? তার কাছে আমি তোমার নাম করে' এসেছি।"

—"আমার নাম কেন করতে যাবে? আমি কে? তুমি বল্‌ছ কি সুধী?"

সুধী নিরুত্তর। তাহাকে নাড়া দিবার জন্য প্রদীপ সামনের দিকে তাহার দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিল। কিন্তু কঠিন একটা ইঁটে হাতের মুঠা দুইটা আহত হইতেই সে দেখিল ভোরের ফিকে আলোতে সুধীকে আর দেখা যাইতেছে না। বার কতক চক্ষু কচ্‌লাইয়া নীচু হইয়া ঝুঁকিয়া রাস্তায় তাকাইল—কতগুলি ময়লা-ফেলার গাড়ি জড়ো হইয়াছে। প্রদীপ কি করিবে ভাবিয়া পাইল না, ছাতে ফের পাইচারি করিতে লাগিল। ভালো করিয়া তাহার ঘুম হয় নাই। এমন স্বপ্নও মানুষে দেখে নাকি?

মেসের চাকর ছাতে কি-একটা কাজে আসিয়াছিল, তাহাকে প্রদীপ জিজ্ঞাসা করিল,—"তুই রাতে একবার উপরে এসেছিলি?"

একটা পরিত্যক্ত কাপড় গুটাইতে গুটাইতে যদু কহিল,—"না ত'।"

—"আচ্ছা, আমার ঘরের সবাই উঠেছে?"

—"অনেকক্ষণ।"

—"আমার বিছানায় কাল যিনি শুয়েছিলেন তিনি উঠেছেন?"

—"কৈ, জানি না, বাবু।"

—"যা, দেখে আয়।"

যদু কাপড় গুছাইয়া নামিয়া গেল। বিনা-সমাধানে হঠাৎ এই ছাত ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সে নাম করিতে পারিল না। খানিক বাদে যদু ফিরিয়া আসিল; কহিল,—"সে বাবু এখনো ওঠেন নি, শুন্‌লাম তাঁর জ্বর। কিন্তু নীচে আপনাকে কে ডাক্‌ছেন।"

—"আমাকে?" প্রদীপের অন্তরাত্মা শুকাইয়া উঠিল। অত্যন্ত ভীতস্বরে সে চুপি চুপি কহিল,—"কে ডাক্‌ছে রে?"

যদু হাসিয়া কহিল,—"একটি মেয়ে। চিনি না।"

—"মেয়ে? কে মেয়ে?" প্রদীপ দিবালোকেও রাতের স্বপ্নের জের টানিয়া চলিতেছে বোধ হয়।

হাত উল্টাইয়া যদু বলিল,—"তা ত' আমি জিজ্ঞাসা করিনি, বাবু।"

নিশ্চয়ই নমিতা আসিয়াছে। প্রদীপ আর সন্দেহ করিল না। স্যাণ্ডেল্ দুইটার মধ্যে পা দুইটা ঢুকাইয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া চলিল। সেই প্রত্যাশিত প্রভাত আজ আসিল বুঝি—নমিতাকে সে আজ কোন্ মূর্ত্তিতে দেখিবে? বিদ্রোহিনী বিজয়িনীর বেশে, না সরমনমিতা স্পর্শভীরু কবিকল্পনার মত? ভগবান করুন, সে যেন এই নির্ম্মল প্রভাতটির সঙ্গে একটি অম্লান সাদৃশ্য রাখিয়াই অবতীর্ণ হয়! সেই অল্প কয়টি মুহূর্ত্তের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে যে কত কিছু ভাবিয়া নিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু নীচে আসিয়া যাহাকে সে দেখিল, তাহা স্বপ্নেরও অতীত ছিল বোধ করি।

দম নিয়া প্রদীপ কহিল,—"তুমি? এ সময়ে এখানে?"

উমা মিষ্টি করিয়া হাসিয়া বলিল,—"সকালবেলা যে আমি মাঠে বেড়াতে যাই। প্রত্যহ। শচীপ্রসাদকে কাল আসতে বারণ করে' দিয়েছি। একাই বেরোলুম আজ।"

হতাশার আবেশটা কাটিয়া যাইতেই প্রদীপ যেন সুস্থ ও সচেতন হইল। কহিল,—"হঠাৎ আমার কাছে? কোনো দরকার আছে?"

উমা দুইটি টলটলে ডাগর চক্ষু নাচাইয়া কহিল,—“বল্‌বার মত দরকার কিছুই নেই তেমন।”

প্রদীপ হাসিয়া কহিল,—“না বলবার মত আছে ত' ?”

—“তেমন একটা কিছু না থাকলে বিজ্ঞানই অচল হ'য়ে পড়ে শুনেছি। শুন্‌তে চান্‌ ? আপনার সঙ্গে অনেকদিন দেখা নেই, দেখা করতে এলুম। আমাদের বাড়ির মত আপনিও আমাকে তাড়িয়ে দেবেন নাকি ?”

প্রদীপ কহিল,—“দিলেই কিন্তু ভালো হ'ত। কেননা এটা মেষ-জাতীয় পুরুষদের একটা মেস্‌। এখানে তোমার পায়ের ধূলো পড়লে অনেকের ব্যঞ্জনই বিস্বাদ হ'য়ে উঠ্‌বে।”

কৌতুহলী হইয়া উমা কহিল,—“কারণ ?”

—“কারণ, আমাকে সুনজরে দেখে না এমন প্রতিবেশী আমার উঠ্‌তে বস্‌তে। প্রকাশ্যে তুমি আমার আতিথ্য স্বীকার করলে, কাল-ক্রমে তুমিই হয় ত' আমার ওপর অকরুণ হ'য়ে উঠ্‌বে; কারণ একদিকে তোমার সংসার, অন্য দিকে এই কুৎসিত জনতা।”

উমা একটুও বিচলিত না হইয়া বলিল,—“অত সব কথা আমার মুখস্ত নেই। আপনার সঙ্গে দেখা করার দরকার আমার আছে কি নেই, সে বিচার আমি আপনার সঙ্গে করব। অন্য লোকের যদি তাতে গাত্রদাহ বা পিত্তশূল হয়, হবে। তাদের বিনা-দামে আমরা চিকিৎসা করতে যাব কেন ? চলুন্‌, ওপরে আপনার ঘরে। বল্‌বার মত দরকার একটা পেয়েছি।”

প্রদীপ ঘামিয়া উঠিল। উমা উত্তেজিত হইয়া সিঁড়ির উপর পা

বাড়াইয়া দিয়াছে। তাহাকে বাধা দিতে গেলেই সে আরো অবাধ্য হইয়া উঠিবে। প্রদীপ তাড়াতাড়ি রাস্তার উপর নামিয়া আসিল। বলিল,—"চল পার্কে, তোমার দরকার অদরকারের সমাধান হ'বে।"

উমা নড়িল না, কহিল,—"সেখানেও প্রকাশ্য জনতার ভয় আছে। আমি আপনার এই অন্যায় ও মিথ্যা সমাজহিতৈষণার শাসন করব। কথাটা খুব জম্‌কালো করে' বল্লুম, কেননা সোজা কথা ঘোরালো করে' না বল্‌লে আপনারা বোঝেন না। আপনার এই আতিথেয়তার প্রতিদান আমি দেব একদিন—আমাদের বাড়িতেই নিমন্ত্রণ করে'।"

প্রদীপের তবু সাহস হইতেছিল না ; না জানিয়া-শুনিয়া উমা এই বিপদের মুখে কেন পা বাড়াইতেছে ? সে ধীরে কহিল,—"ব্যাপারটা খুব শোভন হবে না, উমা ! তা ছাড়া—"

উমা হাসিয়া বলিল,—"আপনার 'তা ছাড়া'-টা বলুন। আগের যুক্তিটা বাতিল।" পরে মুখ নিদারুণ গম্ভীর করিয়া সে কহিল,—"এত সব অমানুষিক কাজের ভার নিয়েছেন, অথচ একটি মেয়ের সম্পর্কে সামান্য লোকনিন্দা বহন করতে পারবেন না ? তার চেয়ে বেত হাতে স্কুল-মাষ্টার হওয়াই আপনার উচিত ছিল। চলুন্।"

প্রদীপও গম্ভীর হইল : "তা ছাড়া আমার ঘরে একটি অসুস্থ বন্ধু আছেন। তাঁর জ্বর।"

—"বন্ধু ?" ভুরু কুঁচ্‌কাইয়া উমা কি ভাবিতে চেষ্টা করিল : "তাঁর নাম কি ?"

—"বন্ধুদের নাম যাকে-তাকে বল্‌তে হয় না।"

—"বেশ ত', তাঁরই সঙ্গে আমার দরকার। কি করে' আর আমার

পথ আট্‌কাবেন ? এটা পঞ্চভূতের মেস্, আপনার নিজের বাড়ি নয়। আপনার অসুস্থ বন্ধুর হার্টফেল্ থেকে তাঁকে শিগ্‌গির বাঁচান্ বল্‌ছি।" বলিয়াই উমা পাশের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

অগত্যা প্রদীপ আর পদানুসরণ না করিয়া করে কি। তাহাকেই ঘর দেখাইয়া দিতে হইল। অজয়ের ঘুম ভাঙিয়াছে; বালিশটাকে দেয়ালের গায়ে রাখিয়া তাহাতে পিঠ দিয়া সে অন্যমনস্কের মত বসিয়া ছিল। ঘরে হঠাৎ একটি অপরিচিতা কিশোরীকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে চাপল্য যেন পিছলাইয়া পড়িতেছে; মুখখানিতে সাধারণ বাঙালি মেয়ের মুখের মত একটা নিরীহতা নাই, অন্তত নমিতার মুখে সে এই দীপ্তি ও ধী দেখিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপও ঘরে ঢুকিল। অজয়ের একটু আশ্বস্ত হইবার আগেই প্রদীপ বলিয়া উঠিল,—"নমিতাকে ত' তুমি চিন্‌তে, এ তারই ননদ। তোমার একটা সামাজিক পরিচয়ই দিলুম, উমা।"

উমা চক্ষু বড় করিয়া কহিল,—"আমার আরেকটা অসামাজিক পরিচয় আছে নাকি ?"

প্রদীপ কহিল,—"নেই ? বল্‌ব তবে ?"

উমা বলিল,—"মিছিমিছি কেন অতিরঞ্জন কর্‌বেন ?" আমিই বল্‌ছি: "বাড়ির শাসন আমি মানি না, সকাল বেলা একা বেড়াতে বেরই, মেস্-এর দুয়ারে দাঁড়িয়ে কেউ বাধা দিলে তাকে টপ্‌কে উপরে উঠে আসি। এই ত' ?"

দুই বন্ধু হাসিয়া উঠিল। অজয় বিছানার উপর একটু সরিয়া বসিল: "বসুন্ এখানে।"

যে ব্যক্তি মোক্তারি পড়ে সে বাহিরে যাইবে বলিয়া কাছা আঁটিতে-ছিল, চক্ষু দুইটা তেরছা করিয়া সে ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিল। বলিল,—"একটা চেয়ার এনে দেব ?"

উমা কহিল,—"চেয়ারে বসে' বক্তৃতা দিতে আমি আসিনি। (অজয়ের প্রতি) বয়েস আন্দাজে আমাকে আপনার খুব এঁচড়ে-পাকা মনে হচ্ছে, না ? আমি তাই।"

কোটের উপর চাদর চড়াইয়া ভাবী মোক্তার অন্তর্হিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অজয় কহিয়া উঠিল : "লোকটা ভালো নয়, প্রদীপ। কাল রাতে লুকিয়ে ও আমার সুট্‌কেশ্ ঘেঁটেছে। লোকটা হয় চোর, নয় তার চেয়েও জঘন্য। আমাকে কিছু পয়সা দাও। আমিও এক্ষুনি বেরব।"

প্রদীপ চম্‌কাইয়া উঠিল : "বল কি ? এই অসুস্থ শরীরে তুমি কোথায় যাবে ?"

অজয় এমন করিয়া অল্প একটু হাসিল যে, প্রদীপ অধোবদন হইল। তবু কহিল,—"পয়সা ত' আমার কাছে একটিও নেই।"

—"না থাক্ ; লাগ্‌বে না। এক মুহূর্ত্ত দেরি করা চল্‌বে না।" বলিয়া ক্লান্তপদে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। কোন রকমে সার্টটা গায়ে দিল, পায়ে জুতা ছিল না—সুট্‌কেস্‌টা হাতে লইয়া বাঁ-হাতে চুলগুলি একবার নাড়িয়া দিয়া কহিল,—"আমি চল্লুম। (উমার প্রতি) আপনার সঙ্গে ভালো করে' আলাপ হ'ল না। আবার যদি কোনো দিন দেখা হয়, আপনাকে ঠিক চিনে নিতে পারব। কিন্তু আবার কি দেখা হবে ?"

উমা ও প্রদীপের মুখে কোনো কথা আসিল না, সমস্ত ঘরের

আবহাওয়াটা নিমেষে কেমন ভারি, থম্‌থমে হইয়া উঠিয়াছে। অজয়কে সত্যসত্যই টলিতে টলিতে দরজার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া প্রদীপ বাধা দিয়া বলিল,—"একটা গাড়ি ডেকে দেব ?"

অজয় হাসিয়া কহিল,—"কিন্তু ভাড়া ? গাড়ি লাগবে না।"

উমা এইবার কথা পাইল : "যদি কিছু মনে না করেন ত' আমার কাছে সামান্য কিছু আছে।"

—"মনে কিছু নিশ্চয়ই কর্‌ব। দিন্ শিগগির।" বলিয়া অজয় হাত পাতিল।

সেমিজের মধ্য হইতে ছোট একটি ব্যাগ খুলিয়া তিনটি টাকা অজয়ের হাতে দিতেই সে মুঠা করিয়া কপালে ঠেকাইল। কহিল,—"আমার লোভ যে আরো বেড়ে যাচ্ছে। এবার আপনি যদি কিছু মনে না করেন ত' আপনার দু'-হাত থেকে একগাছি করে' সোনার চুড়ি আমাকে উপহার দিন্। দু'-হাত থেকে একগাছি করে' চুড়ি আপনার খোয়া গেলে আপনাকে আরো সুন্দর দেখাবে। আমার একদম্ ট্রেন-ভাড়া নেই। (হাসিয়া) আমি আমার দেশের বাড়ি ফিরে যাচ্ছি কি না। আস্‌চে সাতাশে তারিখে যে আমার বিয়ে হবে।"

মুহূর্ত্তে যে কি হইয়া গেল, ভাবাবেশে উমা আদ্যোপান্ত কিছু বুঝিতে পারিল না। ধীরে ধীরে চুড়ি দুইগাছি সে খুলিয়া ফেলিল। তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইবার মত করিয়া তাড়াতাড়ি চুড়ি দুইগাছি টানিয়া নিয়া অজয় কহিল,—"তা হ'লে গাড়ি একটা ডেকে দাও, প্রদীপ। পরের পয়সায় বাবুগিরি যখন কপালে আছেই, একটুতেই তা ছাড়ি কেন ? যাও দেরি ক'রো না।"

প্রদীপ তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছিল, উমা কহিল,—"দাঁড়ান্, আমিও যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।"

—"আমার সঙ্গে কোথায় যাবে তুমি? একা বাড়ি ফিরতে পারবে না?"

হাসিয়া উমা জবাব দিল: "না, পথ কি আর চিনি? কিন্তু আপনার সঙ্গে দরকারী কথাটাই যে বাকি রইল।"

অজয় কহিল,—"চট্পট্ সেরে নিন্, বেশিক্ষণ আমি দাঁড়াতে পারছি না।"

উমা প্রদীপকে কহিল,—"আপনি একদিন বৌদি'র ঠিকানা খুঁজ-ছিলেন না? তিনি এখন আমাদের ওখানেই এসেছেন।"

—"কে? নমিতা? তোমাদের ওখানকার ঠিকানাঠটা কি শুনি?" বলিয়া অজয় পকেট হাতড়াইয়া এক-টুকরা কাগজ বাহির করিল। সামনের কেরোসিন কাঠের টেবিলটার উপর কোথাও পেন্সিল একটা পাওয়া যায় কি না তাহারই সন্ধানে অন্যমনস্ক অজয় কহিতে লাগিল,— "যতই দুর্ব্বল আর সন্দিগ্ধ হোক্ না কেন, সেবায় নমিতার হাত আছে। একটুও ঘেন্না না করে' দু'হাতে আমার বমি কাচালে। ভেবেছিলুম এ-কথা স্মরণ করে' নমিতাকে ভবিষ্যতে একটি অবিনশ্বর মর্য্যাদা দেব। কিন্তু পরে যখন তার ভেতর থেকে সঙ্কীর্ণদৃষ্টি ভীরু নারীপ্রকৃতি আত্ম-প্রকাশ করল তখন তার সেই অধঃপতনকে ক্ষমা করতে পারলুম না।"

প্রদীপ বলিল,—"তাকে তোমার ক্ষমা না করলেও চলবে। স্বল্প পরিচয়ের অবসরে তুমি তাকে ছিনিয়ে নিতে চাইবে, আর আবেগে অন্ধ না হ'য়ে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করল বলে'ই সে ভীরু? আমি তার

বিচক্ষণতাকে প্রশংসা করি। উত্তেজনার কুয়াসায় বুদ্ধিকে সে আচ্ছন্ন করে নি।”

—“ঐ রকম অকর্ম্মণ্য বুদ্ধি নিয়ে সে চিরকাল কৃত্রিম বৈধব্য-পালনই করুক্। অকারণ সন্তান-প্রসবের চেয়েও তা নিন্দনীয়।”

প্রদীপের ইহা সহিল না। কহিল,—“আত্মীয়ের নিন্দা আত্মীয়ের সামনে শোভন নয়। একটু সংযম শিক্ষা করলে ভালো করতে।”

অজয় উমার দিকে ফিরিয়া কহিল,—“ও! আপনি ব্যথিত হচ্ছেন? কিন্তু যেটা সত্যিই নিন্দনীয় সেটা গোপন করে’ রাখলেই পাপ। এমনি করে’ আমাদের সমাজে পাপের প্রসার হচ্ছে।”

উমা কহিল,—“এখন সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যটাও আপনাকে শুনতে হ’লে আপনার এম্‌নি করে’ অসুস্থ শরীরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বার মতলবের কোনো মানে থাকবে না। যান দীপদা, গাড়ি নিয়ে আসুন।”

উমাকে নিজের পক্ষে পাইয়া প্রদীপ জোর পাইল। কহিল,—“তুমি ভাবছ এমনি সর্ব্বনেশে উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়াটাই জীবন—”

অজয় চেঁচাইয়া উঠিল: “হাঁ, এই সর্ব্বনেশে উচ্ছৃঙ্খলতা! এ-ই জীবনের যথার্থ প্রতিশব্দ! নইলে ঐ ব্যর্থতা আমার সহ্য হয় নি, আমি তাকে বলিষ্ঠ কর্ম্মের মধ্যে আহ্বান করেছিলুম—যে-কর্ম্মের পুরস্কার মহামহিমান্বিত পরাজয়! নমিতা একটা পায়রার চেয়েও ভীরু।”

উমা কহিল,—“দুর্ভাগ্যবশত আপনি হাততালি পেলেন না। আমি বৌদিকে আরেকবার বলে’ দেখব ’খন।”

অজয় পেন্সিল পাইল না। কহিল,—"তার ঠিকানাটা দিন, দরকার হ'লে তার কাছে আবার আমার আবির্ভাব হ'বে। ইতিমধ্যে আকাশের ঝড়ের আকারে তার ওপরে সমাজের অভিশাপ বর্ষিত হ'তে থাকুক্। এবার এলে আমাকে যেন শূন্য হাতে আর ফিরতে না হয়, ভগবান।"

উমা হাসিয়া কহিল,—"আপনি ভগবানে বিশ্বাস করেন নাকি ?"

—"নিশ্চয় করি।"

প্রদীপ ঠাট্টা করিয়া কহিল,—"উনি অবতার।"

—"সত্যি তাই। আমি আমার নিজের ভগবান। কিন্তু অযথা বাক্‌বিস্তার আর কর্‌বো না। ঠিকানাটা বলুন, মনে করে'ই রাখব ঠিক। নমিতাকে যদি না ভুলি ত' তার ঠিকানাটাও ভুলবো না।"

উমা কহিল,—"ঠিকানা জেনে লাভ নেই। আপনার আবির্ভাবের সমস্ত পথ রুদ্ধ হ'য়ে গেছে।"

—"কেন ? কেন ?" অজয় উৎসুক হইয়া উঠিল: "আমার সম্পর্কে তার খুব নিন্দা হচ্ছে বুঝি ? তার চরিত্রে দোষারোপ হয়েছে ? তাই হোক্। আমি শুনে খুব সুখী হলুম।"

প্রদীপ ঝাঁঝালো গলায় কহিল,—"সুখী হ'লে ? তুমি দিন-কে-দিন ইতর হচ্ছ।"

অজয় চটিল না, কহিল,—"আমি নমিতার উপকার চাই। অপবাদ ওর যত উপকার করবে শত উপদেশেও তা হবে না। নমিতা যদি বাঁচে নিজেকে যেন ঘৃণ্য মনে করে'ই বাঁচে—তাতে যদি উদ্ধারের একটা উৎসাহ পায়। নিজের সতীত্ব নিজেই যেন লুণ্ঠন না করে।"

—"ঢের হয়েছে, এবার থাম। শালীনতা বলে' জিনিস তোমার জানা নেই দেখছি। তুমি এখন গেলেই আমরা সুখী হ'ব।"

অজয় চমকাইয়া উঠিল ; কহিল,—"যাচ্ছি। বলুন ঠিকানাটা।"

—"ব'লো না, উমা খবরদার। তুমি একে চেন না।"

প্রদীপের মুখের এই কর্কশ কথা শুনিয়া অজয় মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল, কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। নমিতার প্রতি সে কঠিন হইতেছে বলিয়া প্রদীপের কেন যে আঘাত লাগিতেছে তাহা তলাইয়া দেখিবার সময় ছিল না ; এবং সময় থাকিতেও জাতির দুর্দ্দশার দিনে কোনো যুবক সামান্য নারী-প্রেমে মাতোয়ারা হইতে পারে এমন একটা জাজ্বল্যমান সত্যকে সে প্রাণপণে অস্বীকার করে। তবু কি ভাবিয়া সে কহিল,—"সত্যিই আমাকে আপনি চেনেন না ; চেনেন না বলে'ই তবু দুয়েকটা কথা বল্‌ছেন—আমাকে না চিন্‌বার আগেই যদি ঠিকানাটা দেন ত' পাই, নইলে—" অজয় জোর দিয়া কহিল,—"নইলে ঠিকানা একেবারে পাবই না ভেবেছ, প্রদীপ ? আমাদের কোটি কোটি কামনার ফলে পৃথিবীর সৌভাগ্য-সম্পদ যেমন অনিবার্য্য, তেমনি নমিতার প্রতি আমার প্রয়োজনবোধ যদি কোনো দিন একান্ত হ'য়ে ওঠেই, তোমাদের শত-লক্ষ অবরোধ তাকে নিবারণ করতে পারবে না। এ-কথা তোমাকে আমি উঁচু গলায় বলে' যাচ্ছি। কিন্তু ভগবান করুন, আমার প্রয়োজনে তাকে যেন মুক্ত না হ'তে হয়, সে যেন নিজের প্রয়োজনেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে !"

—"বলি তুমি যাবে, না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার কস্‌রৎ করবে ?" প্রদীপ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

অজয় কহিল,—"যাব বৈ কি। একজায়গায় বেশিক্ষণ থাকবার জো কোথায় ? (উমার প্রতি) কিন্তু ঠিকানা যখন পেলুমই না, তখন নমিতার সম্বন্ধে বাকি খবরটুকু জেনেই যাই না হয়। তার সঙ্গে দেখা হবার সমস্ত পথ ত' আপনারাই বন্ধ করে' দিলেন।"

প্রদীপ চঞ্চল হইয়া উঠিল : "বাকি খবরে তোমার দরকার নেই। সে আমাকে উমা আরেকদিন বল্‌বে। তোমার গাড়ি লাগবে কি না, বল। আমার কাজ আছে।"

অজয় হাসিয়া কহিল,—"তার চেয়ে আমার কাজ আরো জরুরি। নমিতার খবর আমার চাই। বলুন। আমি নমিতাকে উদ্যত শাসনের ফণা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলুম, সে স্বেচ্ছায় দাসত্ব যেচে' নিয়েছে—"

প্রদীপ ফের প্রতিবাদ করিল : "তুমি তার আচরণের এমন কদর্য্য ব্যাখ্যা ক'রোনা বল্‌ছি।"

—"হ্যাঁ, সে দাসত্বের যূপকাষ্ঠে আবার গলা বাড়ালে। মেয়েদের আত্মকর্ত্তৃত্ব হয় ত' প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ।"

—"তোমার সঙ্গে গেলে তুমি তার আচরণের যত মহান্ অর্থ-ই দিতে না কেন আমরা তাকে স্বেচ্ছাচরিণী বল্‌তাম। সেখানেও সে তোমার দাসত্ব করত।"

—"ভুল, প্রদীপ। সে দাসত্ব করত জাগ্রত ভাগ্য-বিধাতার। সে-দাসত্ব পূজা, নৈবেদ্য, জীবনোৎসর্গ!"

উমা এতক্ষণে কথা কহিল : "বৌদি ত' পূজোই করছেন। বাকি খবরটুকু তাঁর তাই।"

—"পূজো করছে ? কার ?" প্রশ্নের উত্তর পাইবার আগেই

অজয় আপন মনে বলিয়া চলিল : "তার ক্ষণিক দুর্ব্বলতা দেখে সত্যিই আমি একেবারে আশা ছাড়িনি, প্রদীপ। বহু যুগের প্রথা ও সংস্কারের ভস্মে আচ্ছাদিত থেকেও তার মধ্যে আমি বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ দেখেছিলুম। নিজের দৈন্য দেখে একদিন দেশকে সে বড়ো করে' অনুভব করবেই। সে পূজার লগ্ন তার জীবনে এল ?"

উমা তরলকণ্ঠে কহিল,—"দেশ নয়, স্বামী।"

একটা বজ্র ভাঙিয়া পড়িলেও বোধ করি এতটা ঘাবড়াইবার হেতু ছিল না। অজয় যেন স্বপ্নে একটা পর্ব্বতচূড়া হইতে নীচে নিক্ষিপ্ত হইল। রূঢ় রুক্ষস্বরে সে কহিল,—"দেশ নয়, স্বামী! স্বামীপূজো করছে সে ? স্বামীর ফোটো-পূজো ?"

উমা ফিক্ করিয়া হাসিয়া কহিল,—"ঠিক তাই।"

এক মুহূর্ত্তও দেরি হইল না। উমার বাক্যোচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গেই অজয় সমস্ত ঘর-বাড়ি কাঁপাইয়া তুমুল অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। ঐ কয়খানা জীর্ণ-পঞ্জরের মধ্য হইতে এমন একটা বিদ্রূপোচ্ছ্বাস উদ্ভূত হইতে পারে এ-কথা কোনো শারীরতত্ত্বশাস্ত্রে লেখা নাই। উমার কথা শুনিয়া প্রদীপও সামান্য স্তম্ভিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এমন একটা কুৎসিত অপরিমেয় হাসি শুনিয়া তাহার স্নায়ুতে আর যেন বল রহিল না। উমাও দেয়ালের দিকে পিছাইয়া গিয়াছে। অজয় সুট্‌কেশটার হাত বদল করিয়া বলিল,—"ঠিকানা আর আমার চাইনে। সে মরুক্!" বলিয়াই সে দুর্ব্বল ক্লান্ত পায়ে নীচে নামিতে লাগিল। দুই-তিনটা সিঁড়ি নামিয়া সে কহিল,—"আমি শরীরে এখন বেশ জোর পাচ্ছি, তোমার কষ্ট করে' আর গাড়ি ডাকতে হবে না।"

প্রদীপ কটুকণ্ঠে কহিল,—"পরকে ত' মরবার অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছ, কিন্তু দেখো, নিজের উচ্ছৃঙ্খলতাই না তোমার শাপের বিপরীত অর্থ ক'রে বসে।"

অজয় প্রায় নীচে নামিয়া আসিয়াছিল, এক ধাপ উঠিয়া কহিল,—"আমি বহু পুণ্যাত্মার অভিসম্পাত কুড়িয়েই জীবনে যাত্রা করেছি, প্রদীপ। কোনো পরিণামই আমার পক্ষে অপ্রত্যাশিত হবে না। কিন্তু সবাই যদি সর্ব্বান্তঃকরণে নমিতাকে শাপ', তা হ'লেই তার কল্যাণ হবে। জান, আমি ক্ষণকালের জন্য তার চোখে বিদ্যুৎ দেখেছিলুম। অভিসম্পাতে সে-আগুন হয় ত' আরেকবার জ্বলে' উঠবে—আরেকবার।"

অজয়কে আর দেখা গেল না।

নমিতা এক-এক রাজ্যের লজ্জা লইয়া পুনরায় শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া আসিল। গত্যন্তর ছিল না। গিরিশ বাবু এ-হেন কুস্বভাবা মেয়ের দায়িত্ব লইবেন কোন্ সাহসে? তাই একদিন অবনী বাবুকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা উল্লেখ না করিয়া তিনি মোটামুটি বুঝাইয়া দিলেন যে মেয়েটার সত্যকার পুণ্য-সঞ্চয় হইবে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করিয়াই; তাহার সংসার শ্বশুরবাড়ির উঠোনটুকুতেই। শেষকালে এইটুকুও টীকা দিলেন: মেয়ে বড় হইয়াছে, তাহার কার্য্যকলাপ শাসনের চক্ষে অনুধাবন করিতে হইবে। কথাগুলি নমিতার সামনেই বলা হইয়াছিল; কিন্তু এত লজ্জাকর উপদেশ শুনিয়াও কেন যে তাহার মরিতে ইচ্ছা করিল না সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই।

অবনী বাবু নমিতাকে লইয়া আসিলেন। একখানি ছোট ঘর ছাড়া তাহার জন্য সামান্য একটু বারান্দাও আর রহিল না। সেই ঘরেরই বাহিরে অপরিসর একটু জায়গায় একটা তোলা-উনুনে তাহাকে রাঁধিতে হয়। সমস্ত সংসারযাত্রা হইতে বিচ্ছিন্ন নির্ব্বাসিত নমিতা আর কি করিবে? বড় ঘর হইতে স্বামীর বৃহদায়তন ফোটোটা পাড়িয়া আনিয়া দুই বেলা তাহারই ধ্যান করে। স্বামীর মুখ সে প্রায় ভুলিয়া গেছে; মনে করাইয়া দিবার জন্য একটা প্রতীকের আবশ্যক আছে বৈকি। এক-এক সময় তাহার মনে হয় এ মুখ যেন অন্য কারুর, তাহার স্বামী এই ছবির চেয়েও জীবন্ত ও সুন্দর ছিল। কিন্তু মনে-মনে স্বামী-ধ্যান করিলে তাহার খ্যাতি বাড়িবে না বলিয়াই এমন একটা সর্ব্বজনগ্রাহ্য লৌকিক উদাহরণকে সে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়।

আর কোনো কাজে সে মন বসাইতে দেয় না। অজয়ের দেওয়া

বইগুলি সে কোথায় ফেলিয়া আসিত ? কিন্তু উহাদের একটিরো পৃষ্ঠা উল্‌টাইলে তাহার স্বামী-পূজার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া সে উহাদের স্পর্শ পর্য্যন্ত করে না। মালী দরজার গোড়ায় ফুল রাখিয়া যায়, তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া সে সেই ফুল লইয়া খেলিতে বসে। পিঠের উপর ভিজা চুলগুলি বিপর্য্যস্ত হইয়া লুন্ঠিত হয়, সিক্ত শীতল শরীর হইতে এমন একটি সুন্দর পবিত্রতা বিচ্ছুরিত হইতে থাকে যে নমিতার পর্য্যন্ত নিজের জন্য মায়া করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সেই নির্জ্জীব অন্ধ ও বধির ছবির সম্মুখে নিজের এই পরিপূর্ণ দেহ-পাত্রখানি আত্ম-নিবেদনের অর্ঘ্যস্বরূপ তুলিয়া ধরে। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটে, দেবতা আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করে না, না বা সম্ভাষণ ! কে সেই দেবতা ? চক্ষু বুজিয়া ভাবিতে ভাবিতে ভুল হইয়া যায়, স্বামীর স্মৃত মুখকে উজ্জ্বল করিবার জন্য তাকায়, কিন্তু কৃত্রিম ছবি সাহায্য করিতে পারে না। কোথা হইতে আরেকখানি মুখ অন্ধকার অন্তরে আসিয়া অনধিকার প্রবেশ করে। শত মনঃসংযোগ করিয়াও সে-মুখ নমিতা তাড়াইতে পারে না। তার দুই চোখে কি দুর্নিবার তেজ, ললাটে কি অহঙ্কার—কখনো কখনো ফুল নিবার জন্য সে এমন উৎসাহে হাত বাড়াইয়া দেয় যে ফুল তাহাকে দিতেই হয়। সেই দুরন্ত দেবতাকে প্রত্যাখ্যান করিবার উপায় কৈ ? সেই দেবতা নমিতাকে ঘর ছাড়িবার জন্য একদিন শঙ্খ বাজাইয়াছিল। দেবতাকে সে ফিরাইয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহার শঙ্খধ্বনি কবে হইতে আর শোনা যাইবে না ?

মনের এই চাঞ্চল্য দমন করিতে হইবে। সংসার বলে, বিধবার পক্ষে এই চিত্তবিভ্রম পাপ—তথাস্তু, সংসারের আদেশ শিরোধার্য্য।

নমিতা কৃচ্ছ্রসাধনায় মন দিল। একবেলা আহার করিত, এখন আহারের সংখ্যাগুলি এত কমাইয়া ফেলিল যে অরুণা পর্য্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পুত্রবধূর এই স্বামীচর্য্যা তাঁহার খুব ভালো লাগিয়াছিল, কিন্তু এত বাড়াবাড়ি তাঁহার পছন্দ হইল না। তিনি বাধা দিতে চাহিলেন, কিন্তু নমিতা তাহাতে কান পাতিবে কোন্ লজ্জায়? সে নিরম্বু একাদশী করে, ব্রত-উপবাস তাহার লাগিয়াই আছে। গুরুঠাকুর মন্ত্র দিতে চাহিলে সে পরিষ্কার কণ্ঠে বলে: স্বামীর নামই আমার জপমন্ত্র। আপনারা যদি এক টুক্‌রো পাথরে ভগবান পান্, একটা ছবিতে তাঁকে পাওয়ায় আমার হানি কি? আমি স্বামী বুঝি, নারায়ণ বুঝি না।

সমস্ত সংসার নমিতার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিল। সে তাহার কলঙ্কিত আচরণের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে! সমস্ত সাহসিক ক্রিয়ার বিরুদ্ধে এমনই একটি প্রতিক্রিয়া না পাইলে সংসার তাহার সামঞ্জস্য হারায়। সেই শান্তি ও সামঞ্জস্য রাখিতে নমিতা এমন করিয়া তাহার স্বভাবের প্রতিকূলতা করিতেছিল। কিন্তু ক্রমে-ক্রমে এই কৃত্রিম পূজায় তাহার নেশা লাগিয়া গেল। খুনী সাধু ছদ্মবেশে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া সাধু বনিয়াছিল, বহুলাচরিত অভ্যাসে নমিতাও যে তপশ্চারিণী হইয়া উঠিবে তাহাতে বিচিত্রতা কোথায়? কিন্তু স্বামীকে মূর্ত্তি দিতে গেলেই তাহার সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, তখন নিজেকে বৈধব্যচারিণী বঞ্চিতা বলিতে তাহার মন উঠে না। সংসারে তাহার এই আচরণটাই শোভন ও বাঞ্ছনীয়—এই ভাবিয়াই সে রোজ স্নান করিয়া চন্দন ঘষে, ফুল দিয়া ফোটা সাজায়, ভুলিয়াও একবার জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়ায় না। সে এত করে, তবু তাহার মন ভরিয়া উঠে না কেন? না;

মানুষের মন একটা ব্যাধি; পায়ের তলায় বিঁধিয়া-থাকা কাঁটার মত তাহাকে উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে। মনের টুঁটি টিপিয়া ধরিবার জন্য নমিতা গীতার একটা বাঙ্‌লা-সংস্করণ খুলিয়া বসিল।

এত লোক-জন, তবু এ-বাড়িতে তাহার বড় একলা লাগে। মা কাছে থাকিলে তাহার এমন খারাপ লাগিত না। সে-দিন মা তাহাকে মরিবার জন্য এক বোতল কেরোসিন তেল সাম্‌নে ধরিয়াছিলেন; তবু সে মরিলে মা-ই বেশি কাঁদিবেন বলিয়া সে স্বচ্ছন্দে বোতলটা স্বস্থানে রাখিয়া আসিয়াছিল। মাকে কাছে পাইলে তাঁহার বুকে মুখ গুঁজিয়া সে এই বলিয়াই কাঁদিত: মা গো, এত পূজা করিয়াও তৃপ্তি পাওয়া যায় না। এমন একটা অকর্ম্মণ্য আলস্যের মধ্যে ভগবান্‌কে পাইয়াই বা আমি করিব কি? রাত্রে তাহার একা শুইতে বড় ভয় করে, খালি মনে হয়, কে যেন তাহাকে বাহিরে টানিয়া নিবার জন্য তাহার দৃঢ় ব্যগ্র হাত প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। অরুণা প্রথম-প্রথম তাঁহার কাছে শুইবার জন্য অনুরোধ করিতেন বটে, কিন্তু পূজা-ঘর ছাড়িয়া সে দিনে-রাত্রে কোথাও বাহির হইবে না বলিয়া পণ করিয়াছে; তাহাকে টলায় কাহার সাধ্য। মেঝের উপর বিছানা করিয়া শুইয়া তাহার সহজে ঘুম আসে না; খোলা জানালা দিয়া বহুদূরের তারাগুলি চোখে পড়ে। ঐ একটি তারার মধ্যেই হয় ত' তাহার স্বামীর সস্নেহ সঙ্কেত আছে—এমনি ভাবে সে এই প্রাকৃতিক আকর্ষণের একটা উদার ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু খানিকক্ষণ চাহিতেই তারাগুলি একত্র হইয়া একজনের মুখের মত প্রতিভাত হয়। সেই মুখের প্রত্যেকটি অবয়ব স্পষ্ট হইতে থাকে। নমিতা এমন বিভোর হইয়া পড়ে যে, সমস্ত আকাশ

ব্যাপিয়া তাহার স্বামীর ইঙ্গিতের একটি কণাও আর কোথাও অবশিষ্ট থাকে না। কখন আবার জ্ঞান হয়; পরপুরুষের দৃষ্টি হইতে নিজেকে সম্বরণ করিতেছে এমনি ভাবে জানালাটা বন্ধ করিয়া দেয়; আলো জ্বালাইয়া গীতা পড়িতে বসে। এইবার শুইবার সময় স্বামীর ফটোটা সে পাশে লইয়া শোয়।

উমা ঠাট্টা করিয়া বলে: "তোমার স্বামী-পূজার এত ঘটা দেখে সন্দেহ হয়, বৌদি।"

নমিতা প্রশ্ন করে: "কিসের সন্দেহ?"

—"মনে হয় যে-কামনাকে তুমি জয় করছ বলে' বিজ্ঞাপন দিচ্ছ সেটাতেই সপ্রমাণ হচ্ছে যে, কামনা তোমার অণুতে-অণুতে।"

নমিতা আঁৎকাইয়া উঠিল: "তার মানে?"

—"তার মানে স্বামী হারিয়েও তুমি স্বামী চাও। সে-যুগের সাবিত্রী এর চেয়েও কঠিন তপস্যা করেছিল কি না জানি না, কিন্তু যম সত্যবানকে ফিরিয়ে দিয়ে সাবিত্রীর মুখ রেখেছিল; নইলে স্বামী-বিহনে তার সেই কাঙালপনার লজ্জা সে সইতো কি করে'? তোমার এই বাড়াবাড়ি দেখে মনে হয় পুরুষের সঙ্গ-কামনার উর্দ্ধে তুমি আজো ওঠনি।"

নমিতা প্রতিবাদ করিল: "পুরুষ কি বল্‌ছ, উমা? আমার স্বামী—দেবতা, ঈশ্বরের প্রতিভূ।"

উমা ঘাড় হেলাইয়া কহিল: "হোক্। যে-দেবতার মূর্ত্তি ভাঙে, সেই ভাঙা টুক্‌রো পূজো না করে' আরেকটা গোটা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করলেই তার পূজোর অর্থ হয়। সে-মূর্ত্তি তোমার দেশাত্মবোধে হোক্, প্রেমে

হোক্, রোগীসেবায় হোক্—প্রতিষ্ঠিত কর। মৃত স্বামী-আরাধনায় নয়। এটা একটা তুচ্ছ আচরণ।”

নমিতা রাগিবার ভাণ করিল: “অমন ঈশ্বরনিন্দা ক’রো না, উমা। স্বামী-পূজা আমার একটা আচরণ মাত্র নয়, আমার ধর্ম্ম। বিরহবোধ মনের একটা পবিত্র প্রসাধন।”

—“ভালো করে’ ভেবে দেখ সে-বিরহবোধ কি মনের একটা দুর্ব্বলতা নয়?”

—“আমি ভালো করে’ ভেবে দেখেছি।”

—“আমি হ’লে কিন্তু ফোটো পাশে না শুইয়ে একটা আস্ত জ্যান্ত লোক পাশে শোয়াতাম। সতীত্বের এমন অপমান করতাম না।”

নমিতা স্নিগ্ধ-কণ্ঠে উত্তর দিয়াছিল: “আমি হয় ত’ এতদিন তাই করে’ আসছিলাম।”

দুপুর বেলাটাই তাহার কাছে দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। তখন রাস্তায় একটা ফিরিওলার ডাক, একটা মোটরের শব্দ কিম্বা পথচারীদের ছোট ছোট কোলাহল শুনিবার আশায় সে কান পাতিয়া থাকে। কোনো কাজেই মন বসে না, কি কাজই বা সে করিবে? তখন অবাধ্য চিত্ত লঘু একটি প্রজাপতির মত নবীন কুণ্ডুর লেইনের বাড়িতে ঘুরিতে থাকে। নীচের তলা ছাড়িয়া উপরে আর উঠিতে চাহে না। সেই অযত্নবিন্যস্ত অপরিস্কার ছোট ঘরখানিকে সে পরম মমতায় স্পর্শ করে—সেই ছেঁড়া বিছানা, নোংরা মেঝেটা, দেয়াল হইতে চূণ-বালি খসিয়া পড়িয়াছে—কাহারো ভ্রূক্ষেপ নাই। জানালার ও-পিঠে শার্টটা মেলিয়া দিয়াছে, কেহ যদি হাত বাড়াইয়া টানিয়া নেয় তাহাতে ত’ ভারি আসিয়া

যাইবে! ছেঁড়া হাঁ-করা জুতা-জোড়া পর্য্যন্ত সেলাই করিয়া লইবার নাম নাই। এমনি দুপুর বেলায় আসিয়া ভাত চাহিত। ঘরে যেন তাহার কে আছে, সযত্নে ভাত বাড়িয়া বসিয়া থাকিবে। পাছে স্নান করিতে আসিয়া জল না পায় এই জন্য নমিতা কত দিন চাকরটাকে চৌবাচ্চার জল ছাড়িয়া দিতে চুপি-চুপি বারণ করিয়াছে। তবু যদি তাহার হুঁস্ থাকিত!

এমনি এক দুপুর বেলায় অস্থির হইয়া নমিতা অবনী বাবুকে আর না বলিয়া পারিল না: "বাবা, আমাকে কোনো একটা ইস্কুলে ভর্ত্তি করে' দিন্, আমার দিন আর কাটে না।"

অবনী বাবু মায়া করিয়া কহিলেন,—"ধর্ম্মের মধ্যে এই ত' ভালো পথ পেয়েছ মা, এর চেয়েও ভালো স্কুল কি কিছু আছে?"

নমিতা মাথা হেঁট করিয়া রহিল; অনেক কথা বলিবার ছিল, কিছুই বলিতে পারিল না। আঁচল খুঁটিতে খুঁটিতে অনেক পরে কহিল,—"অন্তঃপুরে লেখা পড়া শেখবার কোনো বন্দোবস্ত করা যায় না? যেমন সংস্কৃত, ইংরিজি।"

অরুণা বাধা দিলেন: "না, ও-সবে কাজ নেই। দিন না কাটে ঘরের কাজ-কর্ম্মও ত' করতে পার। রাত-দিন ধর্ম্ম আবার চোখে ভাল দেখায় না।"

কতটুকু ধর্ম্মাচরণ যে ভালো দেখায় তাহারই হিসাব করিতে করিতে নমিতা তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিল। ঘরের কাজ-কর্ম্ম সে আর কত করিবে? করিবার আছেই বা কি? তবু তাহার অবসরযাপনের ক্লান্তির আর সীমা নাই। এখন দুপুরেও সে স্বামী-পূজা সুরু করিয়াছে।

এতদিনে নির্ব্বাক দেবতা বুঝি কথা কহিলেন। কাল রাতে সুধীকে নমিতা স্বপ্ন দেখিয়াছে—কি বিশ্রী স্বপ্ন! স্বামী তাহাকে বলিতেছেন: "এ-সব তুমি কি ছেলেখেলা করছ, নমিতা? আমাকে তুমি এমন করে' বেঁধো না।"

যে দিন নমিতা কাকার বাড়ি ছাড়িয়া প্রথম এখানে আসে সেদিনও সুধী স্বপ্নে তাহাকে এই কথা বলিয়াছিল। কিন্তু কাল রাতের স্বর যেন অনেক স্পষ্ট, দৃঢ়। নমিতা বলিল: "তবে আমি কি নিয়ে থাকবো?"

উত্তর হইয়াছিল: "যে তোমাকে ভালবাসে তাকে নিয়ে।"

—"তুমি আমাকে ভালবাস না?"

—"না।"

কে তবে তাহাকে ভালবাসে এমন একটা প্রশ্ন অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানেই নমিতা আর উত্থাপন করে নাই। সে বুঝি মনে-মনে তাহার নাম জানিত। তবু গায়ে পড়িয়া সুধী কহিল,—"তোমার প্রদীপকে মনে পড়ে? সে।"

লজ্জায় অরুণবর্ণা উষার মত নমিতা কাঁপিয়া উঠিল। তখন পূর্ব্বদিকে প্রভাত হইতেছে। জাগিয়া উঠিয়া নমিতার ইচ্ছা হইল স্বামীর ফটোটা ছুঁড়িয়া ভাঙিয়া ফেলে।

একেবারে নীচেই যে কেহ পথ আগলাইয়া দাঁড়াইবে প্রদীপ তাহা ভাবে নাই। তাই বসিবার ঘরে অবনী বাবুকে খবরের কাগজে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কেননা পাশেই একটা চেয়ারে বসিয়া শচীপ্রসাদ ধীরে-ধীরে টেবিল বাজাইতেছে।

নিজের ঠোঁটের উপর তর্জ্জনীটা চাপিয়া ধরিয়া সঙ্কেত করিলে শচীপ্রসাদ নিশ্চয়ই ক্ষান্ত হইবে না; বরং দুর্বিনীত ব্যবহার সন্দেহ করিয়া হয় ত' এমন ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিবে যে অবনী বাবু তাঁহার তন্ময়তা ভুলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রদীপের জামার গলাটা চাপিয়া ধরিবেন। কিন্তু উপরে গিয়া নমিতার সঙ্গে তাহার দেখা না করিলেই নয়—দেখা তাহাকে করিতেই হইবে। চুরি করিয়া আসিতে তাহার লজ্জা ছিল না, কিন্তু গভীর রাত্রিতে আসিলে দরজা সে খোলা পাইত না নিশ্চয়ই—পাঁচিল ডিঙাইয়া সে তাহার সাহসকে দুর্দ্ধর্ষ করিতে গিয়া হাস্যাস্পদ করিতে চায় না। বেশ ত, অবনী বাবু জানুন, ক্ষতি নাই! নমিতার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সে বোঝা-পড়া করিবেই। কোন বাধাই আজ আর যথেষ্ট নয়।

শচীপ্রসাদই আগে কথা কহিল,—"কি মনে করে'?"

অবনী বাবু খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিলেন। সাম্‌নেই প্রদীপকে দেখিয়া এক নিমেষে তাঁহার মুখ গম্ভীর ও কুটিল হইয়া উঠিল। চোখ দুইটা বাঁকাইয়া তিনি তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন—সমস্ত অবয়বে স্বাভাবিক ভদ্রতার লেশমাত্র লালিত্যও তাঁহার চোখে পড়িল না। শীর্ণ কঠোর দেহটায় যেন একটা নিষ্ঠুর রুক্ষতা গাঢ় হইয়া

আছে—কোথাও এতটুকু বিনয়নম্র কোমলতা নাই। চোখ দুইটা রাঙা, কপালের রেখায় কুটিল একটা ষড়যন্ত্র, সমস্ত মুখের ভাবে গূঢ় একটা ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা! চেহারাটা অবনী বাবুর একটুও ভাল লাগিল না। অমন একটা দৃঢ় স্থিরসঙ্কল্প মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি প্রথমে একটু ঘাবড়াইয়া গেলেন। কহিলেন,—"অনেক দিন পরে যে! এখানে?"

শেষের প্রশ্নটার হয় ত' এই-ই অর্থ ছিল যে, সেদিন অমন অপমানিত হইবার পর আবার কোন্ প্রয়োজনে মুখ দেখাইতেছে? প্রদীপ ঠোঁট দুইটা চাপিয়া ধরিয়া একটু হাসিল,—সে-হাসি তলোয়ারের চেয়েও ধারালো। সে-সঙ্কেতকে স্পষ্ট করিবার জন্য কথা বলিতে হয় না।

প্রদীপ একটিও কথা না বলিয়া বাড়ির ভিতরের দরজার দিকে অগ্রসর হইল। অবনী বাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—"ও-দিকে কোথায় যাচ্ছ?"

প্রদীপ স্পষ্ট সংযত স্বরে কহিল,—"নমিতার সঙ্গে আমার দরকার আছে।"

ইলেক্‌ট্রিক শক্ পাইয়া অবনী বাবু চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিলেন: "নমিতার সঙ্গে দরকার? তার মানে?"

প্রদীপ কহিল,—"মানে বলতে গিয়ে আমি অকারণে সময় নষ্ট করতে চাই না। আমার কাজ আছে। ভীষণ দরকার! আমাকে যেতেই হবে ওপরে।"

অবনী বাবু তাড়াতাড়ি আগাইয়া প্রদীপের পথরোধ করিলেন; শচীপ্রসাদও তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। অবনী বাবু তাঁহার দুই

বলিষ্ঠ হাতে প্রদীপের কাঁধ দুইটায় ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন,—"জান, এটা ভদ্রলোকের বাড়ি? তোমার এ-বেয়াদবিকে আমরা সহ্য করবো না, জান?"

এই সামান্য দৈহিক অত্যাচারে প্রদীপ ধৈর্য্য হারাইল না। এত অনায়াসে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে দিতে নাই। সে বিদ্রোহী বটে, কিন্তু কৌশলীও। তাই সে স্বচ্ছ অথচ উজ্জ্বল হাসিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া কহিল,—"সব জানি। কিন্তু তবু আমার দেখা না করলেই নয়।"

শচীপ্রসাদ বর্ব্বরের মত খেঁকাইয়া উঠিল: "এ তোমার কোন্ দেশী ভদ্রতা?"

প্রদীপের মুখে সেই হাসি: "আমরা যে-দেশ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, সেই দেশের। আপনি তা বুঝ্‌বেন না।"

পরে কাঁধের উপর অবনী বাবুর আঙুলগুলিতে একটু চাপ দিয়া সে কহিল,—"ছাড়ুন, আমার সত্যিই দেরি করবার সময় নেই।"

অবনী বাবু বজ্রের মত হাঁকিয়া উঠিলেন: "না।"

বলিয়া বাঘের থাবার মত দুই হাতে জোর করিয়া তাহাকে সামনের সোফাটার উপর বসাইয়া দিলেন। প্রদীপ নেহাৎই মাধ্যাকর্ষণের শক্তিতে বিনা প্রতিরোধে সোফার উপরে ধুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

অবনী বাবু তীক্ষ্ণস্বরে কহিলেন,—"নমিতার সঙ্গে তোমার কী দরকার?"

প্রদীপ কহিল,—"সে-কথা আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে আসিনি। সেটা গোপনীয়।"

—"গোপনীয়! তোমার এতদুর আস্পর্দ্ধা? একজন অন্তঃপুরিকা হিন্দু-কুল-বধূর সঙ্গে তোমার কী দরকার হ'তে পারে?"

প্রদীপ হাসিয়া কহিল,—"অন্তঃপুরিকা হিন্দু-কুল-বধূ বলে'ই বেশি দরকার। সে ত' আর বাইরে বেরয় না যে, তাকে গড়ের মাঠে নিয়ে গিয়ে পরামর্শ কর্‌ব। সে নেহাৎই বন্দিনী, তাই দরকারী কথা সেরে নেবার জন্যে আমাকে এখানে আস্‌তে হয়েছে। এখানে ছাড়া আর ত' তার দেখা পাওয়া যাবে না।"

অবনী বাবু বাহিরের দরজার দিকে আঙুল দেখাইয়া কহিলেন,—"তুমি আমার বাড়ি ছেড়ে চলে' যাবে কি না বল।"

মাথাব চুলগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে পরম উদাসীনের মত প্রদীপ বলিল,—"যেতে বল্‌লেই সহজে চলে' যাওয়া যায় না। ওপরে যাবার যেমন বাধা আছে, তেমনি বাইরেও।"

অবনী বাবু আরো রুখিয়া উঠিলেন: "না। তুমি যাও বেরিয়ে। এক্ষুনি।"

তেমনি নির্ব্বিকার শান্তস্বরে প্রদীপ বলিল,—"এক কথা কত বার করে' বল্‌ব! আরো স্পষ্ট উত্তর চান্ নাকি? আমি যাব না, অর্থাৎ নমিতার সঙ্গে দেখা আমাকে করতেই হবে। যদি বাধা পাই, সে-বাধা স্বীকার করে' পরাস্ত হ'য়ে ফিরে গেলে আমার লজ্জার সীমা থাক্‌বে না। বেশ ত', তাকেই এখানে ডাকুন। কিম্বা যদি চান্, তাকেও রাস্তায় বার করে' দিতে পারেন। আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই।"

অবনী বাবু গর্জ্জিয়া উঠিলেন: "জান, তোমাকে এক্ষুনি পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি?"

—"জানি বৈকি। কিন্তু দয়া করে' ওটি কর্বেন না। সামান্য নারী-হরণের অভিযোগে পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণের ইচ্ছে নেই। কিন্তু বৃথা বাক্‌বিতণ্ডা করে' লাভ কি? যদি বলেন, আমি-ই না-হয় এখানে নমিতাকে ডাকি।" বলিয়া প্রদীপ তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়া গলা চড়াইল: "নমিতা! নমিতা!"

অবনী বাবু কহিলেন,—"তুমি যাও ত', শচীপ্রসাদ। শিগগির। মোড়ের থেকে একটা পাহারাওয়ালা ডেকে নিয়ে এস ত'।"

শচীপ্রসাদ বুক ফুলাইয়া সেনাপতির ভঙ্গীতে তর্জ্জনী হেলাইয়া কহিল,—"যান্ শিগগির এখান থেকে। নইলে আপনার মত দু'-দশটাকে আমি ঘুষি মেরে সমান করে' দিতে পারি।"

একটা হাই তুলিয়া প্রদীপ কহিল,—"আর সমান করে' কাজ নেই, ভাই। মোড়ের থেকে পাহারওয়ালা ধরে' নিয়ে এস গে। (অবনী বাবুর প্রতি) আপনাদের বাড়িতে ত' ফোন্ আছে। থানায় একটা খবর পাঠিয়ে দিন্ না। লরি-বোঝাই সেপাই এসে যাবে'খন। আমার পালাবার আর পথ থাকবে না। ততক্ষণে নমিতার সঙ্গে দরকারী কথাটা ধীরে-সুস্থে সেরে নেওয়া যাবে।" আড়মোড়া ভাঙিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া কহিল,—"কাল সারা রাত্রি আর ঘুম হয় নি। নমিতার অধঃপতনে সমস্ত আকাশ মাটিতে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছে।"

অবনী বাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন: "কি, কি? নমিতার কি হয়েছে বল্লে?"

—"পাহারওয়ালা আগে ডাকুন। বল্‌ছি।"

শচীপ্রসাদ দিব্যি একটি ঘুসি পাকাইয়া প্রদীপের মুখের কাছে আগাইয়া আসিল। কহিল,—"আবার কথা কইবে ত' বত্রিশটা দাঁত গুঁড়ো করে' ফেল্‌ব।"

প্রদীপ ইচ্ছা করিলে অনেক কিছুই করিতে পারিত হয় ত'। কিন্তু শচীপ্রসাদের উদ্ধত ঘুসিকে স্বচ্ছন্দে এড়াইয়া আবার সোফাটায় আসিয়া নির্লিপ্তের মত বসিয়া পড়িল। বলিল,—"বেশ, আপনাদের সঙ্গে কথা আমি না-ই বা কইলাম। অধিক বীরত্ব প্রকাশ কর্‌লে আমি যে গান্ধি হয়ে বসে' থাক্‌ব এটা আশা করবেন না। তার চেয়ে থানায় একটা খবর দিন্। দাঁত গুঁড়ো করে' লাভ নেই, বাজারে কিন্‌তে পাব, বুঝলেন?"

অবনী বাবু সেই হইতে দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন; তিনি কহিলেন,—"তুমি ত' ভদ্রলোক, কিন্তু অপমানবোধ বলে' কিছুই তোমার নেই নাকি?"

—"আমরা আজো ততটা মহৎ হ'তে শিখিনি। অপমানিত হ'য়ে পিঠ দেখানোটাই অপমান, অপমানকে শাসন করাটাই আমাদের ধর্ম্ম।"

অবনী বাবু কহিলেন,—"আচ্ছা, দাঁড়াও। তা হ'লে শচীপ্রসাদ, ডাক ত' চাকর দু'টোকে।"

প্রদীপ হাসিয়া কহিল,—"কেন, পাহারওয়ালা কি হ'ল? দেরি হ'য়ে যাবে বুঝি? বাঃ, আমি ত' আর পালাচ্ছিলাম না। আচ্ছা, ডাকুন। ক'টা চাকর? দুটো? এই ছোট সংসারে দু'টো চাকর লাগে?"

—"কিসের চাকর?" বলিয়া শচীপ্রসাদ বাঁ-হাতের মুঠিতে প্রদীপের চুলগুলি চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—"তুমি উঠবে কি না বল; নইলে—"

আবার সে ঘুসি তুলিল।

এমন সময় ভেতরের দরজা দিয়া দ্রুতপদে উমা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। প্রদীপের কণ্ঠে নমিতার ডাক তাহার কানে গিয়াছিল বুঝি। কিন্তু ঘরে আসিয়া এমন একটা অভাবনীয় দৃশ্য দেখিয়া সে নিমেষে কাঠ হইয়া গেল। শচীপ্রসাদ প্রদীপের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া ঘুসি মারিতে উদ্যত, বাবা রাগে গম্ভীর, স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছেন—আর সোফায় বসিয়া উদাসীন প্রদীপ অলস-স্বরে বলিতেছে: "দাঁত ভাঙলে আবার দাঁত পাব, কিন্তু আপনার চশমার ওপর যদি একটা ঘুসি মারি, তবে সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়েও চোখ আর ফিরে পাবেন না। হ্যাঁ, দাঁতের চেয়ে চোখটাই বেশি প্রয়োজনীয়। বেশ, ভালো হ'য়ে বসছি। মারুন্।" বলিয়া সে দুই পাটি শক্ত পরিষ্কার দাঁত বাহির করিয়া ধরিল।

ব্যাপারটা উমা কিছুই বুঝিতে পারিল না। কি এমন হইতে পারে যে শচীপ্রসাদ পর্য্যন্ত প্রদীপের মুখের উপর ঘুসি বাগাইয়াছে, আর অবনী বাবু তাহারই প্রয়োগনৈপুণ্য নিরীক্ষণ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। একটি দোদুল্যমান মুহূর্ত্তমাত্র। উমা তাড়াতাড়ি প্রদীপের সামনে আসিয়া পড়িল। বলিল,—"এ কী!"

প্রদীপ হাসিয়া কহিল,—"শচীপ্রসাদকে বিয়ে ক'রো না, উমা। দেখেছ, চুলের ঝুঁটি কেমন শক্ত করে' আঁকড়ে ধরেছে! শিগগির ওর পেটে সুড়সুড়ি দাও। নইলে চুল ও কিছুতেই ছাড়বে না।"

উমা শচীপ্রসাদের হাত ছাড়াইয়া নিয়া কহিল,—"আপনার এ কী দুঃসাহস! দীপ-দা'র গায়ে হাত তোলেন!"

অবনীবাবু স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া কহিলেন,—"তুই সব তাতে সর্দ্দারি

করতে আসিস্ কেন? যা ভেতরে। ঐ গোঁয়ার ইতরটাকে সায়েস্তা আমরা করবই।

বার-কতক ইতস্তত চাহিয়া উমা কহিল,—"কেন, কি হয়েছে?"

—"সে অনেক কথা।" প্রদীপ সোফাটার উপর একটু সরিয়া বসিয়া কহিল: "বোস আমার পাশে। এবার শচীপ্রসাদ পাহারওয়ালা ডাক্তে যাবেন। পাহারওয়ালা আসুক। সব শুন্তে পাবে।"

সত্য-সত্যই উমা প্রদীপের পাশে সোফায় বসিল। যেন ইহার মধ্যে এতটুকু দ্বিধা করিবার ছিল না। এই সান্নিধ্যের মধ্যে কোথাও জড়তা নাই, না বা ম্লানিমা—যেন পরিচয়-প্রকাশের সামান্য একটি প্রচলিত রীতি মাত্র। কিন্তু অবনীবাবু অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এইবার শাসনের অত্যাচারে উমাকেই নির্জ্জিত হইতে হইল। প্রদীপ কয়েক মিনিটের জন্য স্বস্তির নিশ্বাস ফেলুক।

অবনীবাবু কহিলেন,—"ওঠ্ এখান থেকে। এই বেহায়াটার পাশে বস্‌লি যে!"

শচীপ্রসাদ বলিল,—"ওর ছায়া মাড়ালেও অশুচি হ'তে হয়। ওঠ।"

উমা বিস্ময়ে একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেল। বলিল,—"কেন, কি হয়েছে? সেদিনো ত' বাস্-এ পাশাপাশি বসে' এলাম। অশুচি হ'ব? পরে গঙ্গাস্নান কর্‌ব 'খন, শচীপ্রসাদবাবু।"

—"ফের মুখে-মুখে তর্ক? ওঠ বল্‌ছি। অবাধ্য কোথাকার!" বলিয়া অবনীবাবু আগাইয়া আসিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন।

মুহূর্ত্তের মধ্যে কী যে হইয়া গেল কেহই স্পষ্ট অনুধাবন করিতে পারিল না।

—"আপনারা খানিকক্ষণ তর্ক করুন, আমি এই ফাঁকে নমিতার সঙ্গে কথাটা সেরে আসি।" বলিয়া পলক ফেলিতে না ফেলিতেই প্রদীপ ভিতরের খোলা অরক্ষিত দরজা দিয়া ছুটিয়া বাহির হইল। সামনেই সিঁড়ি। সিঁড়িগুলি লাফাইয়া লাফাইয়া পার হইতে হইতে সে কহিল, —"তাড়াতাড়ি পাহারওয়ালা ডেকে নিয়ে আসুন, শচীপ্রসাদবাবু। আমি নমিতাকে লুট্ করে' নিয়ে যেতে এসেছি।"—কথাটা এইবারে একেবারে উপর হইতে আসিল: "লুণ্ঠনের সময়ে একটা সঙ্ঘর্ষ না বাধলে কোনোই মাধুর্য্য থাকে না।"

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সকলেই একেবারে হিম, নিস্পন্দ হইয়া রহিল। সচেতন হইয়া শচীপ্রসাদ পশ্চাদ্ধাবন করিতে যাইতেছিল, অবনী বাবু বাধা দিলেন: "ঐ গুণ্ডাটার সঙ্গে তুমি একা পারবে না। তা ছাড়া বাড়ির মধ্যে একটা কেলেঙ্কারি হওয়াটা ঠিক নয়।"

শচীপ্রসাদ কহিল,—"কিন্তু ঐ স্কাউণ্ড্রেলটাকে unscathed ছেড়ে দেবেন নাকি?"

অবনীবাবু একটু পাইচারি করিয়া কহিলেন,—"দেখি। ও ভীষণ বোম্বেটে, শচী। নিজের প্রাণের 'পরেও ওর একবিন্দু মমতা নেই। ওর সঙ্গে পেরে উঠবে না। তুমি যখন ওর চুল টেনে ধরেছিলে তখন ভয়ে জিভ আমার পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছল।"

উমা কহিল,—"আপনার চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্য যে দীপদা-র চুলের বিনিময়ে মুণ্ডুটা আপনাকে দিতে হয় নি।"

শচীপ্রসাদ বিরক্ত হইয়া কহিল,—"তবে ঘরে-বাইরে আপনি মুখ বুজে এ-সব ডাকাত বোম্বেটের অত্যাচার সইবেন নাকি? কিছুই এর বিহিত করবেন না? আইন-আদালত নেই?"

—"আছে। তবে যে লোক সব অত্যাচার হাসিমুখে সইতে প্রস্তুত, তার সঙ্গে পেরে ওঠা সহজ নয়। যত নষ্টের গোড়া ঐ বৌ-টা। তুই যা ত' উমা, বৌমার সঙ্গে ঐ হতচ্ছাড়াটার কি-না-কি দরকারী কথা আছে। ওকে পাশের বাড়ি নিয়ে যা ত', লক্ষ্মী। বুঝলি, আবার যেন কিছু মনে না করে। পরে আমি থানায় গিয়ে একটা ট্রেস্‌পাসের রিপোর্ট লিখিয়ে আস্‌ব।"

উমা এইবার কিছু বুঝিতে পারিয়াছে। তাড়াতাড়ি উপরে আসিয়া দেখিল, প্রদীপ বারান্দায় দাঁড়াইয়া একটা ঘরের বন্ধ দরজার ফাঁকে উঁকি দিতেছে। উমা হাসিয়া কহিল,—"এটা নিরিমিষ্যি রান্নার ঘর। দুপুর বারোটার আগে এর উনুনে আগুন দেওয়া হয় না। দেখছেন না বাইরে থেকে তালা-বন্ধ আছে?"

প্রদীপ দেখিল। কহিল,—"নমিতা তা হ'লে কোন্ ঘরে?"

দক্ষিণের দিকে আঙুল দেখাইয়া উমা বলিল,—"ঐ যে। আসুন আমার সঙ্গে। বৌদি এখন পূজোয় বসেছেন। পূজোয় বস্‌লে কারু সঙ্গে আবার কথা কন্ না। টুঁ-টি পর্য্যন্ত না। প্রায় দু' ঘণ্টা।"

প্রদীপ হাসিয়া কহিল,—"দু' ঘণ্টা! বল কি? আমি কি দু' ঘণ্টা দাঁড়িয়ে তার এই নির্লজ্জ মৌনব্রতের তারিফ করব নাকি? আমার দু' সেকেণ্ডও সইবে না। চল।"

উমা অবাক হইয়া প্রদীপের মুখের দিকে চাহিল। তাহার মুখের

সেই সৌম্য উদারস্নিগ্ধতা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, চক্ষু দুইটা অনিদ্রায় তপ্ত, শাণিত—সমস্ত দেহ ঘিরিয়া এমন একটা রুদ্র রুক্ষতা যে, উমার মনটা দুরুদুরু করিয়া উঠিল। প্রদীপ কহিল,—"নীচে একবার যাবে, উমা? দেখ ত', ওরা সত্যি সত্যিই পাহারওয়ালা ডেকে আন্‌ল কিনা।"

উমা বোধ হয় এই ইঙ্গিতটুকু বুঝিল। তাহার কথার সুরে সুগোপন একটি অভিমান: "যাচ্ছি। কিন্তু বৌদি যে দরজা ভেজিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ধ্যান ভাঙানো চল্‌বে না, দীপ-দা। একদিন সামান্য একখানা চিঠি দরজার ফাঁক দিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম বলে' আমার অপ্রস্তুতের আর শেষ রইলো না। বৌদি সারাদিন খেলেন না, চান্ করলেন না—সমস্তক্ষণ কেঁদে-কেঁদে ঘর-দোর ভাসিয়ে দিতে লাগলেন। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছিল। তাঁর ওপর এখন আর উপদ্রব না-ই করলাম আমরা। চলুন আমার ঘরে, আমাকে রাসেল্ পড়াবেন। খানিক বাদে আমি এসে খোঁজ নিয়ে যাব।"

নমিতার ঘরের সম্মুখে তখন তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে। দরজাটা ভেতর থেকে ভেজানো—নিঃশব্দ, নিশ্বাসহীন। প্রদীপ কহিল,—"উপদ্রবই চাই, উমা। ভালবেসে নয়, উপদ্রব করে'ই জড় অচল প্রস্তরকে দ্রব করা চাই। তোমার সেদিনকার উপদ্রবে সে উপোস করেছে, আজকে না-হয় আত্মহত্যা করবে। তবু সে কিছু একটা করুক্।"

বলিয়া উমার কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই প্রদীপ হাত দিয়া ঠেলা মারিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ধ্যানাসীনা তন্ময়ী নমিতা

একবার চমকিয়া উঠিল, কিন্তু চোখ মেলিল না—সুকুমার মুখের উপর কোথা হইতে একটা অসহিষ্ণু অথচ অটল দৃঢ়তার তেজ ফুটিয়া উঠিল! দরজা খুলিয়া ফেলিয়া প্রদীপ এ কী দেখিতেছে! কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সে পাথর হইয়া রহিল। নমিতা সদ্য-স্নান করিয়া পূজায় বসিয়াছে, সামনের দেয়ালে তাহার স্বামীর ফোটোটা হেলানো—চন্দনলিপ্ত, মাল্যবিভূষিত। বাঁ-পাশে পিতলের পিল্‌সুজে একটা প্রদীপ, ধূপতিতে ধূনা জ্বলিতেছে—সমস্ত ঘরটি আচ্ছন্ন করিয়া একটি সুগভীর বৈরাগ্যের শীতল পবিত্রতা! নমিতার মাথায় ঘোম্‌টা নাই, ভিজা চুলগুলি পিঠের উপর দিয়া নামিয়া আসিয়া মেঝেটা স্পর্শ করিয়াছে—গায়ে বাহুল্য-বস্ত্র নাই, একখানি নরম গরদের থান্‌ শাড়ি অযত্নে ন্যস্ত হইয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে পদ্মাভা, অমৃতগন্ধ! বসিবার সহিষ্ণু ভঙ্গিটিতে কি কঠোর সুষমা, অগ্নিশিখার মত শীর্ণ ও ঋজু শরীরে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের আকাশ-শ্রী! প্রদীপ যেন তাহার চর্ম্মচক্ষুতে পুরাণবর্ণিতা তপস্বিনী শকুন্তলাকে দেখিতেছে—আদিম কবিতায় যে-বিরহিণীর মূর্ত্তিকল্পনা হইয়াছিল, সেই শরীরী কল্পনা! তপস্যা-পরীক্ষিত প্রেম! এই মূর্ত্তিকে সে স্পর্শ করিবে।

প্রদীপ কি করিয়া বসে তাহারই প্রতীক্ষায় উমা ঘামিয়া উঠিল। কানে-কানে বৌদিকে সংবাদটা দিবে কি না তাহাই সে বিবেচনা করিতেছিল। ভাবিয়াছিল এমন একটা সমাহিত ধ্যানলীন আননা-ভাসের প্রভাবে সে তাহার সমস্ত বিদ্রোহভাব দমন করিয়া তাহারই ঘরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইবে। কিন্তু, বৃথা। প্রদীপ নমিতার মাথায় একটা ঠেলা মারিয়া দীপ্তকণ্ঠে কহিল,—"এ-সব কী করছ, নমিতা?"

নমিতা জ্বালাময় চক্ষু মেলিয়া যাহা দেখিল তাহাতে ভয়ে তাহার আকণ্ঠ শুকাইয়া গেল। কিন্তু আজ আর সে এই অনধিকার অত্যাচারের প্রশ্রয় দিতে পারিবে না। উদ্যত শাসনের ফণা তুলিয়া সে কহিল,—"আমার পূজোর ঘরে না বলে' কয়ে' জুতো-পায়ে হঠাৎ ঢুকে পড়্‌লেন যে। ওঁকে কী বলে' তুমি এখানে নিয়ে এলে, ঠাকুর ঝি! জান না, এটা আমার পূজোর সময়?"

ফোটোটার সাম্‌নে নমিতা আবার একটা ঘট রাখিয়াছে,—তাহার উপর আম্রপল্লবটি পর্য্যন্ত অম্লান। কোনো আয়োজনেরই ত্রুটি ঘটে নাই। প্রদীপ জুতা দিয়া সেই ঘটকে লাথি মারিয়া উল্‌টাইয়া ফেলিল: "কিসের তোমার পূজো? এই ভণ্ডামি তোমাকে শেখালে কে?"

উমা ভয়ে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিল—জলে সমস্ত মেঝে ভাসিয়া গিয়াছে। নমিতা খানিকক্ষণ নিষ্পলক চোখে প্রদীপের এই হিংস্র বীভৎস মুখের দিকে নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। সে-চোখে সৌজন্যের স্বাভাবিক সঙ্কোচ নাই, উগ্রতেজ তাপসীর নির্দ্দয় নির্লজ্জতা! সহসা সে সমস্ত শূন্য বিদীর্ণ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল: "কেন আপনি আমার ঘট ভাঙ্‌লেন? আপনার কী আস্পর্দ্ধা যে ভদ্রমহিলার অন্তঃপুরে ঢুকে এই দস্যুতা করবেন? যাও ত' ঠাকুর ঝি, বাবাকে শিগগির ডেকে নিয়ে এস।"

প্রদীপ হাসিয়া কহিল,—"সে-পার্টের মহলা নীচে একবার দিয়ে এসেছি। পুনরভিনয় হবে, হোক্। যাও উমা, ডেকে আন। কিন্তু তোমার এই জঘন্য অধঃপতনের কারণ কি?"

উমা নিশ্বাস বন্ধ করিয়া এক পাশে ম্লান হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

না পারিল বাহির হইয়া যাইতে, না বা আসিল একটি অস্পষ্ট প্রতিবাদ।

—"অধঃপতন?" নমিতা আসন ফেলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। সুদূর তিমিরাকাশে নীহারিকার দিগ্‌বর্ত্তিকার মত: "সে-কৈফিয়ৎ আমি আপনাকে দিতে যাব কেন? কে আপনি?"

—"আমি? অশুদ্ধ ভাষায় তোমারই কথার পুনরুক্তি করি—আমি ডাকাত।"

—"কিন্তু আমার উপর এই উৎপাত করবার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে?"

—"অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, নমিতা। তা'ও অধিকার করতে হয়।"

—"সে-অধিকার কেড়ে নেবার ক্ষমতা আপনার আজো হয় নি!" কণ্ঠস্বর আরো তীক্ষ্ণ করিয়া সে কহিল,—"আমি আমি-ই। তার থেকে একচুল আমি ভ্রষ্ট হ'ব না।"

প্রদীপ বিহ্বল হইয়া কহিল,—"তোমাকে ধন্যবাদ, নমিতা'। কিন্তু তুমি সত্যিই তুমি নও। তুমি সংস্কারশাসিতা, অন্ধ-প্রথার একটা প্রাণহীন স্তূপমাত্র। নইলে এই সব অপদার্থ উপচার নিয়ে দেবতার পূজো করতে বসেছ?" বলিয়া উল্‌টানো ঘটটাকে আবার একটা লাথি মারিয়া সে দূরে দেয়ালের গায়ে ছিট্‌কাইয়া মারিল।

নমিতা কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। অনুপায় মিনতিতে সে প্রার্থনা করিল,—"দয়া করে' আপনি এ-ঘর থেকে চলে' গেলে বাধিত হব। আমাকে অযথা পীড়ন করে' লাভ নেই।"

—"আমি এ-ঘর থেকে চলে' যাবার জন্যেই আসিনি পীড়ন করে' লাভ নেই বটে, কিন্তু পীড়িত হওয়াতে লাভ আছে।"

নমিতা আবার চেঁচাইয়া উঠিল: "তুমি বাবাকে ডেকে নিয়ে এলে না, ঠাকুর-ঝি? আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই অপমান সইবো নাকি?"

উমা তবু নড়িল না। নমিতা সাময়িক বিমূঢ়তা বিসর্জ্জন দিয়া বলিয়া উঠিল: "তবে আমিই যাচ্ছি নীচে।"

নমিতা যখন দুয়ারের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, প্রদীপ তৎক্ষণাৎ তাহার দুই বাহু বিস্তার করিয়া গাঢ়স্বরে কহিল,—"তুমি এই ব্যূহে প্রবেশ করবারই পথ জান্‌তে, বেরবার কৌশল এখনো শেখনি। দাঁড়াও।"

বিদ্যুৎবিকাশের মত একটি ক্ষীণ মুহূর্ত্তে দুইজনের স্পর্শ ঘটিয়াছিল। নমিতা আহত হইয়া সরিয়া গেল। প্রদীপের মনে হইল সে যেন হাতের মুঠোয় ক্ষণকালের জন্য মৃত্যুকে ছুঁইতে পাইয়াছে। তাহার অমৃতস্বাদে সে স্নান করিয়া উঠিল।

নমিতা একেবারে ছেলেমানুষের মত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

অবনীবাবুকে আর ডাকিয়া আনিতে হইল না। পেছনে শচীপ্রসাদও হাজির। দুয়ারের কাছে তাহাদের দেখা পাইতেই নমিতা কাঁদিয়া ফেলিল: "দেখুন এসে, ইনি আমার পূজার ঘরে ঢুকে কী-সব উৎপাত সুরু করেছেন! আমার ঘট উল্‌টে দিয়েছেন, আর মুখে যা আসে তাই বলে' আমাকে অপমান করছেন। আমি যত না বল্‌ছি—"

—"নিশ্চয়, নমিতা। এ তোমার অপমান নয়, আশীর্ব্বাণী! কিসের জন্য তোমার এই তুচ্ছ পূজা? এই মালা কার গলায় দিচ্ছ?" বলিয়া সুধী-র ফোটোর গলায় ঝুলানো মালাটা টানিয়া সে টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া দিল: "কিসের এই ধূপধূনো? দিনের বেলায় কেন আবার আলো জ্বেলেছ? আকাশে চেয়ে সূর্য্য দেখতে পাচ্ছ না?" বলিয়া প্রদীপ লাথি মারিয়া-মারিয়া পিল্‌সুজ ধূপতি সব উল্‌টাইয়া দিতে লাগিল।

নমিতা রাগে অপমানে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার আর সহিল না; তাহার মুখ রক্তপ্রাচুর্য্যে একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি মেঝে হইতে ঘটটা কুড়াইয়া আনিয়া প্রদীপের মাথা লক্ষ্য করিয়া সজোরে ছুঁড়িয়া মারিল। হয় ত' সতী বলিয়াই তাহার সে-লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল না। প্রদীপের ডান ভুরুর উপরে কপাল ফাটিয়া আনন্দাশ্রুর মত রক্ত ঝরিতে লাগিল।

প্রদীপ যেন এতক্ষণ ধরিয়া এই আঘাতটিকেই কামনা করিতেছিল। নমিতার পরিপূর্ণ পাণ্ডুর ওষ্ঠাধরেও এমন মাদকতা নাই। সে অন্তরের গভীর সুরে কহিল,—"তোমাকে নমস্কার, নমিতা। কিন্তু তোমার এই তেজ এই বিদ্রোহ সমস্ত পুরুষজাতির অত্যাচারের বিরুদ্ধে, আত্মঘাতী প্রথার বিরুদ্ধে, অভিমানী সমাজের বিরুদ্ধে। তোমার তেজের এই বলিষ্ঠ উলঙ্গ উজ্জ্বলতা সমস্ত পৃথিবীকে দগ্ধ করুক্। আর পাহারাওয়ালা ডেকে কাজ নেই, শচীপ্রসাদবাবু।"

অবনীবাবু কহিলেন,—"তোমার শাসন এখনো যথেষ্ট হয় নি! ভাল চাও ত' এখনো বিদায় হও বল্‌ছি।"

—"যাচ্ছি, কিন্তু অভিনয়ের শেষ অঙ্ক এখনো বাকি আছে।"

—"না, নেই।" বলিয়া অবনীবাবু হঠাৎ তাহার ঘাড় ধরিয়া ফেলিলেন।

প্রদীপ সামান্য একটু হাসিল: "সামান্য ঘাড়-ধরা থেকে ছাড়া পাবার জন্য যুযুৎসুর সোজা প্যাঁচ্ আমার শেখা আছে। কিন্তু আপনি মাননীয় গুরুজন, আপনাকে ভূপতিত করে' অপদস্থ করলে আমার মন খুসি হবে না।"

ভয়ে ভয়ে অবনীবাবু হাতের মুষ্টি শিথিল করিয়া দিলেন। শচীপ্রসাদ বলিয়া গেল: "আমি দিচ্ছি ফোন্ করে'।"

প্রদীপ শান্তস্বরে কহিল,—"পুলিশ আসবার আগেই শেষ অঙ্ক শেষ করে' ফেলি নমিতা। তুমি প্রস্তুত হও। তেমন কিছু ভয়ের কারণ নেই। আঘাতের পরিবর্তে স্নেহ দিতে হবে এ-শিক্ষা আমরা নতুন লাভ করেছি এ-যুগে। তোমাকে আমি ভালবাসি। কথাটার যদি কিছু অর্থ থাকে, তবে তার উচ্চারণেই আছে, অলস অনুভূতিতে তার প্রমাণ নেই। এ-ভালবাসা তোমাকে জ্যোৎস্নালোকে শোনাবার মত নয়, স্পষ্ট দিনের আলোয় সমস্ত সমাজের মুখের ওপর প্রখর ভাষায় বল্‌বার মত। তুমি ভারতবর্ষের প্রতিমা কি না জানি না, কিন্তু আমার আত্মার সহোদরা।"

উমা দেয়ালের দিকে পিঠ করিয়া একেবারে পাংশু হইয়া গিয়াছে। নমিতা তখনো ভয়ে উদ্বেগে থমথম করিতেছে—গায়ের বসন তাহার সুসন্নিবেশিত নাই, শ্বশুরকে দেখিয়াও সে মাথায় ঘোম্‌টা তুলিয়া দিল না,—সে হতচেতন, বিমূঢ়, স্পন্দহীন। প্রদীপকে তাহারই সম্মুখে

অগ্রসর হইতে দেখিয়া সে ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। এমন অবশ্যম্ভাবী মুহূর্ত্তে অবনীবাবু পর্য্যন্ত তাহাকে বাধা দিতে পারিলেন না।

যে-রক্ত আমার গৌরবের চিহ্ন হ'ল তাই তোমার কলঙ্ক হোক, নমিতা।" বলিয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য প্রদীপ দুই বাহুর মধ্যে হঠাৎ নমিতাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। ঠিক চুম্বন করিল কি না বোঝা গেল না, আলিঙ্গনচ্যুতা হইয়া নমিতা সরিয়া গেলে দেখা গেল প্রদীপেরই কপালের রক্তে তাহার মুখ, বুক একেবারে ভরিয়া গিয়াছে। অস্বাভাবিক উত্তেজনার প্রাবল্য নমিতা আর সহিতে পারিল না, মুহ্যমান অবস্থায় মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

প্রদীপ দুয়ারের দিকে হটিয়া আসিয়া কহিল,—"হয় ত' এ-জীবনে আর দেখা হবে না, নমিতা। কিন্তু সংসারে লক্ষ-কোটি কলঙ্ক নিয়ে বেঁচে থাকবার অবকাশে এটুকু শুধু মনে করে' সুখ পেয়ো যে তোমারই কলঙ্কের মূল্যে আরেক জন মহান্ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েছে।" বলিয়া আর এক মুহূর্ত্তও দেরি না করিয়া সে ডান-হাতে কপালটা চাপিয়া ধরিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

সিঁড়িতে যখন নামিয়াছে তখন উপর হইতে উমার কণ্ঠের ডাক শোনা গেল: "দীপ-দা, দাঁড়াও, মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ করে' দি।"

প্রদীপ একবার উপরে চাহিল, কিন্তু একটিও কথা কহিল না।

প্রদীপ বড় রাস্তায় পড়িয়াই ট্যাক্সি লইয়া কাছাকাছি একটা ডিস্‌পেন্‌সারিতে আসিয়া উঠিল। ডাক্তারটি পরিচিত। ট্যাক্সিভাড়াটা তিনিই দিয়া দিলেন যা হোক্। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন আঘাত গুরুতর হইয়াছে। যে পরিমাণে রক্তক্ষয় হইয়াছে তাহাতে অন্যান্য আনুষঙ্গিক পীড়া হইবার সম্ভাবনা। ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিয়া ডাক্তার-বাবু কহিলেন,—"বাড়ি গিয়ে চুপ করে' শুয়ে থাকুন গে। সঙ্গে এই ওষুধটাও নিয়ে যাবেন।

ঔষধটা পকেটে পুরিয়া প্রদীপ পায়ে হাঁটিয়াই বাহির হইয়া পড়িল। চুপ করিয়া শুইয়া থাকিবার জন্যই সে মাথা পাতিয়া আঘাত নিয়াছে আর কি! কিন্তু ঘা-টার সুতীব্র যন্ত্রণা তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। অজয়ও এমন করিয়া নমিতারই জন্য আঘাত নিয়াছে, কিন্তু সেটা আকস্মিক একটা দুর্ঘটনা মাত্র, নমিতার নিজের হাতের পরিবেষণ নয়। অজয়ের আচরণের মধ্যে কোথায় যেন একটা চোরের নীচতা আছে, কিন্তু এমন একটা সুপ্রবল দস্যুতার প্রমত্ততা নাই। প্রতিযোগিতায় সে-ই বোধ হয় বেশি লাভ করিল।

কিন্তু কেন যে তাহার মধ্যে হঠাৎ এই দুর্দ্দাম চঞ্চলতা আসিল সে ইহা বুঝিয়া পাইল না। নমিতা যে আর কাহারো অন্তরের অন্তঃপুরে কায়াহীন কল্পনার মতও বিরাজ করিবে তাহাতেও প্রদীপের ক্ষমা নাই। সে হয় ত' নির্জ্জনলালিত ভাবমূর্ত্তিতেই নমিতাকে আস্বাদ করিত—তাহার সমস্ত কর্ম্মমুখর ব্যস্ততায় নিশীথরাত্রির স্বপ্নরঞ্জিনীর মত; তাহার এই বিশ্বাসও ছিল যে, যাহাকে এমন করিয়া কামনা করা যায় সে বিজ্ঞানের স্বাভাবিক রীতিতেই প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিবে। কিন্তু অজয়ের ব্যস্ত

আচরণে সে-প্রতীক্ষার অবিচল তপস্যা যেন সহসা ভাঙিয়া শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। সত্যকে ঘিরিয়া ভাবের যে কুজ্ঝটিকা ছিল তাহা মিলাইয়া যাইতেই প্রদীপের চোখে পড়িল নমিতাকে না হইলে তাহার চলিবে না। যেমন তাহার বুকের নিশ্বাস, পকেটের পাথেয়। হয় ত' নমিতার পক্ষে কোনো লৌকিক উপমাই যথেষ্ট নয়। কিন্তু তাহাকে লাভ করিতেই হইবে। প্রেমকে মহত্তর করিতে গিয়া যাহারা প্রণামের সাধনা করে, প্রদীপের তত প্রচুর ধৈর্য্য নাই। তাহাকে ছিনাইয়া, কাড়িয়া, মূলচ্যুত করিয়া তুলিয়া লইতে হইবে। পাওয়াটাই বড় কথা, রীতিটা অনর্থক। অজয় যতই কেননা নারীনিন্দুক হোক, ক্ষণকালের জন্য তাহার চোখে প্রদীপ নেশার ঘোর দেখিয়াছে—সে-নেশার পিছনে নিশ্চয়ই বঞ্চিত উপবাসী যৌবনের তৃষ্ণা ছিল। ছিল না? তাই ত' সে যাইবার সময় নমিতার পাতিব্রত্যের প্রতি এমন নিদারুণ কশাঘাত করিতে দ্বিরুক্তি করিল না। নমিতা তাহার কাছে একটা প্রতীক মাত্র, কিন্তু প্রদীপের কাছে সে প্রতিমার অতিরিক্ত,—প্রাণবতী, দেহিনী। তাহাকে তাহার চাই—ভোগে, বিরহে, কর্ম্মপ্রেরণায়, প্রদোষ-আলস্যে।

মনে পড়ে সেই রাণীগঞ্জে শালবনের তলায় তাহাদের দুই জনকে ফেলিয়া সুধী যখন ইচ্ছা করিয়াই সরিয়া পড়িয়াছিল, তখন সেই ঘনায়িত তিমিরবন্যার উপরে সে যে-দুইটি স্থির আঁখিপদ্মকে দুলিয়া উঠিতে দেখিয়াছিল তাহা তাহার সমস্ত কর্ম্ম-জগতের পারে দুইটি ক্ষুদ্র বাতায়ন হইয়া বিরাট অ-দেখা আকাশকে উদ্ঘাটিত করিয়া ধরিয়াছে। সে-দুইটি চোখই তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া ফিরিয়াছে। কিন্তু সে-দুইটি চোখকে তুলিয়া আনিতে গিয়া নমিতাকে সে অন্ধ করিয়া আসিল

বুঝি। কাড়িতে গেলেও পাওয়া যায় না এমন কোন্ রত্নের লোভে সে দিশাহারা হইল! অজয়ের হঠকারিতা তাহাকে এমন করিয়া পাইয়া বসিল কেন? কিন্তু ঐ জড়স্তূপে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইলে আঘাত না করিয়াই বা কী উপায় ছিল!

সমস্ত দুপুরটা টো-টো করিয়া প্রদীপ সন্ধ্যাকালে এক রেষ্টুর্যাণ্টে ঢুকিয়া যা-তা কতগুলি গলাধঃকরণ করিল। এখন সে কোথায় যাইবে? কতগুলি লোক লইয়া রাত্রিকালে সে নমিতাকে চুরি করিলেই ত' পারিত। দলের লোকেরা নারী-হরণের এই নিদারুণ প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না নিশ্চয়। মূর্খ। মাটির ভারতবর্ষের চেয়ে ঐ মাটির দেহটির মূল্য অনেক বেশি। দেশ সম্বন্ধে প্রীতির আধিক্য ভাবাকুলতার একটা দুর্ব্বল নিদর্শন মাত্র, তাহা প্রত্যক্ষ ও প্রখর নয় বলিয়াই প্রদীপের কাছে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হইল। তাহার চেয়ে নমিতার প্রতি তাহার এই প্রতি-নিশ্বাসের প্রেমে ঢের বেশি সত্য আছে। সব সত্যই সার্থক নয়। না-ই হোক্। তবু এ সত্যকে সে আকাশের রৌদ্রের মত সমস্ত পৃথিবীতে বিকীর্ণ করিয়া দিয়া আসিয়াছে।

অগত্যা মেসেই সে ফিরিয়া আসিল। সমস্ত গা ব্যথা করিয়া জ্বর আসিয়া গেল—মাথাটা ছিঁড়িয়া পড়িতেছে। কিন্তু অজয়ের মত সে পলাইয়া বাঁচিবে না, এই ঘরে সে আত্মহত্যা করিবে। দেশ স্বাধীন না হোক্, তাহাতে তাহার কিছু আসিয়া যাইবে না—তাহার চেয়েও বড় ব্যর্থতা তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। একেবারে অপ্রয়োজনে এমন করিয়া সে প্রাণ দিবে—তাহাকে যে যতই ব্যঙ্গ করুক্, তাহারা

হৃদয়হীন, অমানুষ। সে রক্তের মাঝে অশ্রু দেখে, হত্যার অন্তরালে বৈধব্য। নিষ্ফল কর্ম্মের পেছনে সে অতৃপ্তির হাহাকার শুনিতে পায়, প্রচেষ্টার পেছনে অভাবনীয় ব্যর্থতা। সে রাত জাগিয়া তারা দেখিয়াছে, ধূসর অতীতের কুয়াসায় বর্ত্তমানকে ছায়াময় করিয়া তুলিয়াছে, নমিতার দুইটি শুষ্ক-শীর্ণ ঠোঁটের প্রান্তে তাহারই একটি পিপাসা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে। তাহার জীবন ত' ভাগ্য-বিধাতা তাঁহার হিসাবের খাতায় বাজে-খরচের ঘরেই রাখিয়া দিয়াছেন—তাহার জন্য আবার জবাবদিহি কি? ঘরের মধ্যেকার পুঞ্জিত অন্ধকার যেন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে—এই তিমির-রাত্রির অবসান কোথায়? এই মেসের ময়লা বিছানায় শুইয়াই সে আকাশের জ্যোৎস্নায় গা ঢালিয়া দিয়াছে—সে-আকাশ সহসা এক নিশ্বাসে ফুরাইয়া গেল নাকি? কোথায় তাহার বাড়ি-ঘর, মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন! কেহ নাই। কোথায় নমিতা!

প্রদীপ ঝট্ করিয়া উঠিয়া বসিল। না, আলো জ্বালাইতে হইবে না। কাহারো এখনো ফিরিবার সম্ভাবনা নাই। কাজটা এখনই সারিতে হইবে। এমন অকর্ম্মণ্যকে নিজ হাতে মারিয়া ফেলার মত গৌরব কোথায়? প্রদীপ পকেটে বাঁ-হাতটা ডুবাইয়া দিল।

অমনিই দরজা ঠেলিয়া যদুর প্রবেশ। সে এমন বোকা, জ্বরের ঘোরে তাড়াতাড়িতে দরজাটায় পর্য্যন্ত খিল লাগায় নাই। যদু কহিল, —"আপনার একখানা চিঠি এসেছে।"

—"চিঠি!" প্রদীপ আকাশ থেকে পড়িল,—তাহার ঠিকানা লোকে কি করিয়া জানিতে পারিবে? অজয়ের চিঠি নয় ত'? নতুন কোনো

বিপদে পড়িল নাকি ? কিন্তু বিপদে পড়িলেও তাহার ত' চিঠি লিখিবার কথা নয়। তাহাদের মধ্যে এখন কোনো সম্বন্ধের সূত্র রাখাও ত' আর সমীচীন হইবে না। প্রদীপ হাত বাড়াইয়া চিঠিটা নিয়া কহিল, "আলোটা জ্বালা ত' শিগগির। কী আবার ফ্যাসাদে পড়্লাম।"

লণ্ঠনটা জ্বালাইতেই প্রদীপ চিঠিটার ঠিকানা দেখিল,—এমন হস্তাক্ষর পৃথিবীতে আগে কোথাও দেখিয়াছে বলিয়া মনে পড়িল না। তাহার মা নয় ত' ? তিনি কি আজো বাঁচিয়া আছেন ?

মোড়কটা খুলিয়া ফেলিতেই নীচে নাম দেখিল : নমিতা।

প্রদীপ চীৎকার করিয়া উঠিল: "এই চিঠি তোকে কে দিল ? ধাপ্পাবাজ! আমার অসুখের সময় আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করতে এসেছিস্ ?"

যদু কহিল,—"না বাবু, ইয়ার্কি করতে যাব কেন ? পিওন এসে দিয়ে গেছে। আপনি তখন বাড়ি ছিলেন না।"

—"পিওন দিয়ে গেছে ? আমি বাড়ি ছিলাম না! তুই বল্‌ছিস্ কি, যদু ?"

পোষ্টাফিসের ষ্ট্যাম্প্ দেখিয়া বুঝিল, সত্যই,—চিঠিটা ডাকেই আসিয়াছে। দু'টার সময়কার প্রথম ছাপ, এখানে পৌঁছিয়াছে সন্ধ্যা সাতটায়। তবু যেন প্রদীপের বিশ্বাস হয় না: "পিওন দিয়ে গেছে ? তুই ঠিক জানিস্ ? কেউ চালাকি করেনি ত' ?"

—"কে আবার খামের মধ্যে বসে' চালাকি করতে যাবে ?"

—"সত্যিই, কে আবার চালাকি করবে! চালাকি করে' কার বা

কী লাভ? কে বা জানে এ-সব? কিন্তু শচীপ্রসাদ যদি চালাকি করে? ও, তুই তাকে কি করে' চিন্‌বি? সে আবার আমার চুলের ঝুঁটি টেনে ধরেছিল। আচ্ছা, আমিও দেখে নেব। তুই বড্ড সময়ে চিঠিটা দিয়ে গেছিস্, যদু। নইলে—। শচীপ্রসাদকে শাসন না ক'রেই যে কি করে' মরতে যাচ্ছিলাম! হ্যাঁ, তুই যা। বড্ড জ্বর এসে গেল রে যদু। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দিয়ে যাস দিকি। আর, লণ্ঠনটা তক্তপোষের ওপর তুলে দে।"

লণ্ঠনটা তুলিয়া দিয়া যদু জল আনিতে গেল। কিন্তু এত কাছে আলো পাইয়াও চিঠিটা পড়িতে তাহার সাহস হইল না, চিঠিটা হাতে নিয়া মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। একবার চোখ বুলাইয়াই সে দেখিয়া নিয়াছে পত্রটি একটি কণা মাত্র, সামান্য কয়েক লাইন লিখিয়াই শেষ করিয়াছে। কিন্তু এমন নির্ম্মম আঘাত করিয়া কি-বা তাহার এমন প্রয়োজন ঘটিয়া গেল। অনুতাপ করিয়া ক্ষমা চাহিয়াছে বুঝি। কিম্বা হয় ত' আরো ভৎর্সনা করিয়া পাঠাইয়াছে। তাহার জন্য আবার চিঠি কেন?

নিশ্বাস বন্ধ করিয়া প্রদীপ চিঠিটা পড়িয়া গেল:

প্রদীপবাবু,

এ-সংসারে আমার আর স্থান নেই। আত্মহত্যা করতে পারতাম বটে, কিন্তু মর্‌তে আমার ভয় করে। আর, এক মা ছিলেন, তিনিও বিমুখ হয়েছেন। এখন আপনি মাত্র আমার সহায়। এ বাড়ির বৌ হ'য়ে অবধি কোনদিন পথে বেরইনি, একা বেরুতে আমার পা কাঁপছে। আপনি আজ রাত্রি ঠিক একটার সময় আমাদের গলির মোড়ে অপেক্ষা

করবেন—আমি এক-কাপড়ে বেরিয়ে আস্ব। তারপর আপনি আমাকে যেখানে নেবেন সেখানে যেতে আমি আর দ্বিধা কর্ব না। ইতি।

—নমিতা

যদু জল লইয়া আসিয়াছে; এক ঢোঁকে সবটা গিলিয়া ফেলিয়াও সে ঠাণ্ডা হইল না। যদুর হাতটা চাপিয়া কহিল,—"ঠিক বল্ছিস্, পিওন দিয়ে গেছে? গায়ে খাকির জামা, মাথায় পাগড়ি, পায়ে ফেটি বাঁধা। ঠিক বল্ছিস?"

যদু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল,—"মিথ্যে বলে' আমার লাভ কি বাবু?"

—"না না, তুই মিথ্যে বল্বি কেন? তুই কি তেমন ছেলে? তুই লক্ষী, আর-জন্মে তুই আমার ভাই ছিলি। তোকে আমি আমার সব দিয়ে দিলাম।"

হাত ছাড়াইয়া নিয়া যদু কহিল,—"কী বল্ছেন বাবু? সামান্য একটা চিঠি এনে দিয়েছি—তাতে—"

—"তুই তার কিছু বুঝবি নে। লেখাপড়া তো কোনোদিন কিছু শিখলিনে, পরের বাড়িতে খালি বাসনই মাজ্লি। তুই যে একটি রত্ন, এ-কথা তুই নিজেই ভুলে আছিস্। হ্যাঁ, তোর বিশ্বাস হচ্ছে না? এই সব—সব তোর। আর, আমার এমন কিছুই নেই যে তোকে দেওয়ার মত দিতে পারি। ঠিক বলছিস্? পায়ে ফেটি বাঁধা, মাথায় পাগড়ি, গায়ে খাকির জামা—ঠিক? তুই যখন দেখেছিস্ তখন ঠিক না হ'য়ে পারে? তুই কি আর আমার সঙ্গে চালাকি করবি?"

যদু 'ছি' বলিয়া জিভ কাটিল।

প্রদীপ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে: "সব তোকে দিলাম। সব তোর নিতে হবে। কিছুই আর আমার দরকার নেই। সে ভারি মজা,—এই বিছানা-বালিশ বাক্স-প্যাঁট্‌রা জামা-কাপড়—সামান্য যা-কিছু মানুষের লাগে—এক-এক সময় একেবারে লাগে না। কিছু দিয়েই কিছু হয় না। হ্যাঁ, তুই বিশ্বাস করছিস্ না বুঝি? এ আর এমন কি রাজ্য তোকে দিচ্ছি যে প্রকাণ্ড একটা হাঁ করে' আছিস্। বোকা-টা!"

যদু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল,—"আপনার তা হ'লে কি করে' চল্‌বে?"

—"আমার চল্‌বে না রে পাগলা, চল্‌বে না। আমার আবার আর চলাচলি কিসের? হ্যাঁ, আরেকটা কাজ তোকে করে' দিতে হবে ভাই।"

—"বলুন।"

—"মোড় থেকে একটা রিক্‌স্ নিয়ে আয় দিকি, একটু বেড়াতে বেরুব।"

—"আপনার যে জ্বর। পড়ে' গিয়ে মাথা যে আপনার ফেটে গেছে।"

—"দেখছিস্ না চেহারাটা ভালুকের মত, জ্বরও ভালুকের। কখন যে আসে, কখন যে নেমে যায় ঠাহর করা যায় না।"

প্রদীপের গলার উপরে যদু স্বচ্ছন্দে হাত রাখিল। ভীত হইয়া কহিল,—"গা যে পুড়ে' যাচ্ছে।"

প্রদীপ ঠাট্টা করিয়া বলিল,—"ওটা তোর হাতের দোষ। যা, রিক্‌স্ আন একটা। জল্‌দি।"

—"বাইরে যে হিম পড়ছে বাবু।"

—"দুত্তোর হিম। বেশ ত ঠাণ্ডায় আবার জ্বর জুড়িয়ে যাবে 'খন। কোনোদিন ত' আর লেখাপড়া শিখলিনে, কিসে করে' যে কী হয় তোর চোদ্দপুরুষও বুঝে উঠতে পারবে না। যা। তোকে গালাগাল দিলাম না ওটা! কী মূর্খের পাল্লায়ই যে পড়েছি! বেশ জোয়ান দেখে রিক্স্ আনবি। হা হা—জোয়ান রিক্স্।"

যদু চলিয়া গেলে প্রদীপ আবার নতুন সমস্যায় পড়িল। টাকা কোথায়? পকেটের বাইরে ও ভেতরে দুই দিকেই সমান দুইটা শূন্য। তবে? অবিনাশের কাছে গিয়া সাহায্য চাহিবে? এখন সে কলিকাতায় না কালিঘাট-এ তাহারই বা ঠিকানা কি? হ্যাঁ, যখন সে সব ছাড়িয়াছে, তখন তাহার টাকাও লাগিবে না। পাগল! সে একা নয়, সঙ্গে নমিতা। সে-কথা সে ভুলিয়া গেল নাকি? না না, ভুলিতে সে মরিতে গিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন মরিলেও সে ভুলিতে পারিত না। কিন্তু টাকা চাই। টাকার জন্য কোথায় সে প্রার্থী হইবে আজ? নমিতা মধ্যরাত্রিতে গলির মোড়টা একেলা আসিয়াই ঘুরিয়া যাইবে নাকি? বিশ্বাসঘাতক, প্রদীপ, চরিত্রহীন পাপিষ্ঠ। কুলনারীকে বাড়ির বাহির করিয়া সে আরামে বিছানায় শুইয়া জ্বর ভোগ করিতেছে। ছি! কিন্তু নমিতা নিশ্চয়ই সেমিজের তলায় টাকা নিয়া আসিবে। আসুক্, তবু তার কাছ থেকে খরচ চাহিলে তাহার পুরুষগর্ব্ব ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে যে। হোক্, যে সহচারিণী বন্ধু, তার কাছ থেকে এটুকু সাহায্য নিলে লজ্জা কোথায়? নমিতা কোথায় টাকা পাইবে? গায়ে তাহার একখানা গয়না পর্য্যন্ত নাই। সে-সব অবনীবাবুর সিন্দুকে নির্ব্বাপিত মৃৎপ্রদীপের

মত ঘুমাইয়া আছে। নমিতা সে-সিন্দুকের শক্তি কি করিয়া পরীক্ষা করিবে? না, না, টাকা চাই। কোনো দ্বিধা নাই, টাকা তাহাকে সংগ্রহ করিতেই হইবে।

কি ভাবিয়া প্রদীপ দরজায় খিল দিল। একটা লোহার শলা ঢুকাইয়া সজোরে একটা চাড় দিতেই প্রীতিনিধানের ট্রাঙ্কের তলাটা ফাঁক হইয়া গেল। সে চুরি করিতেছে, হ্যাঁ, সে জানে। চুরিই করিতেছে সে। উদ্দেশ্যবিচারেই মহত্ত্ব প্রমাণিত হোক্, রীতিবিচারটা বর্ব্বর প্রথা। ভগবান আছেন। যে চোর, যে নারীহর্ত্তা তার জন্যও ভগবান আছেন। প্রীতিনিধানের কাপড়ের তলায় কতগুলি নোট।

দরজায় কে টোকা দিল।

প্রদীপ জিজ্ঞাসা করিল: "কে?"

—"আমি, বাবু। রিক্স্ এসেছে।"

—"এসেছে? বেশ জোয়ান রিক্স ত' রে?" বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে দরজা খুলিয়া দিল।

আর এক মুহূর্ত্ত দেরি করিল না: "চল্লাম রে যদু।"

যদু কহিল,—"আর আস্‌বেন না?"

—"না।" বলিয়া অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া হোঁচট্ খাইতে খাইতে সে নামিতে লাগিল। উপর হইতে যদুর প্রশ্ন শোনা গেল: "দড়িতে টাঙানো আপনার ঐ সিল্কের জামাটাও আমার।"

—"হ্যাঁ, তোর। সব। গরদ তসর সিল্ক মট্‌কা মসলিন আল্‌পাকা —সব।"

রিক্সয় চাপিয়া প্রদীপ কহিল—"চল্ কাশিপুর।"

রিক্‌স-ওয়ালা অবাক হইয়া কহিল,—"সে কি বাবু? সে ত' বহুদুর।"

—"আচ্ছা, আচ্ছা, উল্টোমুখো করে' নে গাড়িটা। ভবানীপুর চল্।"

—"সে ও ত' ঢের দূর বাবু।"

—"তবে কি সাবু খেয়ে গাড়ি টানিস্? নে, হেদোয় যেতে পারবি?"

ডাণ্ডা তুলিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া রিক্‌স-ওয়ালা টানিতে লাগিল।

প্রদীপ কহিল,—"বেশি মেহনৎ হ'লে আরেকটাতে চাপিয়ে দিস্ মনে করে'। বুঝলি?"

একটা বাজিবার বহু আগে হইতেই প্রদীপ গলির মোড়ে প্রতীক্ষা করিতেছে। চিঠি পাইবার পর অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, তবু এখনো যেন সে ভালো করিয়া কিছুই ধারণা করিতে পারিতেছে না। যে নির্মম ঘৃণায় আঘাত করিতে পারে, সেই আবার কালবিলম্ব না করিয়া সহযাত্রিণী হয় এমন একটা চেতনায় প্রদীপ একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। মানুষের মনে এমন কি পারস্পরিক বৃত্তিবৈষম্য ঘটিতে পারে, ভাবিয়া প্রদীপের বিস্ময়ের আর অন্ত ছিল না। ভয়ও করিতেছিল না এমন নয়। যতক্ষণ নমিতা শ্বশুরালয়ে স্থাণুর মত অচল হইয়া বসিয়া ছিল ততক্ষণ তাহাকে সংস্কার ও বুদ্ধি দিয়া আয়ত্ত করা যাইত, কিন্তু যখন সে সেই পরিচিত ঘর-বাড়ি ছাড়িয়া একেবারে কূলপ্লাবিনী নদীর মত নামিয়া আসিল তখন তাহাকে যেন আর সীমার মধ্যে খণ্ডিত ও লাঞ্ছিত করিয়া দেখিবার উপায় নাই। কোথায় একটা অস্বাভাবিক অসামঞ্জস্যের বেসুর বাজিতেছে, অথচ এমন একটা খররুদ্র বিদ্রোহাচরণের মাঝেই ত' সে তাহাকে আহ্বান করিয়াছিল! কিন্তু এমন আকস্মিকতার সঙ্গে হয় ত' নয়। এই নিদারুণ অসহিষ্ণুতার মাঝে যেন কুশ্রী নির্লজ্জতা আছে। যে-বিদ্রোহ আত্মোপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় তাহাতে সুষমা কোথায়?

অজয় হইলে হয় ত' লাফাইয়া উঠিত,—নমিতাকে সঙ্গে নিয়া হয় ত' তখনই গলবস্ত্র হইয়া সমাজের উদ্যত খড়্গের নীচে মাথা পাতিত! কিন্তু প্রদীপ নমিতাকে পরিপূর্ণ ও প্রগল্‌ভ জীবনোৎসবের মাঝখানেই নিমন্ত্রণ করিতে চাহিয়াছে। নমিতাকে নিয়া তাহার তৃপ্তির তপস্যা, সৃষ্টির সমারোহ। সে তাহাকে নিয়া মরণের হোলি খেলিতে চাহে নাই।

কিন্তু যে-প্রেম দীর্ঘ প্রতীক্ষার অশ্রুসিঞ্চনে সঞ্জীবিত হইল না, সে-প্রেম শরীরের একটা স্নায়বিক উত্তেজনা মাত্র, তাহার কোথায় বা লাবণ্য, কী-বা তার ঐশ্বর্য্য! সাহসিকা অভিসারিকার চেয়ে একটি সাশ্রুলেখাননা বাতায়নবর্ত্তিনী বন্দিনী মেয়ের মাঝে হয় ত' বেশি মাধুরী। কিন্তু এখন ইহা নিয়া অনুতাপ করিবার কোন অর্থ নাই। কেন যে সে কী আঘাত পাইয়া হঠাৎ উচ্ছৃঙ্খল ঝড়ের আকারে নমিতাকে লুণ্ঠন করিতে গিয়াছিল, কেনই বা যে নমিতা সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াও পুনরায় পরাভূত হইল—ইহার কারণ নির্ণয় করিবারও সময় ফুরাইয়াছে।

রিক্‌স ছাড়িয়া নানা অলি-গলিতে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া প্রদীপ অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্নায়ুগুলি শিথিল হইয়া আসিতেই সে নমিতার এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের মধ্যে আর মাদকতার স্বাদ পাইল না। তবু এখন রাস্তার মাঝখানে নমিতাকে একলা ফেলিয়া সরিয়া পড়িবার মার্জ্জনা নাই। যখন পথে একবার পা দিয়াছে তখন তাহার পার খুঁজিয়া দেখিতে হইবে।

রাস্তা ক্রমে-ক্রমে পাতলা হইয়া আসিল। রাত্রির কলিকাতার স্তব্ধতার মাঝে উন্মুক্ততার একটা প্রাণান্তকর বিশালতা আছে—এত বড় মুক্তির কথা ভাবিয়া প্রদীপের হাঁপ ধরিল। গলির মোড় হইতে অবনী বাবুর বাড়ির একটা হলুদে দেয়াল অস্পষ্টাকারে চোখে পড়ে, তাহারই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া প্রদীপ চক্ষুকে ক্ষয় করিয়া ফেলিতে লাগিল। এ কী—নমিতাই ত', সমস্ত গায়ে চাদর মুড়িয়া এদিকে অগ্রসর হইতেছে। আশ্চর্য্য, তাহা হইলে চিঠিটার মধ্যে এতটুকু অসত্য ছিল না? নমিতা তাহা হইলে নিতান্তই কলঙ্কের ডালা

মাথায় লইয়া কূল ডিঙাইল! সে প্রদীপকে এতখানি বিশ্বাস করে! সে একবারো কি এই কথা ভাবে নাই যে, যে অমিতচারী উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব প্রদীপ অন্তঃপুরে ঢুকিয়া নির্লজ্জ ও কদর্য্য অভিনয় করিয়া আসিতে পারে, তাহার বিশ্বাসঘাতক হইতেও দেরি লাগে না? কে জানে হয় ত' সে এই কথাই ভাবিয়াছিল: তাহার উপর যাহার এমন দুর্দ্দমনীয় লুব্ধতা, সে নিশ্চয়ই এমন সোনার সুযোগ সহজে ফস্‌কাইতে দিবে না, দুই লোলুপ বাহু মেলিয়া গলির মোড়ে ঠিক দাঁড়াইয়া থাকিবে। হয় ত' সে প্রদীপের আগ্রহকে এমনি একটা কদর্থ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। পরস্বাপহরণই কি তাহার ব্যবসা নাকি? নমিতা তাহাকে কেন সন্দেহ করিল না? কে জানে, নমিতার না আসিলেই বুঝি ভালো হইত। একটা চিঠি লিখিয়া তাহার প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন না করিলে হয় ত' তাহার স্বর্গচ্যুতি ঘটিত না।

নমিতা সরাসরি প্রদীপের সম্মুখে হাঁটিয়া আসিল; কহিল,—“কোথায় নিয়ে যাবেন, চলুন। গাড়ি ঠিক রেখেছেন?”

প্রদীপ ভালো করিয়া নমিতার মুখেব দিকে চাহিতে পারিতেছিল না, তবু ক্ষণিক দৃষ্টিপতে যেটুকু আভাস পাইল তাহাতে সে স্পষ্ট বুঝিল যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে-মুখ নিদারুণ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। দিনের বেলাকার সেই প্রশান্ত ও গাম্ভীর্য্যগদ্‌গদ মুখখানি এখন নিরানন্দ শুষ্কতায় কুটিল ও কৃশ হইয়া গিয়াছে। কথায় পর্য্যন্ত সেই কুণ্ঠিত মাধুর্য্যের কণা নাই। সে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল,—“গাড়ি-টাড়ি ঠিক নেই।”

নমিতা সামান্য বিদ্রূপ করিয়া কহিল,—“ভাবছিলেন বুঝি চিঠিতে

আপনাকে একটা ধোকা দিয়েছি। মিথ্যা কথা সহজে আমি বলি না। চলুন, গাড়ি একটা পাওয়া যাবে হয় ত'।"

ক্লান্তস্বরে প্রদীপ কহিল,—"কিন্তু কোথায়ই বা যাবে?"

—"বাঃ, সে ত' আপনি জানেন। আমাকে আপনি কোথায় নিয়ে যাবেন তার আমি কী জানি?"

প্রদীপ ম্লান চক্ষু দুইটি নমিতার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কহিল,— "সত্যি, কোথায় যাব তার আমি কিছু জানি না।"

নমিতা চঞ্চল হইয়া উঠিল: "কিছুই জানেন না? এখন এ-কথা বলতে আপনার লজ্জা করে না? তখন ঘটা করে' আমার ঘরে গিয়ে যাত্রা-দলের ভীমের পার্ট করে' এসে এখন শকুনি সাজলে চলবে কেন? চলুন, এগোই। এখানে দাঁড়িয়ে গবেষণা করবার সময় নেই। খানিক বাদেই বাড়িতে তুফান লেগে যাবে। তখন মরবারো আর মুখ থাকবে না। চলুন।" বলিয়া নমিতাই বড় রাস্তা ধরিয়া আগাইতে লাগিল।

পিছে পিছে দুই পা চলিতে চলিতে প্রদীপ কহিল,—"আমাকে ক্ষমা কর, নমিতা। তুমি বাড়িতেই ফিরে যাও।"

নমিতা ফিরিয়া দাঁড়াইল। সামনেই গ্যাস্‌পোস্‌টটা, তাহার আলোতে সে-মুখের সব ক'টা রেখা নিমেষে দৃঢ় ও দৃপ্ত হইয়া উঠিল: "আপনি এত বড় কাপুরুষ? বাড়ির বাইরে টেনে এনে আবার তাকে বাড়িমুখো হবার পরামর্শ দেন্ কোন্ লজ্জায়? আর, ফেরবার পথ অত সহজ নয়। কিন্তু ঐ দেখুন, একটা গাড়ি যাচ্ছে। বোধ হয় খালি—ডাকুন না, দেখা যাক্।"

গাড়িতে উঠিলে গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় যাব ?"

প্রদীপ নমিতাকে প্রশ্ন করিল,—"কোথায় যেতে বল্‌ব ওকে ? তোমার বাপের বাড়ি ?"

—"বাপের বাড়ি ! আপনাকে সঙ্গে নিয়ে এত রাত্রে ওখানে ফিরে গেলে বাপের বাড়ির এয়োরা সব বরণ-ডালা নিয়ে আসবে না। কোথায় যেতে বলবেন আমি কি জানি ?"

এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া প্রদীপ বলিল,—"চল শেয়ালদা।"

দুই জনে মুখোমুখি বসিয়াছে। নমিতা জান্‌লা দিয়া রাস্তার উপরে চলমান গাড়ির ছায়াটাই বোধ করি লক্ষ্য করিতেছিল, প্রদীপ একেবারে মূঢ়, স্পন্দহীন। শেয়ালদা হইতেই যে কোথায় যাওয়া যাইতে পারে তাহার কোনো কিনারাই সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এ-সময় অজয়ের দেখা পাইলে মন্দ হইত না। সে সমস্ত সমস্যাই খুব তাড়াতাড়ি সমাধান করিতে পারে, হয় ত' ভোর হইলেই সে নমিতাকে নিয়া একটা প্রকাণ্ড শোভাযাত্রার আয়োজন করিয়া ফেলিত। কিন্তু নমিতা যদি আসিলই, তবে রূঢ় কোলাহলে সে যেন নিজেকে ব্যয় না করে, আকাশের দর্পণে সে তার আত্মার প্রতিবিম্ব দেখুক্।

প্রদীপ অনেকক্ষণ পরে কথা কহিল,—"তুমি এমন করে' হঠাৎ বেরিয়ে পড়বে, এ ভাবতেও পারিনি, নমিতা।"

নমিতা জান্‌লা হইতে মুখ ফিরাইল না, কহিল,—"তবে কি ভাবতে পেরেছিলেন শুনি ?"

একটু দম নিয়া প্রদীপ কহিল,—"ভেবেছিলাম মেরুদণ্ডের অভাবে চিরকাল তোমাকে সমাজের অচলায়তনে কুঁক্‌ড়েই থাক্‌তে হবে।"

নমিতা ভিতরে মুখ আনিয়া ঠাট্টা করিয়া কহিল,—"এখন আমার মেরুদণ্ডটা বুঝি আপনার কাছে প্রকাণ্ড দণ্ড হ'য়ে উঠেছে, তাই আবার শ্বশুরবাড়ি ফিরে যেতে বল্‌ছেন। কিন্তু আমার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না।" বলিয়া আবার সে জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিল।

প্রদীপ কহিল,—"সংসারে ক'ার জন্য কা'র ভাবনা করতে হয় কিছু লেখা থাকে না, নমিতা। তুমি আমার সঙ্গেই ত' চলেছ। এ-যাত্রায় পৃথক্ ফল যখন কোনদিক থেকেই নেই, তখন ভাবনার অংশটা আমাকেও ত' খানিকটা নিতে হবে।"

নমিতা সোজা হইয়া বসিল। ঘোমটার তলা হইতে কতকগুলি রুক্ষ চূর্ণকুন্তল মুখের উপর নুইয়া পড়িয়াছে। সে দুইটি ঠোঁট ঈষৎ চাপিয়া কি-একটা কঠিন কথা সংযত করিয়া নিল। পরে স্পষ্ট করিয়া কহিল,—"আপনার সঙ্গে চলছি বটে, কিন্তু আপনার জন্যেই বেরিয়ে আসিনি, দয়া করে' তা মনে রাখবেন।"

ম্লান একটু হাসিয়া প্রদীপ কহিল,—"সে-কথা আমাকে মনে না করিয়ে দিলেও চল্‌ত, নমিতা। বেরিয়ে যে এসেছ এইটেই আজকের রাতের পক্ষে সত্য, কিসের জন্য এসেছ সেইটে অবান্তর। আমার জন্য বেরিয়ে আসবে এমন একটা অন্যায্য অভিলাষের কলুষে তোমার এ বিজয়গর্ব্বকে আমি ছোট করতে চাইনে। কিন্তু এ যখন তোমার একারই দায়িত্ব তখন আমাকে আর গাড়ি করে' কোথায় টেনে নিয়ে চলেছ ?"

নমিতা চোখের সম্মুখে বিপদ দেখিল। প্রদীপকে এত সহজে মোহমুক্ত করাটা ঠিক হয় নাই। সে হাসিয়া কহিল,—"আমি টেনে

নিয়ে চলেছি মানে? আজকে সকালবেলা আমার পূজোর ঘরে কে ঘটোৎকচবধের পালা শেষ করে' এলো? বক্তৃতায় পটু, কাজে কপট— এমন লোক দেশের কল্যাণ সাধন করবার অহঙ্কার করে কোন হিসাবে? কোনো রমণীকে কুলের বার করে' এনে মাঝপথে তাকে ফেলে চলে' যাওয়াটা বীরধর্ম্ম নয়। আপনি যেখানে যাবেন আমাকেও সেখানেই যেতে হবে।"

প্রদীপ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এক রাতে সেই নির্ব্বাককুণ্ঠিতা নমিতা মুখরভাষিণী হইয়া উঠিয়াছে। চোখে চটুলতা, কথায় বিদ্রূপ, ব্যবহারে পরম সাহস। তাহার সেই ধ্যানময় প্রেমগরিমা কোথায় অন্তর্হিত হইল! সেই তেজোদীপ্ত দৃঢ়তার বদলে এ কিসের তরলচাপল্য! তাহার বিদ্রোহাচরণে এমন একটা অপরিচ্ছন্নতা থাকিবে ইহা প্রদীপ কোনদিন বিশ্বাস করে নাই।

প্রদীপ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"আমি ত' মৃত্যু-অভিসারিক।"

নমিতা হাসিয়া বলিল,—"কবির ভাষায় আমিও তা হ'লে মৃত্যু-স্বয়ংবরা।"

প্রদীপ গম্ভীর হইয়া কহিল,—"সত্যিই আমি মৃত্যুকে জীবনের মূল্য-নির্দ্ধারক বলে' স্বীকার করি না। আমি বাঁচ্‌তে চাই, পরিপূর্ণ ও প্রচুর করে' বাঁচা।"

নমিতা হাসিয়া কহিল,—"এ আপনারই যোগ্য বটে। বিসংবাদী মনোভাব নিয়েই আপনি কারবার করেন দেখ্‌ছি। একবার বলেন: বেরোও; বেরুলে বলেন: ফের। মন খারাপ হ'লে বলেন: মরব; মরবার সময় এলে গল্পের কাঠুরের মত বলেন: বাঁচাও। আমার উপায়

নেই, আপনার কথায় সায় আমাকে দিতেই হবে। আপনি যদি বাঁচান্, ত বাঁচ্বো বৈ কি। বাঁচতে চাই বলে'ই ত' বেরিয়ে এলুম। মরলুম আর কৈ !"

নমিতার এতগুলি কথার মধ্যে একটি কথামাত্র প্রদীপ কুড়াইয়া লইল : "আমার সঙ্গে সায় দিতে হবে তোমার এমন কোনো চুক্তি আছে নাকি, নমিতা ?"

—"না থেকে আর উপায় কি ? আপনার সঙ্গেই যখন যেতে হচ্ছে।"

—"আমার সঙ্গে যাবার জন্যে ত' তোমার দিক থেকে কোনো আয়োজনই হয় নি, নমিতা। আমি তোমার সঙ্গে আছি এ তোমার জীবনের আকস্মিক একটা দুর্ঘটনা মাত্র। তুমি ত' আর সত্যি আমার জন্যেই পথে নাম নি।"

নমিতা কহিল,—"তা ত' নয়ই। সে-কথা বার বার বল্লে মানে উল্টে যাবে না কখনই। আমি একলাই বেরুতুম, কিন্তু পুরুষ একজন সঙ্গে থাক্লে কিছুটা আমার সুবিধে হবে ভেবেই আপনাকে চিঠি লিখেছি। আপনি আমার পথের অবলম্বন মাত্র, বিশ্রামের আশ্রয় নয়। সত্যভাষণের দীপ্তি যদি সইতে না পারেন, তবে নেমে যান গাড়ি থেকে, আমার আপত্তি নেই। যে-দেবতা আমাকে ডাক দিলেন, রাখতে হয় তিনিই আমাকে রাখবেন। মিছিমিছি আপনাকে ব্যস্ত করলুম হয় ত'।"

নমিতা জান্লার উপরে বাহুর মাঝে মুখ লুকাইল।

প্রদীপ কহিল,—"তোমার মাঝে আমি মুক্তির মহিমা দেখছি, নমিতা—"

নমিতা মুখ না তুলিয়াই কহিল,—"এটা কবিত্ব করবার সময় নয়।"

—"জানি। নানা রকম বিপদের সঙ্গে আমাদের যুঝতে হবে, নানারকম সমস্যা। সমাজ, আইন, হৃদয়। সে-সবের মীমাংসা অহিংসামূলকই করে' তুল্‌ব আমরা। দাঁড়াও, কথা আমাকে শেষ করতে দাও। তোমার চিঠি পেয়ে এ-কথা যদি একবারো ভেবে থাকি যে, বেরুলেই তুমি আমার হৃদয়ের নিকটবর্ত্তী হবে সেটা নেহাৎই আমার অন্ধতা। দুটো দেহের স্থানিক সান্নিধ্যই মিলন নয়, নমিতা। সে-লুব্ধতা আমার ছিল কি ছিল না তেমন বিচার আগে থেকে করতে গিয়ে তুমি খামোকা লাঞ্ছিত হ'য়ো না। ধরে' নাও আমি তোমার বন্ধু। তবে এখন বলতে তোমার দ্বিধা করা উচিত নয়—কেন তুমি এমন বিস্ময়কর কাজ করে' ফেল্‌লে ?"

নমিতা মুখ তুলিল। অন্ধকারেও স্পষ্ট মনে হইল সে কাঁদিতেছে। চাদরের খুঁটে চোখ মুছিয়া সে কহিল,—"বিস্মিত আমিও নিজে কম হইনি, প্রদীপবাবু। কিন্তু বেরিয়ে না এসে সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে বসে' থাকবার মত অমানুষিক সতীত্ব আমার সইলো না। কুরুসভায় দ্রৌপদীও এতদূর লাঞ্ছিত হয়েছিলেন কি না মহাভারত লেখে না। আমার এতদিনকার স্বামিধ্যান কৃচ্ছ্রপালন সমস্তই আমার বৈধব্যের মতই নিষ্ফল হ'ল। ভাবলুম, আপনার সেই হৃদয়হীন দস্যুতাই যখন আমার সকল অত্যাচারের মূল, তখন দায়িত্বও আপনারই। তাই আপনাকে চিঠি লিখলুম। যত বড় অমানুষই হোন্ না কেন, একজন ভদ্রনারীর করুণ আবেদন হয় ত' অগ্রাহ্য না-ও করতে পারতেন। তবু যদি রাস্তায় এসে আপনাকে না পেতুম, আমাকে সামনেই চল্‌তে হ'ত,

এগোবার সময় ফেরবার সমস্ত গতি নিবৃত্ত করে'ই বেরিয়েছি।" বলিয়া নমিতা ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

প্রদীপ কহিল,—"হৃদয়হীন সত্যিই আমি ছিলাম না, নমিতা। তবু যদি সন্দেহ কর এই বিদ্রোহাচরণে কোনো কল্যাণ নেই, তবে বল, গাড়ি ফিরতে বলি।"

কান্নার মধ্যেই কর্কশ স্বরে নমিতা কহিল,"—না।"

প্রদীপ কহিল,—"দায়িত্ব আমারই। ভেবেছিলাম, যাকে চাওয়া যায় তাকে পাওয়া যায় না, এ নিয়ম ঈশ্বরের মতই অবধারিত। কিন্তু জোর করে' যদি তাকে ছিনিয়ে নেওয়া যায় তবেও ত' তাকেই পাওয়া হ'ল। স্তরভেদের সূক্ষ্মতাবিচার ভুলে গিয়েছিলাম, নমিতা। ভুল হয় ত' আমার ভেঙেছে, কিন্তু সময় যদি একদিন আসে, বুঝবে, সত্যিই আমি হৃদয়হীন ছিলাম না। আমি তোমাকে পাই না পাই, সংসার-ব্যাপারে এ একটা অতি তুচ্ছ কথা। তুমি তোমাকে পাও এই খালি প্রার্থনা করি। কিন্তু যাক্, গাড়িটা ষ্টেশনে ঢুক্ছে। বাকি রাতটা প্ল্যাটফর্মেই কাটাতে হবে। ভোর বেলা ট্রেনে চাপ্‌ব।"

ট্রেনে চাপিয়া কোথায় যাইবে এমন একটা কৌতূহলী প্রশ্নও নমিতার মুখ দিয়া বাহির হইল না। তাহার মুখ আবার সহসা রুক্ষ ও বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। মুখের প্রত্যেকটি রেখা একটা আত্মঘাতী প্রতিজ্ঞার সঙ্গে প্রদীপের প্রতি বীভৎস ঘৃণায় প্রখর হইয়া উঠিল। সে কহিল,—"দায়িত্ব থেকে আপনাকে আমি মুক্তি দিলুম—স্বচ্ছন্দে, অতি সহজে। আপনি বাড়ি ফিরে যান্। প্ল্যাট্‌ফর্মে বা কোথায় রাত কাটাতে হবে সে-পরামর্শ আমার চাইনে।" বলিয়া নিজেই গাড়ি

হইতে নামিয়া আসিয়া গাড়োয়ানকে প্রশ্ন করিল,—"তোমাকে কত দিতে হবে ?" .

আঁচলের গেরো হইতে পয়সা বাহির করিতে আর হাত উঠিল না, গাড়ির ভিতরে হঠাৎ প্রদীপের আর্ত্তকণ্ঠ শুনিয়া সে জান্‌লা দিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার মাথার ব্যাণ্ডেজটা মুখের উপর নামিয়া আসিয়াছে এবং কপালের যে-জায়গাটা কাটিয়া গিয়াছিল সেই ক্ষতস্থান হইতে নূতন করিয়া রক্ত ঝরিয়া প্রদীপের জামা-কাপড় ভাসাইয়া দিতেছে। উদ্বিগ্ন হইয়া নমিতা কহিল,—"ঈস্! কি করে' খুলে গেল ব্যাণ্ডেজ ? আসুন, আসুন, নেমে আসুন শিগগির।"

প্রদীপ নড়িল না। নমিতা আবার গাড়িতেই উঠিয়া বসিল। বলিল,—"ঈস্! এতটা কেটে গিয়েছিল নাকি ? দাঁড়ান্, চুপ করে' থাকুন, আমি বেঁধে দিচ্ছি।"

—"এখানে হবে না। চল, নামি।" বলিয়া প্রদীপ নমিতার বাহুতে ভর দিয়া নামিয়া আসিল।

—"ভাড়াটা আমিই দিচ্ছি।" প্রদীপ ব্যাগ খুলিল।

গাড়োয়ান চলিয়া গেলে প্রদীপ বলিল,—"ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়। ভাল করে' বেঁধে দাও, নমিতা।"

নমিতা বলিল,—"শুয়ে পড়ুন। কেমন করে' খুল্‌লেন ?"

প্রদীপ কপালে নমিতার আঙুল ক'টির স্পর্শ অনুভব করিতে করিতে বলিল,—"কেমন আপনা থেকে খুলে গেল, নমিতা।"

ভোর বেলা দুইজনে চিটাগং-মেইলে চাপিয়া বসিল।

তুচ্ছ দেশ, তুচ্ছ সমাজ-সংস্কার! এতদিন সে বৃথাই অজয়ের সঙ্গে পল্লীর পঙ্কোদ্ধার-ব্রতে মত্ত ছিল! মাইলের পর মাইল হাঁটিয়া চাঁদা কুড়াইয়া গ্রামে স্কুল বসাইয়াছে, এবং সে-স্কুল উঠিয়া গেলে দুই বন্ধু স্বচ্ছন্দে সরিয়া পড়িয়াছে। একটা বঞ্চিত ব্যর্থ বিকৃত জীবনের বোঝা কাঁধে লইয়া সে এতদিন দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া মরিতেছিল কেন? নমিতার স্পর্শে তাহার আজ মুক্তিস্নান হইল। পুরোনো দিনের সেই খোলস তাহার এক নিশ্বাসে খসিয়া পড়িয়াছে, সে আজ কবি, আনন্দ-উদধি! সে নিজেকে সুন্দর করিবে; পৃথিবীকে সমৃদ্ধ, স্বপ্নরঞ্জিত! আজ তাহার নূতন করিয়া জন্মলাভ হইল,—নমিতা সেই বিস্মৃত অতীতের তীর হইতে একটি শুভ সঙ্কেত লইয়া তাহার জীবনে আবির্ভূত হইয়াছে—প্রেমে, মঙ্গলাচরণে, কায়িক-কল্পনায়!

গাড়িটা নির্জ্জন ছিল—একই বার্থে দুই জানালায় দুই জন ষ্টেশনের দিকে মুখ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু কিছু একটা কথা না বলিলে এই স্তব্ধতা অতিমাত্রায় কুৎসিত ও দুঃসহ হইয়া উঠিবে। কিন্তু কী-ই বা বলিবার ছিল! নমিতা মুখাবয়ব এমন দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে, দুই চোখে তার এমন কঠিন ঔদাসীন্য, বসিবার ভঙ্গিটিতে এমন একটা দৃপ্ততা যে, কোমল করিয়া তাহার নামোচ্চারণটি পর্য্যন্ত প্রদীপের মুখে আর মানাইবে না। অথচ এমন একটি স্নিগ্ধ-করোজ্জ্বল প্রভাতের জন্য তাহার প্রার্থনার আর অন্ত ছিল না। সেই দিনটি এমন মৃত্যু-মলিন রাত্রির মুখোস পরিয়া দেখা দিল কেন?

গাড়ি ছাড়িবার দেরি ছিল। প্রদীপ কহিল,—"তোমাকে একটা বই কিম্বা পত্রিকা কিনে এনে দেব ?"

নমিতা অনুদ্বিগ্ন স্পষ্টতায় উত্তর দিল : "ইংরেজি বর্ণমালার পরস্পর সন্নিবেশের কোন মাহাত্ম্যই আমার কাছে নেই। আপনি আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না।"

শেষের কথাটুকুর প্রখরতা প্রদীপের কানে বাজিল : "কিন্তু সারা পথ তুমি এমনি বোবা হ'য়ে বসে' থাকবে ?"

নমিতা চোখ ফিরাইল না, একাগ্র দৃষ্টিতে প্ল্যাটফর্মের উপরকার জনপ্রবাহের দিকে চাহিয়া কহিল,—"কথা বলবার লোক থাকলেই চলে না, কথা চাই। কিন্তু আমার জীবনে আবার কথা কী ! সব কথা ফুরিয়ে গেছে।"

—"কিন্তু আমার অনেক কথা ছিলো।"

—"কিছু দরকার নেই।"

প্রদীপ এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে কহিল,—"কোথায় যাচ্ছ জান্‌তে তোমার একটুও কৌতূহল হচ্ছে না, নমিতা ?"

নমিতা এইবার প্রদীপের মুখের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া ধরিল। সেই চক্ষু দুইটি অপ্রত্যাশিতের আশঙ্কায় স্তিমিত নয়, ভাবাবেশে গভীর নয়, উলঙ্গ তরবারির মত প্রখর। তাহার ঠোঁটের প্রান্তে মুমূর্ষু শশিলেখার মত একটি বিবর্ণ হাসি ভাসিয়া উঠিল। কহিল,—"যাচ্ছি যে সেইটেই বড়ো কথা, কোথায় যাচ্ছি সেইটে নিতান্ত অবান্তর।"

গাড়ি এতক্ষণে ছাড়িল। রাশীকৃত কোলাহল ক্রমে ক্রমে টুক্‌রা-টুক্‌রা হইয়া এখানে সেখানে ছিট্‌কাইয়া পড়িতে লাগিল। গাড়ি

এখন মাঠের মাঝে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রদীপ কহিল,—"কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে ত' ঠাঁই নিতে হবে।"

নমিতার স্বরে সেই অনুত্তেজিত ঔদাস্য: "কিন্তু পৃথিবীতে কোনো জায়গাই মানুষের পক্ষে শেষ আশ্রয় নয়। পৃথিবীর আহ্নিক গতির সঙ্গে-সঙ্গে জায়গাও বদ্‌লে যায়। তাই জায়গা সম্বন্ধে আমার কৌতূহলও নেই, আশঙ্কাও নেই। আমি সকল আশা-আশঙ্কার বাইরে। সেই আমার ভরসা।"

প্রদীপ কাছে সরিয়া আসিল: "তুমি এ-সব কী বল্‌ছ, নমিতা?"

নমিতা একটুও ব্যস্ত হইল না: "বল্‌ছি, আপনি যে-জায়গায় আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন সেখান থেকে ফের সরে' পড়্‌তে আমার দ্বিধা থাক্‌বে না। আস্‌বার যাবার দু'দিকের পথই আমার জন্য খোলা আছে। বুঝেছেন?"

জিজ্ঞাসাটুকুর মধ্যে শ্লেষ আছে। প্রদীপও ব্যঙ্গ করিয়া কহিল,—"কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমাকেই অবলম্বন করে' আশ্রয় খুঁজতে বেরুলে; এটার মধ্যেও ত' দ্বিধা থাকা উচিত ছিল।"

—"উচিত অনেক কিছুই ত' ছিল। উচিত ছিল স্বামী না মরা, উচিত ছিল স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে যৌবন উবে যাওয়া। তার জন্যে আমার ভাবনা নেই। মেয়েমানুষ হ'য়ে জন্মেছি বলে' আমার আর অনুশোচনা হয় না। আপনার সঙ্গে কেন বেরুলুম সেটা আপনিই ভেবে দেখুন না একবার।"

প্রদীপ কহিল,—"আমার ভেবে দেখাতে ত' কিছু এসে যাবে না। কিন্তু পাঁচ জনের মুখের দিকে ঘোম্‌টা তুলে চাইতে পারবে ত', নমিতা?"

—"আপনার সঙ্গে কেন বেরুলুম সেইটে আপনি ভাল করে' ভেবে দেখেন নি বলে'ই পাঁচজনকে টেনে এনে আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন! আমি ত' আর আপনার জন্যে বেরিয়ে আসিনি।"

ম্লান হাসিয়া প্রদীপ বলিল,—"সে-কথা মুখ ফুটে না বল্‌লেও আমি ঠিক বুঝেছিলাম, নমিতা। আমার জন্যেই যদি বেরিয়ে আস্‌তে, তা হ'লে তোমার তপস্যার তাপে পাঁচ জনের তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব ঘট্‌তো। তখন তুমি আপন সত্যে স্থির, আপন অধিকারে প্রতিষ্ঠিত থাক্‌তে। আমার জন্যেও বেরুলে না, অথচ আমারই সঙ্গ নিলে, তোমার বাড়ির অভিভাবকরা এর সূক্ষ্ম রসটা আবিষ্কার করতে পারবে কি?"

নমিতা চোখের দৃষ্টিকে কুটিল করিয়া কহিল,—"বাড়ির অভিভাবকের রসবোধের অপেক্ষা রেখে ঘর ছাড়িনি—একথা ভুলে গিয়ে আমার চরিত্রের ওপর কটাক্ষ করবেন না। তাঁরা বুঝুন্ না বুঝুন্, আপনি বুঝলেই যথেষ্ট। রাত একটার সময় সদর দরজা খুলে গুটি-সুটি বেরিয়ে এসে পথের মাঝখানে আপনারই হাত ধরলাম, সংবাদটার মধ্যে যথেষ্ট মাদকতা আছে। সে-মাদকতায় আপনিই যাতে আচ্ছন্ন না হ'ন সেই বিষয়ে আপনাকে সাবধান করে' দেওয়া দরকার। কোনো দুর্ব্বল মুহূর্ত্তেই যেন এ ভেবে গর্ব্ব অনুভব না করেন যে, আমি আপনার ব্যক্তিত্বে অভিভূত হ'য়েই আপনার বশ্যতা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি। আমি বেরিয়েছি নিজের প্রেরণায়, নিজের দায়িত্বে—আপনি আমার পক্ষে একটা উপকরণ মাত্র, লক্ষ্য নয়। দয়া করে' এ কথা মনে রেখে চল্‌বেন আশা করি।" বলিয়া নমিতা একটা ঢোঁক গিলিল। তাহার উত্তেজনা এখনো শান্ত হয় নাই। জিভ্ দিয়া ঠোঁট দুইটা ভিজাইয়া

আবার সে কহিল,—"আমার স্বামীর ফোটোটা আপনি ভেঙে দিয়ে এসে আমার বিপ্লবের সমস্ত মাহাত্ম্য নষ্ট করে' দিয়েছেন। ভেবেছিলাম আমিই একদিন ওটাকে ভেঙে-চুরে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে' ফেলবো। মিথ্যাচারকে আর কত দিন প্রশ্রয় দেওয়া চলে ?"

প্রদীপের মুখ দিয়া বিস্ময়সূচক একটা ধ্বনি বাহির হইবার আগেই নমিতা কহিল,—"হাঁ, মিথ্যাচারই ত। সত্যকে পাব ভেবে যে-নিষ্ঠাকে যত মহৎ ক'রেই দেখি না কেন, তার মধ্যে নিত্যের দেখা না পেলেই দারুণ ঘৃণা ধরে' যায়। সেই ঘৃণা প্রকাশ করবার দিনের নাগাল আজ পেয়েছি আমি।"

ঘোমটার তলা হইতে বিপর্য্যস্ত চুলগুলি দুই হাতে তুলিয়া লইয়া নমিতা খোঁপা বাঁধিতে বসিল।

গাঢ়স্বরে প্রদীপ কহিল,—"তোমার সান্নিধ্যের মাদকতায় আমি অবিচল থাকবো, আমার ওপর তোমার এ-বিশ্বাস এলো কি করে' ? তুমি সাবধান করে' দিলেই যে আমার স্নায়ুমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত নিস্তেজ হ'য়ে থাকবে আমার ভালবাসাকে তুমি এতটা হীন ও দুর্ব্বল করে' দেখবার সাহস কোথা থেকে পেলে, নমিতা ?"

অথচ কথার সুরে মিনতি ঝরিতেছে। নমিতা স্তম্ভিত বিস্ময়ে প্রদীপের মুখের দিকে চাহিল। সে-মুখে সহসা উষাভাসের লাবণ্য আসিয়াছে, নমিতা চোখ ফিরাইতে পারিল না। প্রদীপ আবার কহিল,—"তার চেয়ে তুমি বাড়ি ফিরে যাও। কিম্বা তোমার যদি আর কোনো আত্মীয়-স্বজন থাকে, ঠিকানা বল, তোমাকে সেখানে রেখে আসি। আমার সঙ্গে তুমি এসো না। আমি নিষ্ঠুর বলে' বলছি না,

আমি লোভী ; আমার রক্ত খালি তপ্ত নয়, পিপাসিত। সমাজের কলঙ্কভাজন হ'তে আমার অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু তোমার কাছে আমি কালো হ'তে পারবো না। আমাকে তুমি বিশ্বাস ক'রো না, নমিতা।"

নমিতা স্থির শান্ত কণ্ঠে কহিল,—"আমি আপনাকে খুব বিশ্বাস করি।"

—"না, আমার লোভের সীমা নেই, নমিতা। না না, সে তুমি বুঝবে না।"

—"আমি খুব বুঝি।"

—"বোঝ না। তোমাকে পাবার জন্যেই আমি দস্যু সেজেছিলাম। খালি প্রার্থনার মধ্যে পেতে হবে কেন, সংগ্রামের মধ্যেও লাভ করা যায়। তোমাকে আমি কেড়ে ছিনিয়ে নেব এই প্রতিজ্ঞায় আমার হাতের মুঠো দু'টো কঠিন হয়েছিল। কিন্তু তোমাকে কোনোদিন পাব না জান্‌লে এমন পিপাসাকে প্রশ্রয় দিতাম না।"

নমিতা ধীরে কহিল,—"আপনার এ-অস্থিরতা দেখে আমারই ভারি লজ্জা করছে। কোনো মেয়ের কাছে পুরুষের এই নাকি-কান্নার মত বীভৎসতা পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। আপনি যা বলেন বলুন, আমি আপনারই সঙ্গে যাব। যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানে, অপ্রতিবাদে, যে কোনো সর্ব্বনাশে। নিন্, ধরুন আমার হাত।" বলিয়া নমিতা তাহার আঁচলের তলা হইতে একটি শুভ্র শীর্ণ হাত বাড়াইয়া দিল।

প্রদীপ তাহা ছুঁইতেও পারিল না। যেন আগামী জন্মে চলিয়া আসিয়াছে এমনই একটা অভাবনীয়ের চেতনায় সে খানিকক্ষণ বিমূঢ় হইয়া রহিল। সেই অতটুকু নমিতা এত শীঘ্র এমন করিয়া বদ্‌লাইল

কিসে ? তাহার মেরুদণ্ড কয়েকদিনেই কঠিন দুর্নমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। হাত বাড়াইয়া দিবার ভঙ্গিটিতে কী তেজস্বিতা! এত নিভৃতে নিকটে রহিয়াও তাহার স্বাতন্ত্র্যের মর্য্যাদাটুকুকে সে সন্দেহে দুর্ব্বল, আশঙ্কায় নিষ্প্রভ করিয়া তুলে নাই। হাসিয়া কহিল,—"আপনি ত' আমার বন্ধু, দেখি, আপনার হাত দিন্।"

প্রদীপ একটিও কথা কহিতে পারিল না, আস্তে তাহার হাতখানি অসীম ভীরুতায় প্রসারিত করিয়া দিল। নমিতা তাহা স্পর্শ করিয়াই ছাড়িয়া দিল না ; কহিল,—"এক দিনেই আমার জন্মদিন আবার ঘুরে এল, এবং এ-জন্ম মনে হচ্ছে পৃথিবীতে নয়, আকাশে। আপনার লোভকে আমি ভয় করব ভাবছেন ? কেন, আমি জয় করতে পারি না ?" একটুখানি হাসিয়া আবার কহিল,—"আপনার লোভ আছে, আমার দুর্গম দুর্গ নেই ? আপনি আক্রমণ করতে পারেন আর আমি আত্মরক্ষা করতে পারি না ?"

না, পার না—প্রদীপ ইচ্ছা করিলেই ত' ঐ তপঃশীর্ণা দেহলতাকে তাহার বুকের উপর দলিত করিয়া ফেলিতে পারে। ঐ ভুরু, নাক, ঠোঁট —আভরণহীন দু'খানি রিক্ত বাহু,—সমস্ত কিছু সে অজস্র অজস্র চুম্বনে সোনা করিয়া দিবে। কিন্তু নমিতার চারিদিকে এমন একটা অব্যাহত কাঠিন্য, এত কাছে বসিয়াও চতুর্দ্দিকে সে একটা দুরতিক্রম্য দূরত্ব বিস্তার করিয়া আছে যে, প্রদীপ একটি আঙুলও নাড়িতে পারিল না। নমিতা কহিল,—"তা হ'লে আপনি যে ঘটা করে' অত-সব বক্তৃতা দিয়ে এলেন তা শুধু আমাকেই লাভ করতে, আমাকে মুক্ত করতে নয় ?"

প্রদীপ হাত সরাইয়া নিয়া কহিল,—"তার মানে ?"

—"তার মানে, আপনার সঙ্গে আমার যদি আইনানুমোদনে বিধবা-বিবাহ হ'ত, তা হ'লে স্বচ্ছন্দে আবার আমাকে দাসী বানিয়ে ফেল্‌তেন। অর্থাৎ, আমি যদি কোনোদিন কোনো ছুঁতোয় খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে পড়্‌তে পারি, বিশ্রামের জন্য আবার যেন আপনারই শাখায় এসে বসি—এই আপনার কামনা ছিল ?"

প্রদীপ কহিল,—"ছিল, নমিতা। কিন্তু অমন রূঢ় উপমা প্রয়োগ ক'রো না। একদিন এই সব নিষ্ফল পূজোপচার দু'হাতে ছড়িয়ে দিয়ে তুমি ব্যক্তিত্ব-পূজায় বরণীয় হ'য়ে উঠ্‌বে এই কামনা করে' তোমার জন্য আমি একটি প্রতীক্ষার বাতি জ্বেলে রেখেছিলাম। যে অসীম-শূন্যচারী পাখী চলার বেগে খালি চলে, থামে না, তার বেগের মাঝে একটা ক্লান্তির কদর্য্যতা আছে।"

নমিতা হাসিয়া কহিল,—"এও আপনার রূঢ় উপমা। জানেনই ত' বড় বড় কথা আমি বুঝি না। দুর্বোধ্য হবার জন্যেই যে-সব কথা বড় বলে' বড়াই করে সেগুলোকে আমার অত্যন্ত বাজে মনে হয়।"

দুই জনে আবার চুপ করিয়া গেল। দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠের শেষে অবনত আকাশের অজস্র প্রসারের পানে চাহিতে-চাহিতে নমিতার দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আবার অসঙ্কোচে ভাবগদ্‌গদ স্বরে কহিল,—"কী সঙ্কীর্ণ সংসার থেকে এই প্রচণ্ড পৃথিবীতে এসে উত্তীর্ণ হলাম, তার জন্যে আপনাকে আমার বহু ধন্যবাদ।"

প্রদীপের বিস্ময়ের অবধি নাই: "আমাকে ?"

—"এই উন্মুক্ততার স্বপ্ন আমাকে আরেকজন দেখিয়েছিলেন, কিন্তু আপনার বিদ্রোহ একটা ঝড়ের আকারে আমার ঘরে ঢুকে আমার

আরাম ও আলস্য, স্থিরতা ও স্থবিরতা সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে' দিলে। আপনার আচরণে যতই কেন না একটা অপরিচ্ছন্নতা থাক্, সে-অসহিষ্ণুতার মাঝে শক্তি ছিল, তেজ ছিল। তাই আপনাকেই সঙ্গী করলাম।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নমিতা আবার কহিল,—"আমি যে সমাজের প্রতি কী অমানুষিক বিদ্রোহাচরণ করলাম তা আপনিও বুঝবেন না।"

প্রদীপ অনিমেষ চোখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

নমিতা কহিল,—"ঐহিক বা পারত্রিক কোনো লোভের বশবর্ত্তী হ'য়েই এই বিরুদ্ধাচরণ করিনি। লোকে যতই কলঙ্ক দিক্, আমার ভগবান তা শুন্‌বেন না। আর, আমি তারই সঙ্গ নিলাম, যার দুর্দ্ধর্ষ আচরণে সমস্ত সংসারের কাছে আমার মুখ অপমানে ও লজ্জায় কালো হ'য়ে উঠ্‌ল।"

—"মানুষের মনোরাজ্যের এমন একটা অস্বাভাবিক বিশৃঙ্খলা আমার কাছেও ভারি অদ্ভুত ঠেক্‌ছে, নমিতা। যার প্রতি তোমার বিদ্বেষ ও রাগের অন্ত থাকা উচিত নয়, এবং এখনো যার প্রতি তুমি মৌখিক শিষ্টাচারের একটা কৃত্রিম আবরণ মাত্র মেনে চল্‌ছ, তোমার এই দুর্দ্দিনে তাকেই তুমি সাথী নিলে, এটার রহস্য সত্যিই রোমাঞ্চকর, নমিতা।"

নমিতা দৃঢ় হইয়া কহিল,—"না, এটার মাঝে অবাস্তব উপন্যাসের কোনো ইন্দ্রজালই নেই কিন্তু। আমার আচরণটা কোষমুক্ত অসির মতই স্পষ্ট। আপনাকে আগেই বলেছি বেরিয়ে আসাটাই আমার কীর্ত্তি, তার নিমিত্তটা অশরীরী। কিন্তু সংসারে আপনাকে নিয়েই

আমার দুর্নাম, আপনাকে দিয়েই আমার উৎপীড়ন,—ভাবলাম এমন কীর্ত্তিসঞ্চয়ের দিনে আপনিই আমার উপযুক্ত সহচর। শুধু সমাজ নামে ঐ বধির শাসনস্তূপটা নিজের দাহে নিজেই পুড়ে ছাই হ'য়ে যাক্, সেই আনন্দেই আপনার সাথী হলাম, আপনার কামনার আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে ছাই করবার জন্যে নয়।"

মুগ্ধ হইয়া প্রদীপ কহিল,—"এত কথা তুমি শিখলে কোথা থেকে ?"

নমিতা হাসিয়া কহিল,—"এ সব ভাবলেশহীন অসার বক্তৃতা নয় যে, বই বা খবরের কাগজ থেকে মুখস্ত করে' এসে চেঁচিয়ে লাফিয়ে সবাইকে চম্‌কে দেব। এ আপন আত্মার কাছ থেকে গভীর করে' জানা, আপন অন্তরের খনি খুঁড়ে এ-মণি আবিষ্কার করতে হয়। তাই এ-শিক্ষা পেতে দিন-ক্ষণ পাঁজি-পুঁথি লাগে না, একটি মুহূর্ত্তস্থায়ী বিদ্যুৎ-বিকাশে সমস্ত আকাশ উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। আপনাকে বাহন করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমার সমাজকে শাসন করা। তদতিরিক্ত কোনো মূল্য আপনাকে আমি দিতে পারছি না।"

প্রদীপ তাহাকে বিরত করিয়া কহিল,—"মুক্তি তুমিই খালি লাভ করনি, নমিতা, আমিও। তুমি তোমার আচরণের মুক্তি, আমি আমার অন্তরের স্বাধীনতা। আপন আত্মার কাছ থেকে আমিও গভীর করে' সত্য শিখে নিলাম, নমিতা, এক মুহূর্ত্তে, চোখের একটি দ্রুত পলক-পতনের আগে। সঙ্কীর্ণ অচলায়তন ছেড়ে আজ আত্মোপলব্ধির পথ পেলাম।"

নমিতা বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। পরে

ধীরে কহিল,—"আপনার জীবনের এই সব উত্তেজিত মুহূর্ত্তগুলিকে আমি ভয়ানক সন্দেহ করি। এই অন্ধ উত্তেজনাই হচ্ছে সত্যিকারের ম্রিয়মাণতা।"

—"নয়, নয়, তা নয় নমিতা। আমি খালি সংগ্রাম করব এ-উত্তেজনা যেদিন লাভ করেছিলাম সেদিন আমার কবিত্বের, আমার আত্মবিকাশের সমস্ত বাতায়ন রুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। সেটা একটা উগ্র নেশা মাত্র ছিল, হোলি-খেলার উৎসব জমাতে গিয়ে হিন্দুস্থানিরা যেমন মদ খায়। সেটাতে সৃষ্টির উত্তেজনা ছিল না, স্নায়ুকে সে সহিষ্ণু করে না, সেতারের তারের মত সঙ্গীতময় করে' তোলে না। কিন্তু আমিও যে একদিন রাত্রির আকাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আপন অস্তিত্বের প্রসারতা বোধ করেছিলাম সৃষ্টির প্রেরণায়, সে-সত্য আজ আবার তোমাকে কাছে পেয়ে উদ্ঘাটিত হ'ল, নমিতা। সমস্ত ভুল আমার ফুল হ'য়ে বিকশিত হ'ল। আর আমি সৈনিক নই, স্রষ্টা। বুঝ্‌লাম, জোর খাটালেই লাভ করা যায় না, তপস্যা চাই। যে-জিনিস সাধ করে' হাতে আসে না নমিতা, তার মধ্যে স্বাদ কই?" বলিয়া প্রদীপ হঠাৎ নমিতার দুই হাত চাপিয়া ধরিল।

নমিতা হাত সরাইয়া নিল না। তেমনি উদাসীন নির্লিপ্তের মত কহিল,—"আপনার এমন স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের খবর পেয়ে আপনার বন্ধু নিশ্চয়ই আর আপনাকে ক্ষমা করবেন না।"

প্রদীপ ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিল,—"কে? অজয়?"

নমিতা অস্ফুট স্বরে কহিল,—"হাঁ; তিনি আপনাকে ভাববিলাসী, অকর্ম্মণ্য বলে' ঘৃণা করবেন।"

তাড়াতাড়ি নমিতার হাত ছাড়িয়া দিয়া প্রদীপ উত্তেজিত হইয়া কহিল,—"কেন, পদে পদে আমি ওর প্রতিবিম্ব হ'য়ে থাকবো আমাকে সৃষ্টি করবার সময় বিধাতা এমন চুক্তি করেছিলেন নাকি? মানুষের বিশ্বাসেরও সীমা থাকা উচিত। তার জন্যে সমস্ত বিশ্বকে সঙ্কীর্ণ করে' রাখতে হবে আত্মার এমন খর্ব্বতা আমি সহ্য করবো না। নতুন সত্যের আলোকে পুরানোকে পরিষ্কৃত করে' নেব না, আমার এমন অন্ধ অনৌদার্য্য নেই। বহু-বৈচিত্র্যের আস্বাদে যে বদ্‌লায় না, তাকে আমি জীবন্মৃত বলি, নমিতা। অজয়ের ক্ষমা না-ক্ষমায় আমার কিছু এসে যায় না। তার সত্য তার, আমার আমার। তার পথ থেকে আমি সরে' এলাম। আমি একা, আমি নবীন।"

নমিতার ঠোঁটের কিনারে সামান্য একটি ধারালো হাসি ফুটিয়া উঠিতেই প্রদীপ কথা থামাইল। নমিতা কহিল,—"বদ্‌লানোতে আপনার বাহাদুরি আছে। কিন্তু সে-কথা থাক্। আমাকে নিয়ে এখন কি করতে চান?"

প্রদীপ খুসি হইয়া উঠিল: "আমাকে নিয়ে তুমি কি করতে চাও বল?"

নমিতার মুখ গম্ভীর; একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"দেখা যাক্।"

একটা ষ্টেশনে গাড়ি থামিল। প্রদীপ উঠিয়া পড়িয়া কহিল,—"তখন থেকে খালি বাজে কথা বলে' চলেছি। তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে একেবারে। দেখি ষ্টেশনে কিছু ফল-টল কিন্‌তে পাই কি না।"

নমিতা বাধা দিয়া কহিল,—"আমার জন্যে অকারণে ব্যস্ত হবেন না। শরীরকে আমি স্বচ্ছন্দে শাসন করতে পারি।

কথায় এমন একটা তেজোদীপ্ত দৃঢ়তা যে প্রদীপের পা দুইটা অচল হইয়া রহিল।

গাড়ি আবার চলিয়াছে।

ম্লান মেঘনার তীরে অখ্যাত একটি পল্লীতে প্রদীপের একখানি নির্জ্জন কুটির ছিল। চারিপাশে অজস্র শ্যামলতায় গ্রামবধূর প্রগলভ নির্লজ্জতা দেখিয়া নমিতা মনে মনে পরম তৃপ্তি পাইল। এমন একটি উন্মুক্ত অবারিত শান্তির জন্যই তাহার তৃষ্ণার অবধি ছিল না। মাঠের উপর আসিয়া দাঁড়াইলে আকাশের দর্পণে আত্মার ছায়া পড়ে—নিজের বিরাট সত্তার সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় ঘটে। এমন একটা মহান্ মুক্তির স্বাদ হইতে সে এতদিন বঞ্চিত ছিল। মানুষের ভবিষ্যৎ যে কত সুদূর-বিস্তৃত, কত বিচিত্রপরিণামময়—নমিতার চারিদিকে যেন এই সুস্পষ্ট সঙ্কেতটি সহসা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

প্রদীপ কহিল,—"নদীর এ ধারটা একেবারে ফাঁকা; ওধারে কতকগুলো বাগদিপাড়া আছে। তুমি স্বচ্ছন্দে স্নান করে' এস, আমি পাহারা দিচ্ছি।"

নমিতা হাসিয়া কহিল,—"যদি জলে ভেসে যাই, তবে আপনার পাহারায় কি আর সুফল হ'বে? তার চেয়ে চলুন, দু'জনে বাগদিপাড়াটা ঘুরে আসি না-হয়।"

প্রদীপ কহিল,—"যেতে যেতে রাত হয়ে যাবে; কাল সকালে যাওয়া যাবে'খন।"

কথার সুরে যেন শাসনের আভাস আছে। নমিতা একটু হাসিল মাত্র।

গ্রামেই মথুর দাস প্রদীপের একসঙ্গে ভাই ও ভৃত্য। সে আসিয়া বিছানা-পত্র হাঁড়ি-কুড়ি লোক-জন সমস্ত নিমেষে জোগাড় করিয়া দিল। রাত্রে নমিতার যদি রাঁধিতে কষ্ট হয়, তবে একটি বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যাকেও

সে ডাকিয়া আনিতে পারিবে। প্রদীপ মথুরের বাড়িতেই পাত ফেলিবে যা হোক্।

প্রদীপ কথাটা পাড়িল। নমিতা রুখিয়া উঠিল,—"বিধবারা আবার রাত্রে গেলে নাকি? এটা কোন্ দেশের বিধান?"

প্রদীপ কহিল,—"কিন্তু আজ সারা দিন তুমি এক ফোঁটা জলও মুখে তোলনি, রাত্রে খেলে তোমার অধর্ম্ম হবে না।"

নমিতা স্পষ্ট করিয়া কহিল,—"কিসে আমার ধর্ম্মাধর্ম্ম হবে সে-পাঠ আপনার কাছ থেকে না নিলেও আমার চল্‌বে। মনে রাখবেন, আমি বিধবা, ব্রহ্মচারিণী।"

প্রদীপ হাসিয়া কহিল,—"এই তেজটা এতদূর না এসে শ্বশুরালয়ে দেখালেই ভালো মানাতো। ফের নিয়ে যাব সেখানে?"

শেষের কথাটার মধ্যে এমন একটা কদর্য্য ঝাঁজ ছিল যে নমিতার সহিল না। সে কহিল,—"কোথায় যেতে হবে না হবে সে-পরামর্শ আপনার না দিলেও চল্‌বে। পারে এসে নৌকো আমি পায়ে ঠেলে জলে তলিয়ে দিতে পারি যে কোনো মুহূর্ত্তে।"

প্রদীপ ব্যঙ্গের সুরে কহিল,—"আর নৌকো যদি ঝড়ের সময় তোমাকে না ডুবিয়ে বরং নিরাপদে পারেই পৌঁছে দেয় তবে তাকে ধন্যবাদ দিয়ো। দয়া করে' মনে রেখো তুমি আমার অধীনে, এখানে তোমার এত-সব বৈধব্যের আস্ফালন চলবে না।"

নমিতার অধর স্ফুরিত হইয়া উঠিল; কহিল,—"আপনিও দয়া করে' মনে রাখবেন আপনার অধীনে আসবার জন্যেই আমি এত আড়ম্বর করি নি। আপনার অধীনতায় বিশেষ মাধুর্য্য কোথাও নেই। এখন

যান, যেখানে আপনার কাজ আছে। আমাকে আর বিরক্ত করবেন না।"

প্রদীপ কহিল,—"যথেষ্ট ব্রহ্মচর্য্য দেখিয়েছ, নমিতা। একজন পুরুষকে ধাওয়া করে' এতদূর নিয়ে এসে তারপর তার স্পর্শ থেকে সঙ্কুচিত হ'য়ে থেকে নিজের সতীত্ব ফলাচ্ছো, এর মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই।"

নমিতা চীৎকার করিয়া উঠিল,—"যান্, যান্, শিগগির এ-ঘর ছেড়ে চলে' যান। যান্ শিগগির।"

ঋজু শীর্ণ দেহ যেন অগ্নিশিখা, বাহুটি বিদ্যুৎবর্ত্তিকার মত প্রসারিত, মুখমণ্ডলে রক্তচ্ছটা। প্রদীপের বলিতে সাহস হইল না: .এ ঘর-বাড়ির মালিক আমি, আমাকে ঠেলিয়া ফেলিলেই দূর করা যায় না। এ ঘরে আমার অপ্রতিহত অধিকার, তুমি আমার বন্দিনী; আমাকে ছাড়িয়া যাইবার তোমার পথ কোথায়?

সে নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেই যে নমিতা দুয়ার দিল—পরদিন ভোর না হইলে, আর সে বাহির হইল না। মাঝরাতে প্রদীপ একবার উঠিয়া আসিল সত্য, কিন্তু দুয়ারে করাঘাত করিয়াও কোনো সাড়া মিলে নাই। সমস্ত রাত্রি সে নিদারুণ অনুতাপে বিদ্ধ হইয়াছে। নমিতার মাঝে ত' সে বিদ্রোহিনী দাহিকা-শক্তিরই উদ্বোধন দেখিতে চাহিয়াছিল, অথচ সে তাহার বশবর্ত্তিনী হইতেছে না বলিয়া তাহার এই আক্ষেপ কেন? কেন যে এই আক্ষেপ সারা রাত্রি না ঘুমাইয়াও সে তাহার কারণ খুঁজিয়া পাইল না।

ভোরবেলা ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতেই প্রদীপ দেখিল নদীর পারে ঘাসের উপর পা ছড়াইয়া নমিতা বসিয়া আছে। মাথায় ঘোমটা নাই, খোলা চুলগুলি হাওয়ায় উড়িতেছে। এত তন্ময় যে প্রদীপের পায়ের শব্দ পর্য্যন্ত সে শুনিতে পারিল না। প্রদীপ কাছে আসিয়া কহিল,—"কাল্‌কের দুর্ব্যবহারের জন্যে আমাকে ক্ষমা কর, নমিতা।"

নমিতা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইল। সে-মুখের ও কণ্ঠস্বরের নির্ম্মলতা তাহাকে স্পর্শ করিল। সে হাসিয়া কহিল,—"ও-সব ভণিতা ছেড়ে এখানে একটু বসুন। এমন সুন্দর নদী আমি আর কোথাও দেখিনি।"

প্রদীপ একটু দূরে সরিয়া বসিল: "তোমায় চোখ দিয়ে আমিও এই সৃষ্টিকে নতুন করে' দেখতে শিখেছি, নমিতা। এই নদী, তার এই অনর্গল স্রোত, ওপরে অবারিত আকাশ, পারে ছোট একটি নীড়—আর দু'টি আত্মা ঘিরে অপরিমেয় নিস্তব্ধতা—মনে হয়, নমিতা, সৃষ্টির আদিম যুগে চলে' এসেছি আমরা। তোমার মুখ ও এই অবারিত শান্তি ছাড়া পৃথিবীতে আমার আর কী কামনা থাকতে পারে? সত্যিই এর বেশি আমি আর কোনদিন কিছুই চাই নি।"

কী-কথায় যে কোন্ কথা মনে পড়িয়া যায় বলা কঠিন। নমিতা জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা, আপনার বন্ধুর ঠিকানা জানেন?"

প্রদীপ কথাটার সোজাসুজি উত্তর দিল না: "আমার বন্ধু ত' একটি-দু'টি নয়, কা'র কথা বল্‌ছ?"

—"যা'র কথা বলছি তাকে আপনি খুব ভাল করে'ই চিন্‌তে পেরেছেন। আমার মুখে নামটা তার শুন্‌তে চান?—অজয়।"

ঢোঁক গিলিয়া প্রদীপ কহিল,—"তার ঠিকানা জান্‌বার কোনো সুবিধেই সে কাউকে দেয় না কোনোদিন।"

—"কিন্তু আপনি-আমি এখানে এসেছি জান্‌লে নিশ্চয়ই একবার আস্‌তেন। তিনি এ-বাড়িতে কোনোদিন আসেন নি বুঝি?"

—"বহুবার। এটা আমাদের একটা ওয়েটিং-রুম্ ছিল। ফিরোবার হ'লে আপনিই একদিন চলে' আস্‌বে। তাকে কি তোমার খুব দরকার?"

ম্লান হাসিয়া নমিতা কহিল,—"না, দরকার আবার কী! তিনি ত' এমন মানুষ নন্ যে দরকারে লাগবেন কারুর। নিজের খেয়ালে নিজে ভেসে চলেছেন। কিন্তু এবার উঠি আসুন, বাগদি-পাড়াটা ঘুরে আসি। তারপর গিয়ে রান্না-বান্নার জোগাড় করা যাবে। এখানকার হাওয়ার এই গুণ যে বেশিক্ষণ রাগ করা যায় না—ভীষণ ক্ষিদে পায়। আমি রেঁধে দিলে খাবেন তো? দেখুন।"

দুই দিন কাটিল। এত শ্রান্তি প্রদীপ কোথায় রাখিবে? আবার ঘন ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকাইয়া রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। প্রতিটি মুহূর্ত্তের সঙ্গে এই নিষ্ফল সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া আর কত শক্তি সে ক্ষয় করিবে?

এত কাছে আসিয়া রহিল, অথচ এমন কঠোর নির্লিপ্ততা—ইহার গভীরতা তলাইয়া বোঝে প্রদীপের সাধ্য কি? সংসারকে শাসন করিবার জন্য সে এমন একটা নিষ্ঠুর আঘাত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়া রহিল, এই দুর্ব্বলতার কদর্য্যতা প্রদীপকে দিবারাত্রি পীড়া দিতেছে। দুই বেলা রাঁধিয়া দেয়, সান্নিধ্যে সাহচর্য্যে মুহূর্ত্তের পাত্রগুলি মাধুর্য্যের রসে

ভরিয়া তোলে, অথচ কী সুদূর একটি ব্যবধান রচনা করিয়া নিজেকে কেন যে নমিতা এমন নিঃস্পৃহ, নিরাকুল করিয়া রাখিল কে ইহার অর্থ বুঝাইবে ? যদি শুশ্রূষাময়ী কল্যাণী নদীলেখাটির মতই একটি স্নেহসেবা-পূর্ণ মমতা লইয়া নমিতা না বহিবে, তবে সে এই ঝড়ের পথিককে নীড়ে লইয়া আসিল কেন ? প্রদীপের এক এক সময় ইচ্ছা হয় গূঢ় অপরিচয়ের ব্যূহ ভেদ করিয়া প্রবলশক্তিতে নমিতাকে সে সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করিয়া উদ্ধার করিয়া লয়, কিন্তু কী যে রহস্য তাহাকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে তাহার না মিলে সন্ধান, না বা সমাধান। প্রদীপ হাঁপাইয়া উঠিল।

সকালে দুইজনে তাহারা বেড়াইতে বাহির হয়, নদীর পার ধরিয়া অনেকটা ঘুরিয়া আসে। পল্লীগৃহগুলি যেখানে স্তূপীকৃত হইয়া আছে, সেটা দুইদিন নমিতার কাছে তীর্থ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় সে সেখানে একা গিয়া একটি অর্দ্ধবৃদ্ধা নারীর মুখে তাহার কলঙ্কসূচক তিরস্কার শুনিয়া আর ঐ মুখে পা বাড়াইতে চাহে না। বিধবা হইয়া পুরুষমানুষের এই সান্নিধ্য-সম্ভোগ—ইহার একটা স্থূল ব্যাখ্যা করিয়া সেই মেয়েটা নমিতাকে একেবারে অপ্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। নমিতার নাকালের আর অবধি রহিল না, সে না পারিল প্রতিবাদ করিতে, না বা পারিল বুঝাইয়া দিতে যে তাহারা পল্লী-সংস্কার করিতে আসিয়াছে, তাহারা সহকর্ম্মী। গ্রামের লোকের অত-শত বুঝিবার ধৈর্য্য নাই, আগুনের আগে কলঙ্ক চলে। আজ সকালে নমিতাকে দেখিবার জন্য নদীর পারে লোক জড়ো হইয়াছিল।

প্রদীপ এই কথাটিকেই অবলম্বন করিয়া এমন একটা সঙ্কেত করে

যেন তাহাদের পরিচয় ঘনতর হইলেই এই কলঙ্ক চাপা পড়িবে, কিন্তু নমিতা অল্প একটু হাসিয়া সকল সন্দেহের কুয়াসা উড়াইয়া দিয়া বলে: "মানুষের ভুয়ো কথায়ই যদি কান পাত্‌ব তবে বাইরে বেরবার আর মর্য্যাদা কী ছিল! লোকে যা বলে বলুক্। একদিন আমিই হব এদের লোকলক্ষ্মী।" বলিয়াই সে নানারূপ গভীর আলোচনায় মত্ত হইয়া উঠে। হাওয়ায় শাড়ি ও আঁচল উড়িতে থাকে, চোখে মহাভবিষ্যতের স্বপ্ন দীপ্ত হইয়া উঠে—মনে হয় নমিতাই যেন সেদিনের আকারময়ী সম্ভাবনা।

প্রদীপ বলে: "ঘরে-বাইরে এ অপমান তুমি বেশি দিন সইতে পার্‌বে না।"

—"খুব পারব। প্রথমত আমার পক্ষে ঘর নেই, সমস্তটাই বাহির। এবং সে-বাহির যে কত প্রকাণ্ড তা আমি ধারণাই করতে পারি না। তাই ত' আত্মায় এত বিস্তৃতি অনুভব করি। আর যাকে অপমান বল্‌ছেন, সত্যিই তা অপমান নয়, প্রমাণ।"

—"কিসের ?"

—"আমি যে প্রস্তুত হ'তে পারছি তার।"

—"কিন্তু তোমার জন্যে শুধু-শুধু এই অপমান আমি সইতে যাবো কেন ?"

নমিতা চুপ করিয়া থাকে। পরে মুখ তুলিয়া বলে: "বেশ, স্বচ্ছন্দে আমাকে বর্জ্জন করুন।"

—"তোমাকে বর্জ্জন করবার জন্যেই এতটা পথ আসা হয় নি।"

—"তা হ'লে অপমান-সওয়াটা শুধু-শুধু হ'ল কি করে' ?"

আবার চুপ করিতে হয়। প্রদীপ প্রশ্ন করে: "আর কত দিন থাকবে এখানে?"

নমিতা গম্ভীর হইয়া বলে: "দেখি।"

এই ছোট কথাটির মধ্যে যেন বহু দিনরাত্রির প্রতীক্ষার স্বপ্ন রহিয়াছে। প্রদীপের কাছে নমিতার এই কঠোর ধ্যানময়তা সহসা বাঙ্ময় হইয়া উঠিল। কাহার জন্য তাহার এই অবিচল প্রতীক্ষা এতক্ষণে সে বোধ হয় বুঝিতে পারিল। কিন্তু নামটা জিজ্ঞাসা করিতে আর সাহসে কুলাইল না।

সাহসে কুলাইল না বটে, কিন্তু অধিকারবোধের অহঙ্কারে সে নমিতার পরধ্যানলীন মূর্ত্তির এই নিঃস্পৃহতাও সহ্য করিতে পারিল না। প্রদীপ এমন ধরণের লোক নয় যে, সমস্যার সমাধান একমাত্র সময়ের বিবর্ত্তনের উপর ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিবে; সোজাসুজি গোটা কয় তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ও তাহাদের স্পষ্ট প্রখর উত্তরের উপরই তার অসীম নির্ভরতা। সেই প্রশ্নোত্তরের পেছনে অনুচ্চারিত কোনো গভীর অর্থ থাকিতে পারে কি না সে-বিষয়ের সন্ধানে তাহার প্রবৃত্তি নাই। তাহার ব্যবহারে যে একটা অপরিচ্ছন্ন অসহিষ্ণুতা আছে তাহাই তাহাকে অস্থির করিয়া রাখিয়াছে।

তাই রাত্রে শুইবার ঘরের দরজায় খিল দিবার আগেই প্রদীপ ঢুকিয়া পড়িল। কম্পমান দীপশিখায় প্রদীপের এই রূঢ় আবির্ভাবে নমিতা চমকিয়া উঠিল। স্পষ্ট দৃঢ় কণ্ঠে কহিল,—"এ অসময়ে, হঠাৎ?"

মাথার চুলগুলিতে আঙুল চালাইতে চালাইতে প্রদীপ কহিল,—"তোমার সঙ্গে আমার পরামর্শ আছে।"

গম্ভীর হইয়া নমিতা কহিল,—“বলুন্।”

নমিতার কথাগুলি এমন সংযত ও স্থির যে প্রদীপের সমস্ত ভাবোদ্বেগ কেমন ঘুলাইয়া উঠিল। তবু দৃঢ় করিয়াই কহিল,—“আমাদের এমনি করে’ আর থাকা চল্‌বে না।”

—“কোথায় যেতে হবে?”

—“যেখানেই যাই আমাদের সম্পর্কের একটা স্পষ্ট মীমাংসা দরকার।

নমিতা বিরক্ত হইয়া বলিল,—“যারা সমাজবিধানকে হেয়জ্ঞান করে’ বাইরে চলে’ এসেছে তাদেব পক্ষে আবার সমাজানুমোদিত সম্পর্কের সার্থকতা কি? অপরাধ যদি সইতে না পারি, সেইটেই আমাদের প্রকাণ্ড অপরাধ।” কিছুক্ষণ থামিয়া থাকিয়া নমিতা জিজ্ঞাসা করিল: “তারপর বলুন্।”

প্রদীপ কহিল,—“সোজা স্পষ্ট করে’ই বলি নমিতা, আমি তোমাকে চাই।”

শান্ত স্বরে নমিতা বলিল,—“কথাটা আমি আগেই শুনেছি। পুনরুক্তির প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু অর্থের রূপান্তর দরকার’। বেশ ত, আমাকে আপনাদের যোগ্য করে’ নিন্, কর্ম্মে, সহনশক্তিতে, আত্মোৎসর্গে। এর চেয়ে আমাকে আর বড়ো করে’ পাওয়ার কিছু মানে আছে কি?”

বলিয়া নমিতা জানালার কাছে সরিয়া আসিল। জানালার বাহিরে নদীর উপরে অন্ধকার তরঙ্গ তুলিয়া পুঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে—তাহারই পটভূমিতে নমিতাকে সর্ব্ববন্ধচ্যুতা একটি শরীরী শিখার মত মনে

হইল। প্রদীপ তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া নমিতার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিল ; কহিল,—"তোমাকে চাওয়ার একটা কায়িক অর্থ আছে, নমিতা। সে শুধু বিরহে নয়, বিহারে। তোমাকে আমি চাই।"

নমিতা হাত সরাইয়া নিয়া কহিল,—"হাত পেতে চাওয়ার দীনতা আপনাকে লজ্জা দেয় না ? পাওয়ার জন্য যদি মূল্য না দেন তবে সে-পাওয়ায় স্বাদ থেকে কৈ ?"

প্রদীপ কহিল,—"আমি সবই বুঝি, নমিতা। তবু আজকের এই ক্ষণটিতে মনে হচ্ছে সবার চেয়ে বড়ো হচ্ছে প্রেম,—দশের চেয়ে বড় হচ্ছে এক। কোনো মূল্যই তোমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়, আমাকে তুমি বিশ্বাস কর।" বলিয়া মূঢ়চেতন প্রদীপ নমিতাকে একেবারে বেষ্টন করিয়া ধরিল।

ইহার মধ্যে কোথায় একটু অন্যায় ছিল বলিয়াই হোক্, বা প্রদীপের ব্যবহারে বর্ব্বর বন্যতা ছিল না বলিয়াই হোক্, নমিতার আকস্মিক আঘাতে প্রদীপ একেবারে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। নমিতা কহিল,—"সমাজদ্রোহীদের এমন সামাজিক ব্যবহার ক্ষমার যোগ্য নয়। আপনি যে এত স্বার্থপর ও নীচ তা স্বপ্নেও ভাবিনি কোনোদিন। জানেন না আমি বিধবা ?"

মাথার সেই ক্ষতস্থানেই বোধ হয় লাগিয়াছিল ; তাই প্রদীপ রুখিয়া উঠিল : "আর যাকে মানাক্, তোমাকে এই সতীত্বের আস্ফালন শোভা পায় না। তুমি যা তুমি তাই। সমাজের হাটে তোমার নারীত্ব একটা পণ্য মাত্র। কিন্তু কাল সকালে তোমার যেখানে ইচ্ছা তুমি চলে' যেয়ো, তোমার ওপর আমার দায়িত্ব নেই।"

নমিতা খালি একটু হাসিল।

সকালে যাইবার জন্য নমিতা প্রস্তুত হইতেছিল কি না কে জানে, কিন্তু যাওয়া আর হইল না। শেষরাত্রি থাকিতেই পুলিশে আসিয়া বাড়ি ঘিরিয়াছে।

অবনীবাবু সহজে পরাস্ত হইবার লোক নহেন। বুঝিতে তাঁহার আর বাকি ছিল না যে নমিতার এই উদ্ধত আচরণের আড়ালে কাহার অঙ্গুলিনির্দ্দেশ ছিল! সেইদিন দুপুর বেলায়ই প্রদীপ চলিয়া গেলে অবনীবাবু যখন বকিয়া-ঝকিয়া নমিতাকে একেবারে নাকাল করিয়া ছাড়িয়াছিলেন, যখন এমন পর্য্যন্ত বলিতে দ্বিধা করেন নাই: ঘরের বার হ'য়ে যেতে পার না ঐ গুণ্ডাটার সঙ্গে, এখানে বসে' ঢলাঢলি করে' আমাদের মুখে আর চুণ-কালি মাখাও কেন? তখন নমিতা নিজেকে আর দমন করিতে না পারিয়া বলিয়া বসিয়াছিল: যাবই ত' বেরিয়ে। কার সাধ্য আমাকে আটকায়! তাই ভোর হইলে অবনীবাবুর মনে আর লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না যে, ঐ প্রদীপের সঙ্গেই ষড়যন্ত্র করিয়া চরিত্রহীন মেয়েটা কুল ডিঙাইয়াছে। এত সহজে প্রদীপকে ছাড়িয়া দিবার পাত্র তিনি নন্। ফল যাহাই হোক্, ঐ গুণ্ডাটাকে একবার দেখিয়া লইতে হইবে। তিনি পুলিশে খবর দিলেন।

গাড়ি আবার কলিকাতার দিকে গড়াইল। রাত্রিকাল। একই গাড়িতে সকলে উঠিয়াছে—দু-পাশের বেঞ্চি দুইটাতে নমিতা আর প্রদীপ; মাঝেরটাতে পুলিশের কয়েকজন লোক। অপরিমেয় স্তব্ধতা—কাহারো চোখে ঘুম নাই। অনেক পরে প্রদীপ ইন্‌স্পেক্টারকে জিজ্ঞাসা করিল,—"জবানবন্দি ত' টোকা হয়েছে, ওঁর সঙ্গে দুটো কথা বল্‌তে পারি?"

ইন্‌স্পেক্টার নমিতার অনুমতি চাহিলেন—সে কিন্তু অতি সহজেই রাজি হইয়া গেল। হাসিয়া কহিল,—"আসুন।"

প্রদীপ ধীরে উঠিয়া আসিল। দূরে বেঞ্চির এক পাশে সরিয়া বসিয়া কহিল,—"জবানবন্দিতে কি বল্লে ?"

পুলিশকে শুনাইয়া স্পষ্ট করিয়া নমিতা কহিল,—'সত্য কথাই বলেছি। আপনি আমাকে ছল করে' ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন আর নিতান্ত নির্লজ্জের মতো দৈহিক বলপ্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। বলেছি বৈ কি।"

প্রদীপ স্তব্ধ হইয়া রহিল। গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল,—"জানতাম তুমি তা বল্‌বে। এর চেয়ে সত্য করে' কোনো নারী কোনো পুরুষকে দেখতে শেখেনি। কিন্তু কথাটাকে আরো একটু মার্জ্জিত করে' বল্লে না কেন ?"

প্রদীপের মুখের দিকে অপলক চোখে চাহিয়া থাকিয়া নমিতা বলিল,—"অমন একটা নিদারুণ কথার আরেকটা মার্জ্জিত সংস্করণ আছে নাকি ?"

—"আছে বৈ কি।" কণ্ঠস্বর হঠাৎ গাঢ় ও আর্দ্র করিয়া প্রদীপ কহিল,—"বল্লেই পারতে আমার ভালোবাসার আকর্ষণে তোমাকে সমস্ত প্রাচীন প্রথা ও শাসনের প্রাচীর থেকে মুক্ত করে' উদার আকাশের নীচে নিয়ে এসেছি—যেখানে বিস্তৃত জীবন, বিচিত্র তার উৎসব। বল্লেই পারতে, সহজ অধিকারের দাবিতে তোমাকে কামনা করেছিলাম, নমিতা।"

অন্ধকারের মধ্যে নমিতা হাসিয়া উঠিল। কহিল,—"অত কথা পুলিশ বুঝত না যে—"

প্রদীপের মুখে আর কথা আসিল না। চুপ করিয়া একদৃষ্টে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

খানিক পরে নমিতা একেবারে ছেলেমানুষের মত তরল সুরে বলিয়া উঠিল : "কেমন মজা ! শেষকালে কি না ফুস্‌লিয়ে ঘরের বউকে বা'র করার জন্যে জেল খাটবেন। অদৃষ্টে দুর্গতি থাকলে এমনিই হয়—হাতীও শেষে কাঁটা ফুটে মারা পড়ে।" হঠাৎ কথার মাঝখানে প্রদীপের অত্যন্ত কাছে সরিয়া আসিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া ক্ষীণ অনুচ্চকণ্ঠে নমিতা কহিল,—"আরো এমনি মজা যে আপনার হাতে এমন কোনো সম্বলও আজ নেই যে আত্মহত্যা করে' এ কলঙ্ক থেকে ত্রাণ পেতে পারেন। আপনার বন্ধু এ কথা শুন্‌লে কী ভাব্‌বেন বলুন দিকি ?"

কথা কয়টা কর্ণকুহরে নিক্ষেপ করিয়াই নমিতা আবার দূরে সরিয়া বসিল। প্রদীপ বলিল,—"বন্ধু কী ভাব্‌বেন তা তিনিই ভাবুন। জেলে যদি আমি যাই-ও, তবু মনে এমন কোনো গ্লানি থাকবে না যে, আত্মহত্যার উপকরণ হাতে নেই বলে' অনুতাপ করতে হবে। ব্যাখ্যা একটা মনের মধ্যে কখন থেকেই গড়ে' উঠেছে—তোমার জন্যেই জেলে গেলাম।"

—"আমার জন্যেই বৈ কি।" নমিতা ইন্‌স্পেক্টারের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"একজন অসহায়া বিধবা-মেয়েকে কৌশল করে' ঘরের বাইরে এনে তার ওপর পশুর মত উৎপীড়ন করতে চান—আপনাকে লোকে জেলে না পাঠিয়ে ফুল-চন্দন দিয়ে পূজো কর্‌বে, আপনার ফোটো সামনে রেখে নিশান উড়িয়ে মিছিল করবে, না ?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রদীপ কহিল,—"যা খুসি বল। কিন্তু তুমি মনে-মনে ত' জান আমি পশুও নই, দেবতাও হ'তে চাই না। তোমাকে

আমি কামনা করেছিলাম বৈ কি, সে-কামনা কবিতার মতই সুন্দর। তোমাকে পাইনি, পাওয়ার পেছনে যে প্রচুর তপস্যার প্রয়োজন হয় সে শিক্ষাই না-হয় জেলে বসে' লাভ করা যাবে।"

—"যান্ যান্, আর বক্তৃতা করতে হবে না, এখন ঘুমুন গে।" বলিয়া নমিতা বেঞ্চির কিনারে কাঠের দেয়ালে হেলান্ দিয়া পা দুইটা সামনে একটু প্রসারিত করিয়া শুইবার ভঙ্গি করিল, এবং তাহারই ইঙ্গিতে ইন্‌স্পেক্টার আসামীর হাত ধরিয়া অন্য বেঞ্চিটাতে সরাইয়া আনিলেন।

কলিকাতা পৌঁছিয়া পুলিশ প্রদীপকে থানায় লইয়া গেল এবং নমিতাকে অবনীবাবুর জিম্মায় রাখিয়া বলিয়া দিল যেন ঠিক এগোরোটার সময় তাহাকে চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হাজির করানো হয়।

ভোর বেলা—উমা ছাড়া সবাইরই ঘুম ভাঙিয়াছে। আত্মীয়-পরিজনের শাসন-প্রখর দৃষ্টির সম্মুখে নমিতার মুখ একটুও ম্লান হইল না, তার দৃষ্টিতে না একটু কুণ্ঠা, পদক্ষেপে না একটু জড়তা। চাদরটা গায়ের উপর ভালো করিয়া টানিয়া সে সিঁড়ি দিয়া সোজা তাহার দোতলার পূজার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। নির্ভীক বীরাঙ্গনা, অটল ঋজু মেরুদণ্ড, আকাশের অরুণ-রশ্মির মত তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে যেন একটা দুঃসহ তেজ বিকীর্ণ হইতেছে। আত্মীয়-পরিজনরা মূঢ়-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, কেহ একটা কথা কহিতে পারিল না, না বা পারিল উহাকে বাধা দিয়া উহার মুখ হইতে এই জঘন্য আচরণের একটা অর্থ বাহির করিতে। অবনী বাবু উৎফুল্ল হইয়া ফোনে শচীপ্রসাদকে প্রদীপের গ্রেপ্তারের সংবাদ দিতে ব্যস্ত হইলেন, আর অরুণা তাড়াতাড়ি

উপরে উঠিয়া উমাকে জাগাইয়া কহিলেন,—"ওঠ্ শিগ্‌গির, দেখবি আয়—পোড়ারমুখি ফিরে এসেছে—"

একলা বিছানায় পশ্চিমের বিধুর দিগন্তলেখাটির মত উমা ঘুমাইয়া ছিল। সুরের মাঝে অনুচ্চারিত বাণীর যে সুষমা, ঘুমন্ত উমার দেহে তেমনি একটি অনির্ব্বচনীয় কান্তি। মায়ের হাতের ঠেলা খাইয়া সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল: "কে ফিরে এসেছে মা? বৌদি? আর, দীপ-দা?"

অরুণা মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন,—"আর দীপ-দা! সে পাজিটা পুলিশের হাতে—হাতে তার হাতকড়া। এবার ঘানি ঘোরাবেন আর কি।"

উমার ঠোঁট দুইটি সহসা পাণ্ডুর হইয়া উঠিল: "ঘানি ঘোরাবেন মানে? উনি কি করলেন? যদি কেউ পথ ভুল করে' বাইরে বেরিয়ে আসে তবে তাকে আশ্রয় দেওয়া পাপ না মহত্ত্ব? ওঁর মহত্ত্ব স্বীকার করে' আমাদেরই বরং উচিত মা, ওঁকে একদিন নেমন্তন্ন করে' খাইয়ে দেওয়া!"

কোথায় উমা জাগিয়া উঠিয়া মা'র সঙ্গে নিভৃতে একটুখানি নমিতার চরিত্রালোচনা করিবে, না, একেবারে মোড় ফিরিয়া প্রদীপের প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিল। অরুণা ধমক দিয়া কহিলেন,—"এক ফোঁটা মেয়ে, তুই তার কী বুঝ্‌বি? যা, ওঠ্ এখন। খালি পড়ে' পড়ে' ঘুমুনো। মুখ ধুয়ে পড়তে বোস্ এসে।"

উঠিতে হইল। ব্যাপারটার আদ্যোপান্ত তলাইয়া বুঝিতে তাহার আর বাকি নাই। নমিতা নিতান্ত নমিতা বলিয়াই তাহার জীবনে

এমন একটা আচরণের উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ-সঙ্কুল প্রশ্ন উঠে, উমার জীবনে এমন একটা সমস্যার আবির্ভাব হইতে পারে এমন কথা সে নিজে ভাবিতেই পারে না। ঘর সে ছাড়িবে কি না, এবং ছাড়িলে কোথায় বা কাহার সঙ্গে সে আবার ঘর বাঁধিবে—এই সব প্রশ্ন তাহার ব্যক্তিগত নির্দ্ধারণের বিষয়। ইহার জন্য পাড়ার পাঁচজনের মুখ চাহিতে হইবে নাকি? উমা হইলে কখনই ফিরিয়া আসিত না, এমন ভাবে হয় ত' নিজেকে বন্দিনী করিয়া ফেলিত যে দীপ-দাকে তাহার কাছ হইতে সরাইয়া নেয় কাহার সাধ্য!

নমিতার ঘরের গোড়ায় আসিয়া দেখিল সেখানে ছোটখাটো একটি ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। শচীপ্রসাদ পর্য্যন্ত হাজির'। সবাইরই মুখ প্রসন্ন, নমিতার প্রতি কাহারো ভাষায় স্বাভাবিক রূঢ়তা নাই। ব্যাপারটা উমা চট্ করিয়া আয়ত্ত করিতে পারিল না।

শচীপ্রসাদ হাসিয়া কহিতেছে: "যাক্, ও ছোটলোক গুণ্ডাটা যে গ্রেপ্তার হয়েছে তাই ঢের। একেবারে সেসান্স্ কেস্,—ছ'টি বচ্ছর শ্রীঘরে। খবর শুনে ফুর্ত্তিতে আমার চা-ও খাওয়া হ'ল না।' এই যে উমা, চা করে' দাও দিকিন একটু।"

অবনীবাবু ঘরের মধ্যে নমিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,— "পুলিশের কাছে যে সত্য কথা বলেছ বৌমা, তাতেই তোমার বুদ্ধির তারিফ করছি। ঐ পাজির পা-ঝাড়া স্কাউণ্ড্রেলটাকে এবার আমি দেখাবো—"

—"নিশ্চয়।" শচীপ্রসাদ সায় দিল: "মেয়েছেলে যতই কেন না বেয়াড়া হোক্, বাড়ির বাইরে যেতে হ'লে পুরুষমানুষের হেল্প্ তাদের

চাইই। তার ওপর উনি হিন্দু-বিধবা, পুরস্ত্রী। তা ছাড়া, কল্‌কাতায় নয়—একেবারে ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে পিটটান। ও স্কাউণ্ড্রেল্‌টা যদি বলেও যে বৌদি ইচ্ছে করে' বেরিয়ে এসেছেন, ম্যাজিষ্ট্রেট্ তা কক্‌খনো বিশ্বাস করবেন না।"

অবনীবাবু বলিলেন,—"ও বল্লেই হ'ল ? বৌমা ত' জবানবন্দিতে স্পষ্ট বলে'ই দিয়েছেন যে প্রদীপই ওকে ছলে-বলে ফুস্‌লিয়ে বাড়ির বা'র করেছে। কোর্টেও তোমাকে সে-কথাই বল্‌তে হবে বৌমা, বুঝেছ ?"

নমিতা অল্প একটু হাসিয়া সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

—"বাস্, তা হ'লে আর আন্‌ডিউ ইনফ্লুয়েন্স্-এর কথাও উঠ্‌তে পাবে না। পুলিশের কাছে ওটুকু না বলে' এলেই মুস্কিল হ'ত।"

শচীপ্রসাদ কহিল,—"বৌদি আমাদের অত বোকা নন্। মেয়ে-মানুষদের অমন এক-আধটু ভুল হ'য়েই থাকে, কিন্তু যারা সেই সব ভুল খুঁচিয়ে তাদের বিপথে চালিয়ে নেয় তাদেরকে ছেড়ে দিতে নেই। ফাঁদ পেতে ডাকাতটাকে ধরতে পেরেছেন, তাতে আপনাকে বাহবা দিচ্ছি, বৌদি।"

নমিতা আবার একটু হাসিল ; চোখ তুলিল না, কথা কহিল না।

কথা কহিল উমা : "ফাঁদে যদি ডাকাত আজ ধরা না পড়ত তবে যাদুকরীকে আপনারা আর আস্ত রাখতেন না। ইঁদুর আজ সিংহকে ধরে' দিতে পেরেছে বলে'ই ছুটি পেলো—নইলে সে একা ফিরে এলে তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' ফেল্‌তেন।"

অবনীবাবু ধমক দিয়া উঠিলেন : "যা যা, তোকে আর ফর্-ফর্ করতে

হবে না। বৌমাকে শিগ্‌গির দুটো বেঁধে দে দিকিন্‌, এগারোটায় কোর্টে হাজিরা দিতে হবে।”

শচীপ্রসাদ কহিল,—“আর আমার চা।”

ঘর খালি হইয়া গেলে উমা রুক্ষ হইয়া প্রশ্ন করিল,—“বৌদি, এ তোমার কী নির্লজ্জতা?”

নমিতা চম্‌কাইয়া উঠিল। উমার মুখের উপর দুইটি জিজ্ঞাসু চক্ষু তুলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

—“ফিরে এসেছ তার জন্যে তোমাকে তিরস্কার করি না, কিন্তু নিজের ঠুন্‌কো খ্যাতি বাঁচাবার জন্যে এ তুমি কী করে’ বস্‌লে?”

—“কী করে’ বস্‌লাম?” নমিতা দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল।

—“ঢের ন্যাকামি করেছ। কেই বা তোমাকে ঘটা করে’ বাড়ির বা’র হ’তে বলেছিলো, আর কেনই বা তুমি নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করলে? ও-মুখ লুকোবার জন্যে এ-বাড়ির বাইরে কি আর তোমার জায়গা ছিল না?”

নমিতা ধীরে কহিল,—লুকোবার কথা বোল না, ঠাকুর-ঝি। এ-মুখ দেখাবো বলেই ত’ এ-বাড়িতে ফের ফিরে এসেছি।”

উমা তবুও শান্ত হইল না: “কেন ফিরে এলে? যখন বেরুলে ত’ হার স্বীকার করলে কেন? আবার এসে তুমি হবিষ্যি আর ফোটো-পূজা সুরু করবে? তবে এই অভিনয় করবার কি দরকার ছিল?”

নমিতা হাসিয়া কহিল,—“পুলিশে ধরলে আর কি করা যায় বল।”

—“কি করা যায়? স্পষ্ট কণ্ঠে বলা যায়: আমি নিজের ইচ্ছায়

বেরিয়ে এসেছি, যাকে তোমরা নারীহর্ত্তা বলে' ধরতে এসেছ, সে আমার নবজীবনের প্রভু, তাকে আমি ভালোবাসি। বল্‌লে না কেন, বৌদি ?"

মুখ গম্ভীর করিয়া নমিতা কহিল,—"মিথ্যা কথা বল্‌বো কি করে' ?"

—"ভারি তুমি সত্যবাদী মেয়ে এসেছ। তাই কিনা দীপ-দার সর্ব্বাঙ্গে কালি ছিটোতে তুমি দ্বিধা করলে না। যে-ভদ্রলোক স্নেহ করে' এক নিরাশ্রয় মেয়েকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে এলেন, তার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে সত্যের গৌরব করতে তোমার লজ্জা করলো না, বৌদি ? এই জঘন্য আত্মরক্ষার চেয়ে আত্মহত্যাও ভালো ছিল।"

নমিতা ক্ষীণ একটু হাসিল ; কহিল,—"কা'র সত্য কোন পথে এসে দেখা দেয় তুমি সহসা তা বুঝবে না, উমা। বরং শচীপ্রসাদের জন্যে চা কর গে। সুসংবাদ পেয়ে উত্তেজনায় বেচারার দারুণ তেষ্টা পেয়েছে নিশ্চয়।"

উমা রুখিয়া উঠিল: "কার জন্যে চা করতে হবে সে-পরামর্শ তোমার কাছ থেকে নিতে চাই না। নিজের খেলো মান বাঁচাতে গিয়ে ভীরু অপদার্থের মত তুমি যে আরেকজনকে সমাজের চোখে লাঞ্ছিত করবে— এ অত্যাচার আমরা সইবো না। মনে রেখো।"

নমিতা স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল,—"কী আর করবে বল। আইনের কাছে আবদার খাটে কৈ।"

—"খাটেই না ত'। সত্য বলে' যা নিয়ে তুমি আস্ফালন করছ

সেই তোমার অসতীত্ব। স্থান তোমার সংসারের সেই বাইরেই। তবু তুমি এত স্বার্থপর হবে যে—ছি!"

দারুণ ঘৃণায় উমার চোখমুখ বিষাক্ত হইয়া উঠিল। বহুক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না; উমা যখন চলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছে, নমিতা তাহাকে বাধা দিল: "শোন। সংসারের প্রাচীরের বাইরে চলে' এসে আমারো এ দু'টি দিনে কম শিক্ষা হয়নি, উমা। আমি বুঝেছি, তোমাদের ঐ সতীত্ব-বোধটা মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে প্রকাণ্ড একটা বাধা। সে-বাধা আমি খণ্ডন করব—আপন শক্তিতে, আপন স্বাতন্ত্র্যে।"

উমা ফিরিয়া দাঁড়াইল: "তাই যদি হয় তবে নিজের সতীত্বের ওপর মুখোস্ টান্‌বার জন্যে আরেকজনের মুখে কালি ছিটোতে তোমার বিবেক সায় দেয়?"

উমার মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া নমিতা হাসিয়া কহিল,—"আরেক-জনের জন্যে যে তোমার ভারি দরদ।"

উমা গাঢ়কণ্ঠে কহিল,—"সে-দরদের এক কণা তোমার থাক্‌লে এমন নির্লজ্জের মত নির্দোষ সেজে সমাজের চোখে সস্তা বাহবা নিতে চাইতে না। কে তোমাকে দীপ-দার সঙ্গে বেরিয়ে যেতে বলেছিলো?"

—"ভাগ্য, উমা—যে-ভাগ্য মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে হিজিবিজি ছবি আঁকে। আমার সঙ্গে আর বেশি তর্ক করো না, লক্ষ্মী—আমি ভারি শ্রান্ত হয়েছি। কাল সারা রাত ঘুমুতে পারি নি।"

হঠাৎ উমা নমিতার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া কহিল,—"কিন্তু দীপ-দাকে তুমি জেল থেকে বাঁচাবে—আমাকে কথা দাও, বৌদি!

তিনি ত' তোমাকে জোর করে' বাবা-মা'র কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন্ নি, তুমিই বরং পথে বেরিয়ে তাঁকে কুড়িয়ে পেলে। তুমিই বরং তাঁকে জখম করলে, তিনি তোমার কোনো ক্ষতিই করেন নি। কপালের সেই ঘা-টা তাঁর কেমন আছে, বৌদি ?"

নমিতা মুগ্ধ দৃষ্টিতে উমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কখন তাহার পায়ের উপর উমার হাত দুইটি নামিয়া আসিয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিতে ভুলিল না। ধীরে কহিল,—"তিনি আমার কোনো ক্ষতিই করেন নি, এ তুমি কী করে' বুঝলে, উমা ?"

—"ক্ষতি করেছেন ! কী তিনি করতে পারেন শুনি ?"

—"যদি বলি উমা, তিনি প্রমত্ত পুরুষত্বের লালসায় আমাকে অধিকার করতে চেয়েছিলেন, তাঁকে শাসন করা দরকার—"

উমা দাঁড়াইয়া পড়িল : "মিথ্যা কথা।"

নমিতা বলিল,—"মিথ্যা কথা নয়, উমা।"

—"তবু নারীর কাছে তাঁর ক্ষমা আছে ;—যে-নারী তাঁকে সঙ্গী হ'তে আহ্বান করে, সে-আহ্বান তিনি যদি নিমন্ত্রণ বলে' মনে করেন তার মধ্যে কপটতা কৈ, বৌদি। বেশ, তাঁকে তুমি বর্জ্জন কর, কিন্তু মুক্তির যে-দায়িত্ব তুমি অর্জ্জন করলে সে তোমারই থাক্।"

কথা শুনিয়া নমিতা হাসিয়া ফেলিল। ঠাট্টা করিয়া কহিল,— "তাঁকে ত্যাগ করলেই যে তুমি তার নাগাল পাবে এমন কথা বিশ্বাস হয় না, উমা।"

উমার চক্ষু ভিজিয়া উঠিয়াছিল, প্রাণপণে সে চোখের দৃষ্টিকে প্রখর করিয়া রাখিল, কহিল—"আমি কেন, কোন মেয়েই তার নাগাল পাবে

না, বৌদি। এই বিশ্বাসই যদি তোমার হ'য়ে থাকে, তবে কেনই বা তাকে ত্যাগ করতে যাবে ?"

উমা আর দাঁড়াইতে পারিল না ; মা'র কথা শুনিয়া মুখ ধুইতে নীচে নামিয়া গেল।

যথাসময়ে মাম্‌লা উঠিল।

উমা অবনীবাবুকে বলিল,—"আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব, বাবা।"

অবনীবাবু আকাশ হইতে পড়িলেন: "তুই! তুই আবার কোথায় যাবি?"

—"কেন, কোর্টে। যেখানে তোমরা সবাই যাচ্ছ।"

শচীপ্রসাদ আগাইয়া আসিল: "তুমি যাবে মানে? তোমার একটা প্রেস্‌টিজ্‌ নেই?"

—"নিশ্চয় আছে। বৌদিও ত' তাঁর প্রেস্‌টিজ্‌ বাঁচাতেই কাঠগড়ায় দাঁড়াতে চলেছেন। আমি যাবো বাবা, দীপ-দাকে তাঁর জেলে যাবার আগে একটিবার দেখবো।"

নির্ভীক দুরন্ত মেয়ে। মুখে কিছু বাধে না।

শচীপ্রসাদের সহিল না: "দীপ-দাকে দেখবে? ঐ র‍্যাগামাফিন্‌, স্কাউণ্ড্রেল্‌টাকে? ওকে দেখলেও ত' অশুচি হ'তে হয়।"

—"না হয় অশুচি একটু হ'ব। তারপর আপনাদের মুখের দিকে চেয়েই ত' আমার সে-পাপ কেটে যাবে। দাঁড়াও ভাই বৌদি একটু, আমি কাপড়টা বদ্‌লে আস্‌ছি। দু' মিনিটও লাগবে না—এই হ'ল বলে'।"

উমা দ্রুতপদে অন্তর্দ্ধান করিল এবং ফিরিয়া আসিয়া দেখিল নীচে তাহার জন্য কেহই আর বসিয়া নাই। হয় ত' কাপড় বদ্‌লাইয়া আসিতে তাহার দু' মিনিটের চেয়ে বেশি সময় লাগিয়াছে—ইহার মধ্যে ঘটা করিয়া চুল আঁচড়াইয়া সেফ্‌টিপিন্‌ আঁটিয়া জুতা পরিয়া তাহার বাবু না সাজিলে গোটা মহাভারতটা অশুদ্ধ হইয়া যাইত না।

কিন্তু এই বেশে বিছানায় লুটাইয়া অভিমানে ও দুঃখে সে গোঙাইবে —উমা ততটা নির্লজ্জ নয়। মা সংসারের কাজে ব্যস্ত আছেন— তাঁহাকে এড়াইতে হইবে। একটিও শব্দ না করিয়া উমা অতি সন্তর্পণে খোলা দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। একটা ট্যাক্সি লইয়া চীফ-প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে যাইতে কতক্ষণ!

আদালত লোকে লোকারণ্য, কোন প্রকারে ভিড় ঠেলিয়া উমা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ম্যাজিস্ট্রেট্ তখনো এজলাসে আসেন নাই, সমস্ত ঘরময় একটা চাপা গুঞ্জন চলিতেছে। আসামীর ডক্‌টাও শূন্য; ম্যাজিস্ট্রেট্ আসিলেই হয় ত' প্রদীপকে হাজির করানো হইবে।

অবনীবাবুদের লক্ষ্যের বাহিরে উমা একটা বেঞ্চিতে একটু জায়গা করিয়া বসিল।

পাশের ছোক্‌রা উকিলটি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলেন না: "ঐ মহিলাটি বুঝি আপনার কেউ হন্?"

উমা তাহার মুখের দিকে পর্য্যন্ত চাহিল না; খালি কহিল,—"না।"

—"কিম্বা আসামী?"

—"তাও না।"

উকিলটি বিস্মিত হইলেন: "তবু এসেছেন?"

—"আপনি এসেছেন কেন? আইন শিখতে না কৌতুহল নিবৃত্ত করতে? আমাদেরো কৌতুহল হয়, মশাই। মেয়েমানুষ নিজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে শত্রুতা করে' একজন নির্দ্দোষ ভদ্রলোককে যদি জেলে পাঠায়, সে একটা উপন্যাসের মতই থ্রিলিঙ্। তাই দেখতে এসেছি।"

উকিলটি কহিলেন,—"আপনার কথায় কৌতুহল যে আরো বেড়ে

গেল। কী ব্যাপার, খুলে বলুন। যদি পারি উপকার করবো, বিশ্বাস করুন।”

উমা কহিল,—“কতদিন প্র্যাক্‌টিস্‌ করছেন?”

—“কেন বলুন ত’?”

—“বলুন, দরকার আছে।”

—“প্রায় দু’ বছর।”

—“মোটে!” উমার মুখ ম্লান হইয়া উঠিল।

ভদ্রলোক হাসিয়া কহিলেন,—“কেন, আপনার কোনো কাজ আছে? বেশ ত’ বত্রিশ বছরের প্র্যাক্‌টিস্‌-করা এক বুড়ো-হাব্‌ড়া ধরে’ নিয়ে আস্‌ছি না-হয়।”

—“না, না, ফি দেব কোথেকে? আপনি ঠিক উপকার করবেন?”

উমার ভাবাকুল দুইটি চোখের দিকে তাকাইয়া ভদ্রলোকটি স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন,—“যদি পারি, নিশ্চয় করবো। কেন করবো না?”

—“কেন করবেন না, তার কারণ অনেক থাকৃতে পারে। ফি পাবেন না যে, কিন্তু সত্যি যদি দীপ-দাকে খালাস করে’ দিতে পারেন, একদিন নিশ্চয়ই নেমন্তন্ন করে’ খাওয়াবো আপনাকে।” বলিয়া উমা নিজেই হাসিয়া ফেলিল।

ভদ্রলোক ব্যবসার খাতিরে গম্ভীর হইয়া উঠিলেন: “কে দীপ-দা?”

—“এই মোকদ্দমার আসামী।”

—“আসামী? কেন, তাঁর পক্ষে উকিল নেই?”

—“বোধ হয় না। দীপ-দা আমার এমন লোক নন্‌ যে কুৎসিত মিথ্যার বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে নিজেকে কলঙ্কিত করে’

তুল্‌বেন! আমি তাঁকে চিনি না? বরং তিনি হাসিমুখে মিথ্যার অত্যাচার সইবেন, একটিও সামান্য প্রতিবাদ করবেন না।"

ভদ্রলোকটি ভীষণ অস্থির হইয়া উঠিলেন: "কী হয়েছে আমাকে সব খুলে বলুন দিকি শিগগির, দেখি আমি কী ব্যবস্থা করতে পারি। একটা জামিন পর্য্যন্ত চাওয়া হয় নি?"

উমা কহিল,—"শত্রুতা করে' আবার বাবা আর শচীপ্রসাদ বলে' একটা ছোঁড়া—"

উকিল বাধা দিলেন: "আপনার বাবা! ঐ মহিলাটি আপনার কে হয?"

—"বল্‌ছি। মহিলাটি আমার বৌদি। সংসারের অত্যাচারে হোক্ বা যার জন্যেই হোক্, পথে বেরোন্, আর পথের মোড় থেকে আমার দীপ-দাকে হাত-ছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে এক ঘোড়ার গাড়ি করে' ইত্যাদি ইত্যাদি। সব বুঝে নিন্ শিগগির। তারপর বাবার নালিশে পুলিশ গিয়ে ধরে—পুলিশের কাছে মোমের পুতুল আপনার ঐ মহিলাটিই এখন বলছেন যে দীপ-দা তাঁকে বাপের বাড়ি নিয়ে যাবার ছল করে' ইত্যাদি ইত্যাদি।"

—"কিন্তু এ-সবের প্রমাণ?"

উমা কহিল,—"যদি ভগবানে বিশ্বাস করেন ত' তিনি।"

—"আচ্ছা, আচ্ছা, আপনার বৌদির বয়স কত?"

উমা বোধকরি চটিয়া উঠিল: "ঐ চেয়ে দেখুন্ না। বয়েস দিয়ে আপনার কী হবে?"

কোনো কথা বলিবার আগেই ম্যাজিষ্ট্রেট্ আসিয়া কোর্টে প্রবেশ

করিলেন। সবাই উঠিয়া দাঁড়াইল—উদ্বেল জনকোলাহল স্তব্ধ হইয়া গেল।

এই দীপ-দার চেহারা হইয়াছে! পরনের কাপড়টা ময়লা, চুলগুলি শুকনো জট্-পাকানো, পায়ে জুতা নাই—কোমরে দড়ি বাঁধা। কতদিন যেন ঘুমাইতে পারেন নাই, দাড়ি কামান নাই, গায়ের জামাটা পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া গেছে। এ দিকে একবারো তাকাইতেছেন না কেন? তাঁহার কিসের লজ্জা যে গভীর অনুশোচনায় তাঁহাকে হেঁট হইয়া দাঁড়াইতে হইবে?

উমা সহসা নিতান্ত অবোধের মত উকিলটির দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুল অথচ অনুচ্চ কণ্ঠে কহিল,—"যে করে' পারুন, আমার দীপ-দাকে এই কলঙ্ক থেকে বাঁচান্। ফি আপনাকে আমি পরে যেখান থেকে পারি জোগাড় করে' দেব। যেখান থেকে পারি—আমার গয়না আছে। বৌদিকে দুটো জেরা করলেই সত্য কথা বেরিয়ে পড়্‌বে। আপনি যদি না পারেন, অন্য কাউকে ডাকুন্। বৌদি সতী সেজে কাঠের ফ্রেমে-আঁটা ছবি পূজো করুন্ ক্ষতি নেই, কিন্তু দীপ-দাকে এমন করে' মরতে দেবেন না কক্‌খনো।"

—"আপনার কিচ্ছু ভয় নেই।" বলিয়া ভদ্রলোক সস্মিত মুখে বেঞ্চি ছাড়িয়া একপাশে সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখের ঐ বন্ধুতাপূর্ণ হাসি ও দাঁড়াইবার এই দৃপ্ত ঋজু ভঙ্গিটি উমাকে যে কী আশ্বাস দিল বলা যায় না।

সরকারের পক্ষের কালো গাউন-পরা উকিল খাড়া হইলেন। নমিতা ধীরে ধীরে কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দিকে চাহিয়া

উমার দুই চক্ষু ঠিক্‌রাইয়া পড়িতে লাগিল—নির্লজ্জ, স্বেচ্ছাচারী! নমিতা দাঁড়াইল, কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গে দুর্নমনীয় কাঠিন্য, মুখে নিষ্ঠুর সাহস,—ঘোমটার ফাঁক দিয়া বিস্রস্ত বেণীটা নামিয়া আসিয়াছে—যেন সর্ব্ববন্ধনহীনতার সঙ্কেত। উমা প্রদীপের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহারো মুগ্ধ দৃষ্টি সেই নিরাভরণা দেহাগ্নিশিখাকে বন্দনা করিতেছে।

সমস্ত ঘর মৃত হৃৎপিণ্ডের মত স্তব্ধ।

সরকারের পক্ষের উকিল কথা পাড়িলেন—নমিতার নাম ধাম বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে অবান্তর প্রশ্ন। তার পর:

—"তুমি ঐ আসামীকে চেন?"

—"চিনি।"

—"বেশ। ঐ লোক ১৭ই কার্ত্তিক রাত্রি একটার সময় তোমার ঘরে এসেছিলো?"

—"না।"

—"না? তোমাকে এসে বলেনি যে তোমার মা'র মরণাপন্ন অসুখ, তোমাকে এক্ষুনি যেতে হবে?"

—"না। মিথ্যা কথা।"

—"এই বলে' তোমাকে ভুলিয়ে বাড়ির বাইরে নিয়ে এসে ট্রেনে করে' ফুলহাটি গ্রামে নিয়ে যায় নি?"

—"কক্‌খনো না।"

অবনীবাবুর মুখে কে কালি মাখিয়া দিল; শচীপ্রসাদ সামনের টেবিলের উপর একটা ঘুসি মারিয়া বলিয়া বসিল: ষ্টুপিড্‌। সরকারের পক্ষের উকিল কহিলেন,—"তবে, কী হয়েছিলো খুলে বল।"

নমিতার গলার স্বর একটু কাঁপিল না পর্য্যন্ত। ধীরে সংযত, গভীর কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল: "কিছুই বিশেষ হয় নি। আমি স্বেচ্ছায় আপন দায়িত্বে ঘর ছেড়েছি—মুক্তি আমার নিজের সৃষ্টি। প্রদীপবাবু আমার বন্ধু, বিপদের সহায়। তাঁকে সঙ্গে করে' আমার নিজের প্ররোচনায় আমি ফুলহাটি বেড়াতে যাই। এর মধ্যে এতটুকু সঙ্কোচ ছিল না, এতটুকু কলুষ নেই। আমি সাবালিকা, আমার বয়স গত আশ্বিনে কুড়ি পূর্ণ হয়েছে। জীবনের কোথায় আমার গন্তব্য, কে আমার সঙ্গী, কেন আমার যাত্রা—এ সবের বিচার করবার আমার বুদ্ধি হয়েছে। যদি ভুল হ'য়ে থাকে তার পরিণামও আমিই বিচার কর্‌বো। প্রদীপবাবু নির্দ্দোষ, নিষ্কলুষ—আমার মুক্তি আমার নিজের রচনা।"

সবাই একসঙ্গে একেবারে থ হইয়া গেল। ঘরের ছাতটা ভাঙিয়া পড়িলেও বোধ করি শচীপ্রসাদের কাছে এত অস্বস্তিকর লাগিত না। সরকারী উকিল কর্কশ হইয়া কহিলেন,—"তবে পুলিশের কাছে এত সব উল্টো কথা বলেছ কেন?"

—"পুলিশের কাছে কি বলেছি আমার কিচ্ছু মনে নেই। উল্টো কথা কিছু যদি বলে' থাকি, তবে এই জন্যেই হয় ত' বলেছিলাম যে, এম্‌নি একটা উন্মুক্ত সভায় সর্ব্বসাধারণের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে নিজের মুক্তি ঘোষণা করতে পাবো। যা আমি নিজে সৃষ্টি করলাম, তা পরের সাহায্যে যে মোটেই লাভ করিনি, সেইটে উঁচু গলায় বলবার জন্যে আমি একটা সুযোগ চেয়েছিলাম মাত্র। এর চেয়ে সোনার সুযোগ কী হ'তে পার্‌ত? নেপথ্যে বা স্বপ্নে বা পুলিশের কাছে আমি যা

বলেছি তার মূল্য নেই, স্পষ্ট দিবালোকে সজ্ঞানে ধর্ম্মাধিকরণের সামনে যা বলছি তাই আমার সত্য। উল্টো কিছু বলা বা প্রলাপ বকার জন্য যদি শাস্তির বিধান থাকে, তা আমি নেব; কিন্তু আহ্বান যদি কেউ কাউকে করে' থাকে, তবে আমিই প্রদীপবাবুকে করেছি, উনি আমাকে নয়। উনি আমার বন্ধু, আশ্রয়দাতা। যদি এও শুন্‌তে চান্‌, আমি বল্‌বো, ঐ আসামীকে আমি ভালোবাসি।"

স্তব্ধ ঘর নিশ্বাস ফেলিল; দেয়ালগুলি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছে। অবনীবাবু কহিলেন,—"চলে' এস শচীপ্রসাদ। এর পর ঘাড়ের ওপর মাথা নিয়ে আর লোকসমাজে ফিরতে পাবে না। ছি ছি ছি!"

উমা ভিড়ের মধ্যে কোনরকমে আত্মগোপন করিয়া রহিল। উকিল বাবুটি কাছে আসিয়া স্নিগ্ধ-স্বরে কহিলেন,—"আমাকে কিছু বল্‌তেও হ'ল না। মেয়েদের বয়েসই হচ্ছে বাঁচোয়া, বুঝলেন? কবে খাওয়াচ্ছেন বলুন।"

মুখ বিবর্ণ করিয়া উমা কহিল,—"আপনাকে আমি ভুল্‌বো না। আপনি আমাকে খুব সাহস দিয়েছিলেন কিন্তু।"

কিন্তু উমার চেহারায় সাহসের এক কণাও ভদ্রলোকের চোখে পড়িল না। মুখ ছাইয়ের মত শাদা, দুই চোখে কেমন একটা নিরীহ, অসহায় ভাব। কপালের উপর বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে। ভদ্রলোকটির কেন-জানি মনে হইল সর্ব্বান্তঃকরণে মেয়েটি হয় ত' ইহা চাহে নাই। কোথায় যেন একটু আশা-ভঙ্গের মনস্তাপ রহিয়াছে।

প্রদীপ ও নমিতাকে ঘিরিয়া তখনো ভিড় লাগিয়া আছে। দুই-জনেই নির্ব্বাক, সবাইর প্রতি সমান উপেক্ষা। শচীপ্রসাদেরই আফশোষ ঘুচিতেছে না; সে সক্রোধে দুইহাতে ভিড় ঠেলিয়া নমিতার সাম্‌নে আসিয়া কটুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল: "কেন এই কেলেঙ্কারি করে' বসলেন বলুন ত'? আমাদের মুখ ঢাক্‌বার আর জায়গা রইল না যে!"

অবনীবাবু দূর হইতে চেঁচাইয়া উঠিলেন: "ঐ হতভাগীর সঙ্গে কথা বলে না, শচীপ্রসাদ। যাক্ ও জাহান্নমে,—চলে' এস, শচী।"

যাইতে যাইতে শচীপ্রসাদ কহিল,—"এর চেয়ে গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবে মরলেও যে ভালো ছিল!"

দুই জনে ধীরে ধীরে জনস্রোত সরাইয়া রাস্তার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রদীপ কহিল,—"এখন কোথায় যাবে, নমিতা?"

নমিতার মুখে অটল গাম্ভীর্য্য—যেন পরপার হইতে কথা কহিতেছে: "আমি কি জানি?"

—"সম্প্রতি একটা গাড়ি নেওয়া যাক্, নইলে এ-ভিড় এড়ানো সহজ হবে না। দু' দিন কিচ্ছু খেতে পাই নি নমিতা, পেট চোঁ চোঁ করছে। কিছু না খেলে চল্‌বে না যে।"

নমিতা উদাসীনের মত কহিল,—"বেশ, তবে গাড়ি করুন।"

—"গাড়ি ত' করবো কিন্তু কে এখন আমার জন্যে আর ভাত বেড়ে রেখেছে বল?"

—"কেন, হোটেল। কল্‌কাতা শহরে হোটেল নেই?"

—"তুমি আমার সঙ্গে যাবে হোটেলে ?"

—"আপনার সঙ্গে যেতে আমার আর বাধা কোথায় ?"

ড্যালহৌসি স্কোয়ারের পাশে আসিয়া ট্যাক্সিতে উঠিয়াছে—প্রায় ছুটিতে ছুটিতে উমা আসিয়া হাজির: "আমাকে চিনতে পারো, দীপ-দা ?"

—"তুমি এখানে উমা ?" প্রদীপের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না : "উঠে এস, উঠে এস শিগগির—"

নমিতা এক পাশে সরিয়া গিয়া উমাকে তাহাদের মধ্যখানে বসিতে দিল।

তবুও গাড়িটা তখনই ছাড়িতে পারিল না। কে একজন ডান হাতে ছাতা তুলিয়া গাড়িটাকে লক্ষ্য করিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে ছুটিয়া আসিতেছে। নমিতা তাহার গভীর হৃদয়ের মধ্যে যেন কাহার ডাক শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল। ইহাকেই সে যেন বিনিদ্র ব্যাকুল চোখে এতদিন প্রতীক্ষা করিয়া ফিরিতেছিল। কিসের বা তাহার মুক্তি, কী বা তাহার সত্য !

কোর্টে আসিতে গিরিশবাবুর দেরি হইয়া গিয়াছিল ; দূর হইতে দেখিতে পাইলেন একটা ট্যাক্সিতে করিয়া নমিতা কাহাদের সঙ্গে চলিয়াছে। সামনে আসিয়া চোখে তাঁহার ধাঁধা লাগিল। চোখ কচ্‌লাইয়া নমিতাও চাহিয়া দেখিল—তাহার কাকা ছাড়া পিছনে আর কেহ নাই। গিরিশবাবু ট্যাক্সির গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন,— "কী হ'ল ?"

কথা কহিল উমা : "কী আবার হবে ? বৌদি জিতেছেন।"

—"জিতেছে ?" গিরিশবাবু লাফাইয়া উঠিলেন : "কয় বচ্ছর জেল হ'ল গুণ্ডাটার ?"

উমা তীক্ষ্ণস্বরে কহিল,—"গুণ্ডা আবার আপনি কাকে দেখলেন ?"

—"গুণ্ডা নয়, একশো বার গুণ্ডা ! ছোঁড়াটার মাথায় যেমন এক-রাশ চুল, চোখ দুটো ভাঁটার মত, হাতের মুঠো যেন বাঘের থাবা—ওটাকে আমি বরাবরই রাখতে চাইনি বাড়িতে। নেহাৎ ওর দিদির আবদারেই ছিলো, তা' দিদিকে কি আর কম জ্বালিয়েছেন সোনার চাঁদ ! ক' বছর হ'ল ?"

—"কা'র কথা বল্‌ছেন আপনি ?"

—"কেন, অজয়ের। সে ইতিমধ্যে এসেছিলো একদিন আমার বাড়িতে ; এসে বল্লে : নমিতা কোথায় আছে জানেন ? শ্বশুরবাড়িতে তাকে খুঁজে পেলাম না। কী ভীষণ চটে' উঠ্‌লাম যে কি বল্‌বো ? বল্লাম : শিগগির আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও বলছি, নমিতা তোমার কে শুনি যে আদিখ্যেতা করবার আর জায়গা পাওনি ?"

মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া প্রদীপ হাসিয়া কহিল,—"দয়া করে' একটু সরুন্, গাড়িটা যেতে পারছে না।"

নমিতা ধীরে প্রশ্ন করিল : "কতদিন আগে এসেছিলেন ?"

—"এই ত', দিন তিন-চার হবে। ও হরি ! তখন কে জান্‌তো ছোঁড়াটা এত বড় হতচ্ছাড়া, এত বড় জানোয়ার। নমিতাকে নিজে সরিয়ে দিব্যি ন্যাকা সেজে কি না বলে' গেল : নমিতার ঠিকানা কি বলতে পারেন ? ব্যাটা পাজি—ক বচ্ছর হ'ল ওর শুনি ?"

উমা বিরক্ত হইয়া কহিল,—"ওঁর জেল হ'তে যাবে কেন? কী বলছেন আপনি?"

গিরিশবাবু হতভম্ব হইয়া কহিলেন,—"বা, এই যে বল্লে নমিতা মাম্‌লা জিতেছে?"

—"জিতেছেনই ত'? সমস্ত পৃথিবীর সাম্‌নে সোজা সত্য কথা স্পষ্ট করে' বলে' আস্‌তে পেরেছেন। মানুষের এর চেয়ে আর বড় জয় কিছু আছে নাকি? কেউ বউদিকে ছিনিয়ে নিতে পারে নি, তিনি নিজের আত্মার শক্তিতে নিজের স্বাধীনতা সৃষ্টি করেছেন। যান্, জেল-ফেল হয়নি কারুর কোনোদিন।"

গিরিশবাবু আকাশ হইতে পড়িলেন আর কি: "বল কি উমা? নমিতা নিজের ইচ্ছায় বাড়ির বা'র হয়েছে? তবে কার বিরুদ্ধে এই মাম্‌লা? এঁ্যা! কোথায় যাচ্ছ তবে তোমরা?"

নিতান্ত জ্ঞানীর মত মুখ করিয়া উমা কহিল,—"তা কে কবে বলতে পারে বলুন্, কোথায় কে যাচ্ছে?"

গাড়িটা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, গিরিশবাবু ধমক দিয়া উঠিলেন: "শোন্ নমিতা, কেন তবে ঘর ছেড়েছিলি শুনি? কার জন্যে?"

উমা বলিয়া উঠিল: "কার জন্যে আবার লোকে ঘর ছাড়ে? নিজের জন্যে।—চালাও জলদি।"

গিরিশবাবুকে আর একটি কথাও বলিতে না দিয়া ট্যাক্সিটা বাহির হইয়া গেল। ছাতা হাতে করিয়া গিরিশবাবু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

নমিতা মুগ্ধচোখে উমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। খানিকপরে তাহার একখানি হাত নিজের হাতের উপর টানিয়া আনিয়া কহিল,—"এত কথা তুমি কোত্থেকে শিখলে, উমা?"

উমা হাসিয়া কহিল,—"তোমারই কাছ থেকে, বৌদি।"

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। ট্যাক্সিটা যে কোথায় চলিয়াছে, যেন কাহারো কোনো দিশা নাই। প্রদীপ সহসা সচেতন হইয়া কহিল,—"তুমি আমাদের সঙ্গে কোথায় যাবে, উমা?"

মানুষের মন, না পদ্মপাতায় জলবিন্দু। নিমেষে উমার সমস্ত উৎসাহ উবিয়া গেল; মুখখানি ম্লান করিয়া সে কহিল,—"না, কোথায় আবার যাব? আমার আর কাজ কি আছে? এই, রোখো।"

গাড়ির গতিটা একটু কমিতেই দরজা খুলিয়া উমা নামিবার জন্য পা-দানিতে পা রাখিল।

প্রদীপ ব্যস্ত হইয়া কহিল,—"এখানে নাম্‌বে কি? এখান থেকে তোমাদের বাড়ি যে ঢের দূর।"

—"হোক্। আপনাদের সঙ্গে গিয়ে আমার আর কী হবে?" বলিয়া উমা সোজা ফুট্‌পাতে নামিয়া আসিল।

প্রদীপ গাড়িটাকে চলিতে বলিতে পারিল না। বরং হাত তুলিয়া অভিমানিনী উমাকে ডাকিতে সুরু করিল।

নমিতা বাধা দিল: "ওকে ডেকে কোথায় নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে'? ও বাড়ি যাক্। চলো।"

গাড়িটা গড়াইয়াছে, অমনি ছুটিয়া উমা ফের হাজির হইল। কহিল,—"তোমাকে প্রণাম করা হয় নি, বৌদি। মনে যদি কোনোদিন

দুঃখ দিয়ে থাকি, ভুলে যেয়ো। আর কোনোদিন দেখা হয় কি না কে জানে।" বলিয়া দরজা খুলিয়া সে নমিতার পদধূলি নিল।

নমিতার দুই চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল; চোখ মুছিয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, উমা পাশের কোন্‌ গলি দিয়া সহসা কখন অদৃশ্য হইয়া গেছে।

কিন্তু পর দিন কি ভাবিয়া ভোর বেলাতেই যে উমা একটা টিফিন্-কেরিয়ার লইয়া ষ্টেশনে আসিয়া হাজির হইল তাহা সে-ই জানে। কাল সারা রাত ধরিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মনে যাহা ডাক দিয়া ফিরিয়াছে তাহা কি পূর্ণ না হইয়া পারে? তাই দূরে প্ল্যাটফর্মে পাশাপাশি প্রদীপ ও নমিতাকে ট্রেনের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সে আর কোনো রোমাঞ্চকর বিস্ময়বোধ করিল না, আজিকার সূর্য্যোদয়ের মতই যেন তাহা অতি সাধারণ। দূর হইতেই প্রদীপ কহিয়া উঠিল: "তুমি আবার কোত্থেকে হাজির হ'লে, উমা? বাঃ!"

দুইজনে যতক্ষণ না একেবারে কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, উমা শব্দ করিল না। কাছে আসিতেই সে বুঝি প্রদীপের হাত ধরিতে গিয়া নমিতার হাত ধরিয়া ফেলিল। কহিল,—"তোমাকে আরেকবার ভারি দেখতে ইচ্ছা করছিলো, বৌদি। এই জন্যে কাল বারে বারে আমার ঘুম ভেঙে গেছে। খালি মনে হচ্ছিল তোমার কাছ থেকে ভালো করে' বিদায় নেওয়া হয় নি।"

নমিতা যেন উমার মনের বেদনা দেখিয়া ফেলিয়াছে। তাই তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া সস্নেহে কহিল,—"তুমিও আমাদের সঙ্গে চল, উমা।"

দুইটি আনন্দপূর্ণ চক্ষু তুলিয়া উমা কহিল,—"আমারো তাই ভারি সাধ হয়, বৌদি। কোথায় যেন চলে' যেতে ইচ্ছা করে।"

প্রদীপ কথাটা শুনিয়া ফেলিয়াছিল। হাসিয়া কহিল,—"তুমি গেলে এবার আমার জেল আর কেউ ঠেকাতে পারবে না। শচীপ্রসাদ

নিশ্চয়ই তা হ'লে দাঁত বত্রিশটা গুঁড়ো করে' দেবে। কাজ নেই উমা, ফুলহাটিতে ফল্‌স্‌ দাঁত কিন্‌তে পাবো না।"

দুইজনে ট্রেনের কামরায় গিয়া উঠিল। নমিতা কহিল,—"ভেতরে একটু বস্‌বে, উমা ?"

—"কাজ নেই বৌদি। গাড়ি এক্ষুনি ছেড়ে দেবে। শেষে যদি নাম্‌তে না পারি ?"

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া নমিতা কহিল,—"হাতে তোমার ওটা কী ?"

সচেতন হইয়া উমা কহিল,—"তোমার জন্যে কিছু খাবার তৈরি করেছিলাম, বৌদি। নাও, ধর।"

—"খাবার ? কী আছে ওতে ?"

—"কিছু কাট্‌লেট্‌—"

হাসিয়া ফেলিয়া নমিতা কহিল,—"কাট্‌লেট্‌! আমি যে বিধবা সে-কথা তুমি রাতারাতি ভুলে গেলে নাকি উমা ?"

তাড়াতাড়ি নিজেকে সাম্‌লাইয়া উমা কহিল,—"না না কচুরি আছে, গজা আছে—লুচি, তরকারি, চাট্‌নি—কাল সন্ধ্যাবেলা সব তৈরি করেছি বসে' বসে'। মা জিগগেস করলে বল্লাম: এক বন্ধুর আজকে নেমন্তন্ন আছে, মা। তা, বন্ধু যদি সারা রাতে না আসে, তবে আমার আর কী দোষ বল ? তুমি খেয়ো, বৌদি। খুব পরিষ্কার আছে সব—"

হাসিয়া প্রদীপ কহিল,—"বৌদির জন্যে তোমার এত মায়া, উমা! খাওয়াবার জন্যে মা'র কাছে পর্য্যন্ত মিথ্যা কথা বল্লে।"

—"মিথ্যা কথা বৈ কি।" নমিতা রুক্ষস্বরে কহিল,—"আত্মতৃপ্তির

জন্যে কে কবে না মিথ্যা বলেছে? আমি বলিনি? কাল কোর্টে—সমস্ত লোকের সাম্‌নে?"

বিমূঢ় হইয়া প্রদীপ কহিল,—"তুমি নিজের ইচ্ছায় বেরিয়ে এসেছ—এ তোমার মিথ্যা কথা?"

নমিতা উদাসীনের মত কহিল,—"তা কেন হ'তে যাবে। দাও তোমার খাবার উমা, কাট্‌লেট্‌গুলো প্রদীপবাবুকে খেতে বল।"

উৎফুল্ল হইবার ভাণ করিয়া প্রদীপ কহিল,—"তা আর বলতে হবে না। কিন্তু মা যখন জিগগেস করবেন খাবারগুলো কী হ'ল তখন কি বল্‌বে, উমা?"

নমিতা উত্তর দিল: "বল্‌বে রাত্রে বন্ধু না-আসাতে সকালবেলায় সেগুলো আঁস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছি। দাও, উমা, গাড়ি এবার ছাড়্‌বে।"

জান্‌লা দিয়া টিফিন্‌-কেরিয়ারটা তুলিয়া দিয়া উমা গাঢ়স্বরে প্রশ্ন করিল,—"আবার কবে দেখা হবে, বৌদি?"

—"দেখা বোধহয় আর হবে না, উমা। নিরুদ্দেশ যাত্রার কি আর কোথাও পার আছে?"

ফ্ল্যাগ নড়িল, বাঁশি বাজিল, আর একটিও কথা বলিবার আগে গাড়ি ছাড়িয়া দিল। উমা নড়িল না; চিত্রার্পিতের মত মূক নিষ্পন্দ হইয়া প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। জান্‌লা দিয়া মুখ বাড়াইয়া নমিতা দেখিল, উমার দৃষ্টি ধাবমান ট্রেন্‌টাকে অনুসরণ করিতেছে না, মাটির উপর নিবদ্ধ হইয়া আছে।

ক্রমে এই দৃশ্যটুকুও অপসৃত হইয়া গেল।

বেঞ্চির এক ধারে উঠিয়া আসিয়া প্রদীপ কহিল,—"কী আর মিথ্যা কথা বলে' এসেছ, নমিতা ?"

নমিতা কঠিন হইয়া কহিল,—"কোন্‌টা মিথ্যা কোন্‌টা সত্য তা আপনি আজো অনুভব করতে শেখেন নি ?"

—"খুব শিখেছি। তাই তোমার আচরণের কোনো কূল-কিনারা খুঁজে পেলাম না। গলার মালার বদলে পায়ের শৃঙ্খল হ'য়ে যদি আমাকে আট্‌কে রাখতে চাও, সে-বাধা আমি সইবো না, নমিতা।"

—"সইতে কে আপনাকে বল্‌ছে ? আপনি যান্ না যেখানে খুসি,—কপালের নীচে আমারো দুটো চোখ আছে।"

—"তবে শুধু-শুধু কেন আমাকে জল থেকে টেনে রাখলে ? আমি না হয় অমনি করে'ই মর্‌তাম।"

হাসিয়া নমিতা কহিল,—"মরবার আরো অনেক পথ ছিলো, প্রদীপবাবু।"

কিন্তু সেই ফুলহাটিতেই ফিরিয়া আসিতে হইল। প্রদীপ কহিল,—"আমারই সঙ্গে এলে যে বড় ?"

নমিতার মুখে সেই হাসি: "আপনি ছাড়া কে আর আমার সঙ্গী আছে বলুন। আমার জীবনে আপনার মূল্য কি একটুখানি ? আপনি আমাকে কলঙ্ক দিলেন, আপন অধিকারের গর্ব্ব করতে শেখালেন—আমি অত বড় অকৃতজ্ঞ নই যে এই বনে-জঙ্গলে আপনাকে একা ফেলে পালিয়ে যাবো।"

—"কিন্তু বনে-জঙ্গলে তুমি ত' আর কোনোদিন ঘর বাঁধ্‌বে না।"

—"ঘর বাঁধ্‌বার জন্যেই ত' আর পথ নিই নি।"

নমিতা ঘর বাঁধিবে না বটে, কিন্তু ফুলহাটির এই শ্রীহীন শূন্য পুরীতে পা দিতে না-দিতেই সে দুইটি কল্যাণময় ক্ষিপ্রহাতে তাহার সংস্কার-সাধনে তৎপর হইয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিয়া সেবানতা গৃহলক্ষ্মীর মঙ্গলমাধুর্য্য! এইবার আর মথুরকেও ডাকিতে হইল না। যে বিছানা দুইটা দুই কোণে ধূলিলিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া ছিল তাহাদের ঝাড়িয়া-পুঁছিয়া রোদে দিয়া সে খট্‌খটে করিয়া তুলিল, ঘর নিকাইল, কাপড় কাচিল এবং সন্ধ্যা হইতে না হইতেই রান্নার জোগাড়ে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। প্রদীপ যখন হাসিয়া কহিল: "আকাশে দিব্যি মেঘ করেছে, নমিতা, একবার নদীর ধারটায় বেড়াতে যাবে না?" নমিতা কথাটাকে উপেক্ষা করিয়া কহিল: "আমার এখনো কত কাজ বাকি।"

হঠাৎ একটা মেঘ ডাকিয়া উঠিতেই নমিতা সন্ত্রস্ত হইয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল ঘন নিবিড় মেঘে সমস্ত আকাশ বেদনার্ত্ত মুখমণ্ডলের মত থম্‌থম্ করিতেছে। জীবনে সে এত বড় আকাশ দেখে নাই, পুঞ্জিত নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া গর্জ্জমানা নদীর ডাক যেন তাহার বুকে আসিয়া আঘাত করিল। কিসের তাহার গৃহ, কিসের বা তাহার গৃহকর্ম্ম! নমিতা মাঠের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল—দিঙ্মণ্ডল ছাপাইয়া অন্ধকারের অজস্র বন্যা নামিয়া আসিয়াছে। আকাশে মুক্তবেণী ঝটিকা, নীচে নমিতা যেন শরীরিনী বিদ্রোহবহ্নি!

সঙ্গে সঙ্গেই জল আসিয়া গেল বলিয়া সে আর বেশিক্ষণ বাহিরে দাঁড়াইতে পারিল না। নিজের ঘরে আসিয়া বিছানার উপর চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। ঘরের সবগুলি দরজা-জান্‌লা খোলা, জোরে জলের ছাঁট্ আসিতেছে, তবু তাহার খেয়াল নাই। চরাচরপ্লাবী

অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে কাহার অনুসন্ধান করিতেছিল সেই জানে। কেন সে এইখানে আসিয়াছে, কোথায়ই বা আবার এমন মুক্তবন্ধ গগন-বিহঙ্গ মেঘের মত কোন্ অপরিচিত দেশের দিকে ভাসিয়া পড়িবে—আজিকার দিনে সে-সব সমস্যা তাহাকে একটুও আলোড়িত করিতেছে না। সে যেন জানিত আজ আকাশে ঝড় আসিবে। সে যেন আরো অনেক কিছুই জানিত!

কতক্ষণ তন্ময় হইয়া বসিয়া ছিল খেয়াল নাই, হঠাৎ তাহার আচ্ছন্ন চোখের সাম্‌নে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। নমিতা চঞ্চল হইল না, লোকচক্ষুর অগোচরে আত্মার দর্পণে সে বারে বারে যাহার ছায়া দেখিয়াছে, আজিকাব এই ছায়াচ্ছন্ন প্রদোষে এ বুঝি তাহারই প্রতিচ্ছবি! কিন্তু হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা টর্চ্চ জ্বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিভিয়া গেল। এক ঝলক্ তীব্র আলোতে ঘরের রাশীকৃত অন্ধকার যেন বিকট হাস্য করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। আশ্চর্য্য, নমিতা একটুও ভীত হইল না।

কাহার স্বর শোনা গেল: "ধন্যবাদ।"

আবার সেই স্তূপীভূত স্তব্ধতা। এইবার অজয় টর্চ্চটা টিপিয়া তক্ষুনি আঙুলটা সরাইয়া নিল না। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি একলা বসে'? প্রদীপ কোথায়?"

ইহাতে অভিভূত হইবার কি আছে? উমা যদি কাল রাত্রে ভাবিয়া থাকে যে ভোরবেলা ষ্টেশনে গেলেই প্রদীপের দেখা পাইবে, তবে নমিতার এত রাত্রের প্রতীক্ষা-স্বপ্ন কি জীবনের একটি দিনেও সফল হইতে পারিবে না? সে মাথার উপর ঘোম্‌টা তুলিয়া দিল না,

খোঁপাটা বাঁধিল না পর্য্যন্ত, সুতীব্র আলোর ঝাঁজে চক্ষু দুইটা আবিষ্ট হইতে না দিয়া অপলক চোখে অজয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু অজয়ের এ কী শ্রী! কোথায় সেই দুর্লভ তেজ, সেই গর্ব্বদৃপ্ত ঋজুতা? মুখমণ্ডলে গাঢ় রোগমালিন্য, কত স্বপ্নের ব্যর্থতা যেন মুদ্রিত হইয়া আছে। বেশবাস অপরিচ্ছন্ন, এক হাঁটু কাদা, জলে ভিজিয়া কিছু আর নাই। সেই মূর্ত্তি দেখিয়া নমিতা আনন্দধ্বনি না হাহাকার করিয়া উঠিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না।

অজয় হাসিয়া কহিল,—"খুব অবাক হ'য়ে গেছ দেখছি। আমি ভূত নই,—নেহাৎই বর্ত্তমান। জলে ভিজে বহু কষ্টে ষ্টেশন থেকে পথ চিনে এসেছি। প্রদীপ কৈ?"

নমিতা কহিল,—"বোস। পাশের ঘরে আছেন বোধহয়, ডেকে আন্‌ছি।"

পাশের ঘরেও প্রদীপ তাহার নিঃসঙ্গ বিছানায় বসিয়া ঝড় দেখিতেছিল। সে-ঝড়ে সে বিপুল সম্ভাবনার সঙ্কেত খুঁজিয়া পায় নাই, এ-অন্ধকার যেন তাহার জীবনে রাশি রাশি বিষণ্ণতা নিয়া আসিয়াছে। অচরিতার্থতার এমন রূপ আর সে কবে দেখিয়াছে? এত বড় বিস্তৃতির মধ্যে তাহারই জন্য কোথাও এতটুকু মুক্তি রহিল না!

নমিতা তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, প্রদীপ টের পায় নাই। কি বলিয়া তাহাকে সে এই সংবাদ দেয় কিছুই ভাবিয়া পাইল না। হঠাৎ তাহার মাথায় এক ঠেলা দিয়া কহিল,—"শিগগির দেখবেন আসুন—কে এসেছে।"

প্রদীপ ধড়মড় করিয়া উঠিল: "কে? আবার পুলিশ নাকি?"

—"না, না। শিগগির আসুন।"

ঘরের কোণ হইতে লণ্ঠনটা লইয়া নমিতার পিছু-পিছু প্রদীপ অগ্রসর হইল। ঘরের মধ্যে আসিয়া দেখিল ডান-হাতে একটা টর্চ জ্বালিয়া দাঁড়াইয়া আছে—আর কেহ নয়, অজয়। সহসা প্রদীপ যেন এতটুকু হইয়া গেল।

প্রদীপকে দেখিয়া বিদ্রূপাত্মক অভিবাদন করিয়া অজয় কহিল,—"ধন্যবাদ।"

প্রদীপ আরো একটু আগাইয়া আসিল বটে, কিন্তু বন্ধুর হাত ধরিতে সাহস পাইল না। খালি কহিল,—"তুমি? হঠাৎ? কোত্থেকে?"

অজয় কহিল,—"আস্‌চি অনেক দূর থেকে। হঠাৎই আমি এসে থাকি। খবরের কাগজে তোমাদের কীর্ত্তির কথা আদ্যোপান্ত পড়লাম,—বেশ, তোমাদের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করছি। তার পর?"

কাহারও মুখে কথা জুয়াইল না। খানিক বাদে স্নিগ্ধস্বরে নমিতা কহিল,—"একেবারে ভিজে গেছেন দেখছি—"

—"ভিজতে আমাকে আরো অনেক হবে। রাত্রে আজ আর জল থামবে বলে' মনে হয় না।"

প্রদীপ কহিল,—"এক্ষুনি আবার চলে' যাবে নাকি?"

—"নিশ্চয়। এক জায়গায় বেশিক্ষণ জিরোবার আমার সময় নেই। কিন্তু ঘর-দোরের এ কী হাল্-চাল্ করে' রেখেছ? টাকা-পয়সার টানাটানি বুঝি? তা আমার কাছেও কিছু নেই।"

একটু থামিয়া পরে আবার কহিল,—"দেশে ফিরে ভারি মজা দেখলুম প্রদীপ; বাবার সেই বাৎসরিক পনেরো হাজার টাকা দিব্যি

উড়ে' গেছে গ্লাশে আর বিলাসে ! আমি যেই একা, সেই একা। তার পর, পল্লী-সংস্কারের বক্‌শিস্‌ বাবদ সেই যে ম্যালেরিয়া পেয়েছিলুম, তাতে হাড়-মাস আমার ঝরঝরে হ'য়ে গেল।" তার পর একটি করুণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া : "তোমাদের সেই অজয় আর নেই। তোমাদের দেখতে নিদারুণ ইচ্ছা হ'ল বলে'ই জ্বর নিয়েও জলের মধ্যে চলে' এসেছি। এখন ত দিব্যি একটি রাণী পেয়েছ, এবার স্বচ্ছন্দে নিরীহ একটি কেরানি বনে' যাও, কিম্বা লাইফ্‌ ইন্‌সিয়োরেন্সের এজেন্ট, কিম্বা ধরো পাটের বা মাছের দালাল—কি বল ?"

প্রদীপ অভিমান করিয়া কহিল,—"একটা কিছু নিশ্চয়ই হ'তে হবে, সে-পরামর্শ তোমার কাছ থেকে না নিলে কিছু এসে যাবে না।"

স্বচ্ছ হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করিয়া অজয় কহিল,—"ভালো। একটা ইস্কুল-মাষ্টারিও মন্দ হবে না। তার পর নমিতা, ফোটো পূজো করতে করতে সুরাহা একটা কিছু হ'ল তা হ'লে ? বেশ !"

নমিতা একটিও কথা কহিল না, গভীর দৃষ্টিতে অজয়ের মুখের দিকে চুলের দিকে কাপড়ের দিকে পায়ের দিকে চাহিতে লাগিল।

—"কি, কথা কইছ না কেন ? আমি তোমাদের এমন সন্ধ্যাবেলাটা মাটি করে' দিলাম নাকি ?"

নমিতা কহিল,—"বসুন, জামা-কাপড়গুলো ছাড়ুন, আপনার প্রত্যেক কথার উত্তর দিচ্ছি।"

—"আমার সময় কৈ ? প্রতি নিশ্বাসে আমার বৎসর চলে' যাচ্ছে।" তার পর হাসিয়া কহিল,—"কী বা আমার কথা, তার আবার উত্তর ! কোর্টে দাঁড়িয়ে যাত্রা দলের ঢঙে কী তোফা বক্তৃতাই যে তুমি দিয়েছ

—ক্যাপিট্যাল্! কিন্তু, কিছু খেতে দিতে পারো, নমিতা? ভারি খিদে পেয়েছে।"

নমিতা ব্যস্ত হইয়া উঠিল: "নিশ্চয়ই পারি। কিন্তু আপনার যে জ্বর!"

অজয় বাধা দিয়া কহিল,—"হোক্ জ্বর। তা এমন কিছু মারাত্মক নয় যে তোমার হাতের খাবার খেলে আমাকে চিতেয় উঠ্‌তে হবে। আজ আমি তোমার কাছে সেদিনের মত জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকতে আসিনি, নিতান্ত সাদা ভাষায় কিছু খাবার ভিক্ষা করছি মাত্র। আমাকে আজো তোমার সন্দেহ হয় নাকি? আজ আর তোমাকে বাইরে আহ্বান করবার ভাষা নেই, এই ঘরেই তুমি সমস্ত পৃথিবী লাভ করেছ। ও কি, তুমি রাঁধ্‌তে চল্‌লে নাকি? পাগল! আমার এত খিদে বা সময় নেই যে বাবু সেজে আসন-পিঁড়ি হ'য়ে ষোড়শোপচার সাবাড় করব। ঘরে তোমাদের গেলবার কি কিছুই নেই? কী ছাই তবে ঘর করেছ, নমিতা!"

পথে খাইতে উমার-দেওয়া খাবারগুলির কথা মনে করিয়া নমিতা কহিল,—"আছে কিছু, তবে তা বাসি, কাল্‌কের রাতের তৈরি।"

—"বাসি! নিয়ে এসো চট্ করে'? বলে কি না বাসি! পেলে বাঁশ চিবিয়ে খেয়ে ফেল্‌তে পারি—"

নমিতা টিফিন্-কেরিয়ারের বাটিটা লইয়া আসিল।

অজয় একেবারে শিশুর মত হাত বাড়াইয়া বাটিটা গ্রহণ করিল। নমিতা কহিল,—"দাঁড়ান্ একটা প্লেট্ নিয়ে আস্‌ছি।"

—"প্লেট্-ফ্লেট্ লাগ্‌বে না। এই দাও।" বলিয়া অন্ধকারে খাবার-

গুলি ভাল করিয়া ঠাহর না করিয়াই অজয় গোগ্রাসে গিলিতে সুরু করিল। ভাল করিয়া চিবাইবারো সময় হইল না ; একমুখ খাবার লইয়া কহিল,—"দু' দিন পেটে কিচ্ছু যায় নি একদম্। নেহাৎ ভাগ্য প্রসন্ন বলে'ই প্রসাদ মিল্‌লো। জল ? জল লাগ্‌বে না—এক্ষুনি যেতে হবে আমাকে। দাঁড়াবার আর এক ফোঁটাও সময় নেই। মাঠের মধ্য দিয়ে হাঁ করে' ছুট্‌লেই জল পাওয়া যাবে। তার ওপর এখন যদি নদী সাঁৎরাতে হয়, তা হ'লে ত' কথাই নেই—"

নমিতা বাধা দিয়া কহিল,—"এখুনি যাবেন কি ? দাঁড়ান্, জল আন্‌তে কতক্ষণ ? সব সময়েই দুরন্তপনা করতে নেই।"

কথার সুরটা অজয়ের কানে কেমন একটু অদ্ভুত ঠেকিল,—যাইতে সত্যই পারিল না। নমিতা জল নিয়া আসিল। এক ঢোঁকে সবটা নিঃশেষ করিয়া অজয় কহিল,—"পিপাসাও আমাদের পায়, স্নেহময়ী নারীর মুখ দেখ্‌তে পেলে আমাদেরো দুটি দণ্ড কৃতজ্ঞতা জানাতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সময় নেই। কত কাজ বাকি, কত পথ এখনো উত্তীর্ণ হ'তে হবে—আমি চল্লাম। তোমাকে বিশেষ কিছু উপহার দিয়ে যেতে পার্‌লুম না—যদি পারি কিছু টাকা পাঠাবো। তা দিয়ে যা তোমার খুসি কিনে নিয়ো। কিনে দিয়ো হে প্রদীপ। শাড়ি ব্লাউজ জুতো গয়না—যা ওর পছন্দ। এখনো যে ভোল্ ফেরায়নি দেখছি।" বলিয়া অজয় দরজার বাহিরে পা বাড়াইল।

পিছন হইতে নমিতা হঠাৎ তাহার বাঁ হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া আকুলকণ্ঠে কহিল,—"আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল। তোমার অসুখ, কে তোমাকে দেখবে বল।"

প্রথমটা কথা শুনিয়া অজয়ের সমস্ত চেতনা যেন ঘুলাইয়া উঠিল। অন্ধকারে নমিতার মুখ স্পষ্ট চোখে পড়িল না; সে-মুখ দেখিতে পাইলে হয় ত' সে একটু দ্বিধা করিত, হয় ত' এমন কঠোর ঘৃণায় সে-স্পর্শকে উপেক্ষা করিতে পারিত না।

অজয় তাহার হাতটা ঠেলিয়া দিয়া কহিল,—"আমার সঙ্গে যাবে মানে?"

—"হ্যাঁ, যাব; যেখানে তুমি নিয়ে যাবে। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে বলে'ই ত' এত দিন প্রতীক্ষা করে' বসে' আছি।"

অজয় আকাশ হইতে পড়িল: "এ এ-সব কী বলছে হে প্রদীপ? তুমি কোনো কথা কইছ না কেন?"

প্রদীপ দূরে জানালার কাছে সরিয়া গেল। নমিতাই বলিয়া উঠিল: "কে কী বলবে—কার কী সাধ্য আছে শুনি? তুমি একদিন আস্‌বে সেই আশায় আমি আজো বেঁচে আছি। কে আমাকে বাধা দেয়?" বলিয়া নমিতা অজয়কে একেবারে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

নিশ্বাস ফেলিবার সময়টুকু পর্য্যন্ত কাটিল না। নমিতাকে ডান হাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া অজয় কহিল,—"সরে' দাঁড়াও শিগগির। ছুঁয়ো না আমাকে। তুমি এতদূর নির্লজ্জ হয়েছ জান্‌লে এখানে মরতেও আস্‌তাম না কোনোদিন। তোমার ছোঁয়া খাবার খেয়েছি ভেবে সারা শরীর আমার অশুচি হ'য়ে গেছে।"

নমিতা বাঁশের একটা খুঁটি ধরিয়া নিজেকে রক্ষা করিল।

কটু কদর্য্য কণ্ঠে অজয় কহিল,—"এক জনকে তার ধর্ম্ম থেকে ভ্রষ্ট

করে' পথে বসিয়েছ, তবুও তাতে তোমার তৃপ্তি হ'ল না ? এত সহজেই তোমার অরুচি ধরে' গেল ? ভেবেছ আমার সঙ্গে চলতে গিয়ে এক সময় জিরোতে চাইবে, পথের থেকে কাঁধে উঠ্‌তে চাইবে—অজয় অমানুষ মেয়েমানুষকে অতটা প্রাধান্য দিতে শেখেনি। লজ্জা করে না ?—কে তোমাকে বাধা দেবে! বাধা দেবে তোমার লজ্জা, তোমার চরিত্র।"

অজয় পা বাড়াইয়াছিল, নমিতা আবার কাছে ছুটিয়া আসিল। সে কাঁদিতেছে। কহিল,—"চরিত্র আমি মানি না, মানি আমার মনকে। সেই আমার মণি, সেই আমার সব। তুমি যেয়ো, তোমার সঙ্গেও আমি যেতে চাই নে, কিন্তু আর খানিকক্ষণ তুমি থেকে যাও। আজকের রাতটা।"

—"তোমার ঘরে ? ঐ বিছানায় ? সরে' দাঁড়াও, নমিতা।"

নমিতা প্রখরকণ্ঠে কহিল,—"কেন, একটা রাত্রি একাকিনী নারীর ঘরে আত্মদমন করে' থাক্‌তে পারো না ?"

অজয় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল: "তুমি আমাকে লোভ দেখাচ্ছ বুঝি ? আত্মদমনের চেয়েও অজয়ের জীবনে মহত্তর আদর্শ আছে। তুমি তার মহিমা বুঝবে না—পথ ছাড়। যেতে দাও আমাকে। একাকিনী নও, ঐ প্রদীপ দাঁড়িয়ে। নিষ্ঠা বলে' জিনিসটাকে একেবারে অমান্য করো না। সতী নাই বা হ'লে, কিন্তু তাই বলে' অসৎ হ'তে হবে ?"

নমিতা সরিয়া দাঁড়াইল। মুখে একটিও কথা নাই।

—"পথে বেরুবো বললেই কি আর বেরুনো যায় ? পথ তোমাকে

গ্রহণ করবে কেন? তোমার ছাড়পত্র কোথায়? ঘরে যাও, দরজা-জানালা বন্ধ করে' বিছানাটা উত্তপ্ত করে' রাখ গে—রাত্রে ত' আবার ঘুমুতে হবে। চল্লাম হে প্রদীপ, স্যুইট্ ড্রিমস্!" বলিয়া সেই ঝড়-জলের মধ্যেই অজয় অদৃশ্য হইয়া গেল

প্রদীপ কহিল,—"অজয়ের সঙ্গে গেলে না ? নিলো না বুঝি ?"

নমিতা রুখিয়া উঠিল : "কোথায় মরতে যাব ওর সঙ্গে ? তার চেয়ে এই আমার ঢের ভালো।" বলিয়া খোলা জান্‌লাগুলি সে বন্ধ করিতে লাগিল : "জলে কী হয়েছে দেখুন—ঘরের মধ্যে নদী বইছে। মেঝেটা লেপ্‌তে হবে।"

—"এখন থাক্।"

—"এখন থাক্‌বে কী ! ঘুমুনো যাবে নাকি তা হ'লে ? উনুন্-টুনুন্ও বোধহয় ভেসে গেল। একটা হাঁক দিন্ না, মথুর কিছু খাবার জোগাড় করে' নিয়ে আসুক। টিফিন্-কেরিয়ারে যা ছিল সব উজোর করে' খেয়ে গেছে—"

—"তোমার খুব খিদে পেয়েছে নাকি ?"

তরলকণ্ঠে নমিতা কহিল,—"আহাহা, রাত্রে যেন আমি কত খাই। আপনার জন্যে বল্‌ছি—সারাদিন ত' পেটে কিছু পড়ে নি। শরীরটা ত' গেল। যা হোক্, উনুন্‌টা ধরিয়েছিলাম, ঝড় আর আপনার বন্ধু এসে সব মাটি করে' দিল। ডাকুন না মথুরকে।"

একটা ন্যাকড়া দিয়া নমিতা ঘর মুছিতেছিল, আভরণহীন সেই হাতখানির দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রদীপ কহিল,—"মথুরকে ডেকে কাজ নেই। সত্যি আমার একটুও খিদে পায় নি।"

—"না, পুরুষমানুষের খিদে না পেয়ে পারে ? আমার কথা শুনে ত' আপনার পেট ভরবে না।"

—"সত্যি বল্‌ছি, আমার খিদে নেই। কাল খুব ভোরে উঠে না-হয় দু'টি রেঁধে দিয়ো।"

—"বেঁধে আমি এখনই দিচ্ছি। একটিবার মথুরকে ডেকে দিন্ না।

—"তুমি বাঁধ্‌তে গেলেই আমি আরো খাব না। এই আমি শুয়ে পড়লাম।" বলিয়াই প্রদীপ নমিতার নিজের জন্য পাতা বিছানাটার উপর শুইয়া পড়িল: "তোমার বিছানায়ই শুলাম, নমিতা।"

নমিতা ধীরে কহিল,—"বেশ ত। ঐ যা, জান্‌লাটা খুলে গেল। শিগগির বন্ধ করে' দিন। নইলে এক্ষুনি ভীষণ ঠাণ্ডা লেগে যাবে। একেই ত' আপনার শরীরটা ভালো নেই—"

জান্‌লাটা বন্ধ করিয়া প্রদীপ আবার বিছানায় শুইয়া পড়িল। নিতান্ত ছেলেমানুষের মত আবদারের সুরে কহিল,—"কাল থেকেই মাথাটা কেমন ধরে' আছে, নমিতা—"

নমিতা শুধু কহিল,—"যাচ্ছি। আমার এই হ'ল বলে'।"

প্রদীপ অসাড় হইয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল। কতক্ষণ পরে নমিতা শিয়রের কাছে আসিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিল,—"বালিশের ওপর মাথাটা ভালো করে' রাখুন। কোনখানটায় ধরেছে?" বলিয়া সে প্রদীপের শিয়র ঘেঁসিয়া পা গুটাইয়া বসিল। প্রদীপ একবার ভালো করিয়া নমিতার মুখ দেখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে আগেই লণ্ঠনটা নিবাইয়া দিয়াছে। অন্ধকারে সেই মুখের বিন্দুমাত্র আভাস পাওয়া গেল না।

নমিতা প্রদীপের কপালের উপর স্নিগ্ধ আঙুলগুলি ধীরে বুলাইতে বুলাইতে কহিল,—"কপালটা টিপে দিই, কেমন? একটু ঘুমুবার চেষ্টা করুন্। এ কয়দিন ত' শরীরের ওপর আর কম অত্যাচার হয় নি।"

প্রদীপ কহিল,—"আমি ঘুমিয়ে পড়্‌ব কি! আর তুমি?"

—"পরে আমিও না হয় ঘুমিয়ে পড়্‌বো। এমন বৃষ্টিতে শরীর ভেঙে ঘুম নেমে আস্‌বে।"

—"তুমি এখানে শোও ; আমি আমার বিছানায় যাই।"

নমিতা প্রদীপের ললাটের উপর করতলটি বিস্তৃত করিয়া স্থাপন করিয়া কহিল,—"এখানে একা শুতে আমার ভয় করবে যে।"

কপালের উপর নমিতার ঠাণ্ডা হাতখানি মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া প্রদীপ কহিল,—"তবে ?"

প্রদীপের করতলের মধ্যে নিজের ভীরু হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া নমিতা বলিল,—"তবে আর কি ? ঘুম পেলে কখন একসময় আপনারই পাশে শুয়ে পড়্‌বো না-হয়।"

—"আমার পাশে ?"

—"হ্যাঁ, আপনাকে আমি ভয় করি নাকি ?"

নমিতার কথার স্বরে একটুও রুক্ষতা নাই,—ভারি কোমল, আর্দ্র কণ্ঠস্বর !

এই ভাবে বসিবার সুবিধা হইতেছিল না ; নমিতা বিছানার উপর পা তুলিয়া ঠিক করিয়া বসিতে না বসিতেই প্রদীপ বালিশটা তাড়াতাড়ি ঠেলিয়া দিয়া তাহার বিস্তৃত কোলের উপর মাথাটা তুলিয়া দিল। নমিতা কিন্তু মাথাটা নামাইয়া রাখিল না। স্নেহ-আনত দুইটি আয়ত চক্ষু প্রদীপের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া অকুণ্ঠিত আবেগে তাহার কপালে ও গালে হাত বুলাইতে লাগিল।

প্রদীপ কহিল,—"তোমার প্রতি অনেক দুর্ব্যবহার করেছি, নমিতা—"

জোরে একটু হাসিয়া নমিতা বলিল,—"তার শাস্তিই ত' এখন পাচ্ছেন।"

প্রদীপ নমিতার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিয়া একেবারে বুকের মধ্যে গুঁজিয়া ফেলিল; কহিল,—"বিধাতা সবারই জন্যে সমান পথ তৈরি করে' রাখেন নি—"

নমিতা কহিল,—"কারুর জন্যেই পথ তিনি তৈরি করে' রাখেন না। পথ সৃষ্টি করবার গৌরবও যদি আমাদের না থাকে তবে চল্‌বার আমাদের আর আনন্দ কোথায়?"

—"আমার জন্যে এই ভুবন-ভরা ঋতুর উৎসব—"

—"আর কারুর জন্যে বা ঘন-গহন অন্ধকার!"

—"আমার জন্যে তোমার প্রেম, এই যৌবন, এই অগ্নিশিখা।" বলিয়া মুহ্যমান প্রদীপ সহসা নমিতাকে বুকের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া তাহার চিবুকে অধরে চোখের পাতায় চোখের নীচে অজস্র চুম্বন করিতে লাগিল।

প্রতিরোধ করিবার সমস্ত শক্তি নমিতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। সে যেন নিষ্প্রাণ একটা দেহপিণ্ড! ঝড়ের রাত্রে সে যেন অসহায়া পৃথিবী!

বুকের উপর নমিতার আলুলিত রুক্ষ চুলগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে প্রদীপ কহিল,—"যে যা বলে বলুক নমিতা, আমরা ধূলির ধরণীতে স্বর্গ আবিষ্কার করব—আমাদের প্রেমে, সহকর্মিতায়। আমি কবি, তুমি আমার আকারময়ী কল্পনা! নমিতা!"

নমিতা তাড়াতাড়ি মুখ তুলিয়া কহিল,—"সারা রাত ভরে'ও কথা কয়ে শেষ করতে পারবেন না। শেষই যেন তার না থাকে। এই

কথা আপনার অক্ষরে ফুটে উঠুক। আনন্দের কথা সন্ধ্যার বর্ণচ্ছটার মত মিলিয়ে যায়, কিন্তু ব্যর্থতার কথা রাত্রির অন্ধকারে তারা হ'য়ে অক্ষয় অক্ষরে জেগে থাকে!"

প্রদীপ নমিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিস্রস্ত অবগুণ্ঠনের নীচে সে-মুখখানিতে অসীম বেদনার মেঘছায়া মাখিয়া রহিয়াছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

নমিতা বলিল,—"মনটাকে খানিকক্ষণ একেবারে ফাঁকা রাখুন, আপনিই ঘুম এসে যাবে। আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। আপনি না ঘুমুলে আমি কি করে' শুই।"

প্রদীপ কহিল,—"তুমি কি আমাকে একবারো তুমি বল্‌বে না?"

কিছু কাল স্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ নমিতা নত হইয়া মুখটা প্রদীপের কানের কাছে নিয়া গিয়া অতি গাঢ়কণ্ঠে ডাকিল: "তুমি, তুমি, তুমি!"

—"এবার যদি আমি মর্‌তামও নমিতা, আমার দুঃখ থাক্‌তো না।"

নমিতা বলিল, –"নিশ্চয়। তোমার জন্যে এই অলস আবেগময় মৃত্যু, কারুর জন্যে বা কণ্টকক্ষত কদর্য্য জীবন। প্রেমহীন আশ্বাসহীন কঠোর মুহূর্ত্ত। কিন্তু, আর নয়, এবার ঘুমুও।"

প্রদীপ নিঃশব্দে নমিতারই কোলের উপর মাথাটা কাৎ করিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

এক সময়ে স্পষ্ট বুঝিল নমিতা আর হাত বুলাইতেছে না—স্তব্ধ হইয়া পাষাণ-প্রতিমার নিশ্চল অটুট ভঙ্গিতে বসিয়া আছে। তার পর নমিতা যে আর কী করিল বোঝা গেল না। প্রদীপ ততক্ষণে গাঢ় নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িয়াছে।

ধীরে ধীরে প্রদীপের মাথাটা বালিশের উপর নামাইয়া রাখিয়া নমিতা উঠিয়া পড়িল। দক্ষিণের জানালাটা খুলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাত্রি অনেক হইয়াছে—আকাশে মেঘ কাটিয়া বিবর্ণ ঘোলাটে জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। ভোর হইয়াছে ভাবিয়া কয়েকটা কাক এখানে-সেখানে চীৎকার করিতেছিল। নদীতে দু' একটি নৌকাও দেখা যায়। কোথায় একটি বাতি জ্বলিতেছে—না-জানি কত দূরে!

ঘাটে যেখানে নৌকারা যাত্রী লইয়া দূর ষ্টিমার-ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য সর্ব্বদা গাঁদি করিয়া থাকে সেই ঘাটের পথ সে চিনিতে পারিবে ত'? এই রাত্রে নিশ্চয়ই কেহ নৌকা ছাড়িবে না, উত্তর-পশ্চিম কোণে এখনো মেঘ আছে। হয় ত' উহারই বিপদের আশঙ্কায় নৌকা ছাড়িবে না। নমিতার জীবনে আবার বিপদ কিসের? তরঙ্গ-সঙ্কুল ফেনোচ্ছ্বসিত নদী যে তাহার বন্ধু, সহযাত্রিনী। বিধাতা, আজিকার এই অভিসারে যেন অজয়ের সঙ্গে তাহার দেখা না হয়। সে যেন একাই চলিতে পারে, একাই মরিতে পারে যেন। এই গর্ব্বটুকু তাহার নষ্ট করিয়ো না।

এখান হইতে তারপাশা—তার পরে ষ্টিমারে গোয়ালন্দ। সেখানে ট্রেন্ দাঁড়াইয়া আছে। তার পর কলিকাতা। তার পর? এখানে বসিয়া থাকিলেও, তার পর? ক্ষণকালবিহারী মানুষের চিত্তে ইহার সমাধান কোথায়!

একেবারে একা—সঙ্গীহীন। সম্মুখে পথ—মুহূর্ত্ত হইতে মহাকালে।

নমিতা একবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। যাইবার সময় ঐ ঘুমন্ত অসহায়

প্রদীপের চেহারা দেখিয়া তাহার মমতার আর অন্ত রহিল না। একবার সাধ হইল নিজে ইচ্ছা করিয়া প্রদীপের কপালে অস্ফুট একটি বিদায়-চুম্বন উপহার দিয়া আসে ; গভীর শব্দহীনতায় গোপনে বলিয়া আসে : এই চুম্বনে তোমার ললাট দগ্ধ করে' যাই, বন্ধু। আমাদেরই মত তুমি ব্যর্থ হও, ধন্য হও।

কিন্তু না, যদি জাগিয়া উঠে ! যদি দুই ব্যাকুল বাহু-বন্ধনে তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে চায় ! যদি এই অবসন্ন জ্যোৎস্নাটুকুর মতই তাহার সকল সঙ্কল্প স্তিমিত হইয়া আসে !

নমিতা বাহির হইয়া আসিল।

সমস্ত পাড়া নিঝুম। মাঠে জল জমিয়াছে। সেই জল ভাঙিয়া নমিতা অগ্রসর হইল। পথ সে ভাল করিয়া চিনে না, কিন্তু পথ তাহাকে খুঁজিয়া লইতে হইবে। এক পথ হইতে অন্য পথে, এক দিনের পর অন্য রাত্রে। থামিবার সময় কোথায় ?

কিছুদূর অগ্রসর হইতেই দূরে কাহাকে যেন দেখা গেল। কে যেন তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। নমিতা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। লোকটা তবু তাহাকে সঙ্কেত করিতেছে। তাহারই সম্মুখীন না হইয়া নমিতা আর যায় কোথায় ?

আরো খানিকটা কাছে আসিতেই লোকটাকে চিনিতে পারিয়া নমিতার সর্ব্বদেহ ভয়ে ও উত্তেজনায় কাঁপিয়া উঠিল। এ যে তাহার স্বামী—সুধী ! রাণীগঞ্জে শালবনে সেইদিন যে-পোষাকে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন পরনে সেই পোষাক। মুখে সেই অম্লান হাসিটি ; তেমন করিয়া বাঁ হাতে কোঁচাটা তুলিয়া ধরিয়াছেন !

যেন সেই মূর্ত্তি তাহাকে বলিল : “এস আমার সঙ্গে।”

আর একটু আগাইয়া হাত বাড়াইয়া দিলেই যেন নমিতা সে-মূর্ত্তিকে ধরিয়া ফেলিবে। নমিতা ত্বরিত পদে পথ চলিতে লাগিল, কিন্তু তবুও তাহার নাগাল পাইল না।

নমিতা চীৎকার করিয়া উঠিল: “কোথায় আমাকে নিয়ে যাচ্ছ ?”

সে-মূর্ত্তির কণ্ঠ হইতে স্পষ্ট উত্তর আসিল: “এস আমার সঙ্গে। তোমার কিচ্ছু ভয় নেই।”